সম্পাদকীয় ভূমিকা

বাঙ্গালা নাট্য-সাহিত্যের প্রথম যুগের—প্রথম বলিলেও অন্যায় হয় না—নাটক 'ভদ্রার্জুন'। সংস্কৃত নাটকের সরণির পাশ কাটাইয়া বাঙ্গালা নাট্যরচনায় সবে মাত্র ইংরেজি নাট্য সাহিত্যের অনুকরণ ও অনুসরণ আরম্ভ হইয়াছে। এই যুগসন্ধিক্ষণের নাটকগুলিতে স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে সংস্কৃত ও ইংরেজি টেকনিকের যুক্তবেণী। সংস্কৃত নাটকের প্রস্তাবনায় সমগ্র নাটকের ঘটনার আভাস দেওয়া হইয়া থাকে বলিয়া নাটকের প্রতি আকর্ষণ আপনা হইতেই হ্রাস পায়। যাহা নিরুদ্ধনিশ্বাসে মানুষ দেখিবে ও শুনিবে, তাহাই যদি পূর্ব্ব হইতে সকলেই জ্ঞাত হইয়া যায়, তবে তাহার আর আকর্ষণ থাকে না। কৌতূহলের দিক দিয়া নাটকের মূল্য অনেকখানি কমিয়া যায়। ইংরেজি নাট্য সাহিত্যে এরূপ ত্রুটি নাই। তাহা ছাড়া সংস্কৃত নাটকের এবং যাত্রা গানের অনুকরণে যাহা হইতেছিল তাহা আর যাহা হউক নাটক নয়। ইহার উপর রুচিবিকার ছিল আরও মারাত্মক। ভদ্রার্জুন নাটকের ভূমিকায় নাট্যকার তারাচরণ শীকদার বলিয়াছেন :

> এতদ্দেশীয় কবিগণ প্রণীত অসংখ্য নাটক সংস্কৃত ভাষায় প্রচারিত আছে এবং বঙ্গভাষায় তাহার কয়েক গ্রন্থের অনুবাদও হইয়াছে ; কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই, যে এদেশে নাটকের ক্রিয়া সকল রচনার শৃঙ্খলানুসারে সম্পন্ন হয় না। কারণ কুশীলবগণ রঙ্গভূমিতে আসিয়া নাটকের সমুদায় বিষয় কেবল সঙ্গীত দ্বারা ব্যক্ত করে, এবং মধ্যে মধ্যে অপ্রয়োজনাই ভণ্ডগণ আসিয়া ভণ্ডামি করিয়া থাকে।

ভদ্রার্জুন নাটকখানি ১৭৭৪ শকাব্দে অর্থাৎ ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ইংরেজি শিক্ষা ও সংস্কৃতি বাঙ্গালার শিক্ষিতসমাজ অনেকটা আত্মসাৎ করিয়া ফেলিযাছে। তাহাদের রুচিরও পরিবর্ত্তন দেখা দিয়াছে, এবং সঙ্গে সঙ্গে গতানুগতিকতার অবসান ঘটাইয়া নূতন নূতন চিন্তা-ধারা প্রবাহিত হইতে আরম্ভ করিয়াছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করিলে দেখা যাইবে যে, ভদ্রার্জুন নাটকের মূল্য কম নয়—আধুনিক যুগের আভাষ ইহার মধ্যে রহিয়াছে। নাটক হিসাবে ইহার ত্রুটি-বিচ্যুতি অনেক আছে,—কিন্তু বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসে আধুনিক যুগের গোড়া-পত্তন হিসাবে ইহার মূল্য নগণ্য নয়।[১]

তারাচরণ তাঁহার নাটকের ভূমিকায় নাট্য-রচনা প্রণালীর আলোচনা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন:

> এই পুস্তক অত্যন্ত নূতন প্রণালীতে রচিত হইয়াছে অতএব তাহার যৎকিঞ্চিৎ বিবরণ প্রকাশ করা উচিত ও, অত্যাবশ্যক বোধ হওয়াতে, তাহা সংক্ষেপে ব্যক্ত করিতেছি। এই নাটক ক্রিয়াদি ও ঘটনাস্থানের নির্ণয় বিষয়ে ইওরোপীয নাটক প্রায় হইয়াছে; কিন্তু গদ্য পদ্য রচনার নিয়মেব অন্যথা হয় নাই। সংস্কৃত নাটক সম্মত কয়েক জন নাট্যকারকের ক্রিয়াদি গ্রহণ করি নাই; যথা প্রথমে নান্দী তৎপরে সূত্রধার ও নটীর রঙ্গভূমিতে আগমন, তাহারদিগের দ্বারা প্রস্তাবনা ও অন্যান্য কার্য্য, এবং বিদূষক ইত্যাদি। এতদ্ব্যতিরিক্ত সংস্কৃত নাটক প্রায় ইওরোপীয় নাটক হইতে বিভিন্ন নহে। সংস্কৃত

১ শ্রীসুকুমার সেন প্রণীত বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস দ্বিতীয় খণ্ড (দ্বিতীয় সংস্করণ) পৃ ২০-২১ দ্রষ্টব্য।

নাটক প্রথমতঃ অঙ্কে বিভক্ত, যাহাকে ইংরজি ভাষায় (Act) এক্ট কহে ; কিন্তু প্রত্যেক (Act) এক্ট সেরূপ (Scene) সিনে বিভক্ত আছে, সংস্কৃত নাটক তাদৃশ নহে, তন্নিমিত্ত (Scene) সিন্ শব্দের পরিবর্ত্তে সংযোগস্থল ব্যবহার করা গেল।···নাটক নির্ণীত সংযোগস্থলের প্রতিকৃতি প্রায় ইওরোপীয় নাট্যশালায় প্রদর্শিত হয়। ইওরোপীয়েরদিগের স্বতন্ত্র নেপথ্যের প্রয়োজন থাকে না, যেহেতু তাহারা এতদ্দেশীয় কুশীলবগণের ন্যায় স্বতন্ত্র স্থান হইতে সজ্জাদি করিয়া রঙ্গস্থলে প্রবেশ করে না। অতএব এই গ্রন্থ ইওরোপীয় নাটকের শৃঙ্খলানুসারে শ্রেণীবদ্ধ করিয়া প্রকাশ করিলাম।

পাশ্চাত্য রঙ্গমঞ্চের ন্যায দৃশ্যপট ব্যবহার দেশীয় নাটকের টেকনিকের পরিবর্ত্তন সাধন করিল। সমগ্র কাহিনীর অভিনয় দৃশ্যপটের সম্মুখে করার ব্যবস্থা হইল ; সাজঘরের প্রয়োজন থাকিল না।

ভদ্রার্জুন নাটকের প্রথমে 'আভাসে' মূল নাট্যকাহিনীর পূর্ব্ব-ইতিহাস দেওয়া হইয়াছে, সেই সঙ্গে নাট্য সাহিত্যের ও নাট্যাভিনযের প্রশংসা করা হইয়াছে।

দর্শক মণ্ডলমাঝে করিয়া বিস্তার।
করিতেছি সুধী সম নাটক প্রচার॥
শ্রুতিযুগে দৃষ্টিযুগে প্রবেশি এ সুধা।
তৃপ্তি করে সকলের নিরানন্দ ক্ষুধা॥

নাট্যারম্ভের পূর্ব্বে এই কবিতাটি সুর করিয়া পড়িতে হইত কিনা বলা যায় না। কারণ "নাটক সম্বন্ধীয় ব্যক্তিগণের নাম" (অর্থাৎ নাট্যোল্লিখিত পাত্রপাত্রীদের নাম) ঘোষণার পূর্ব্বে এটি দেওয়া হইয়াছে।

ভদ্রার্জুন নাটকের কাহিনী সুপরিচিত, মহাভারতের প্রথম-পর্ব্বের

সুভদ্রাহরণ আখ্যান হইতে গৃহীত। কিন্তু মূল মহাভারত বা ভাগবত হইতে এই কাহিনী অনেকটা স্বতন্ত্র, সেখানে কাহিনীর জটিলতা তেমন নাই। কাশীরাম দাসের মহাভারতে কাহিনীর একটি নাট্যোচিত রূপ দেওয়া হইয়াছে; সেখানে মূলের সহিত কয়েকটি ক্ষুদ্র গল্প জুড়িয়া কাহিনীকে জটিলতর ও চিত্তাকর্ষক করা হইয়াছে। মনে হয়, তারাচরণ নাটক লিখিবার সময় কাশীরাম দাসের মহাভারত হইতেই অনুপ্রেরণা পাইয়াছিলেন। কাশীরাম দাসের কাব্যে তৎকালীন বাঙ্গালী সমাজেব নারীচিত্র ও চরিত্র অনেকখানি পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। বিশেষ করিয়া সত্যভামার ভূমিকায় বাঙ্গালী মেয়ের আচরণ পরিলক্ষিত হয়।

তারাচরণ মূল কাহিনীর বিশেষ পরিবর্ত্তন করেন নাই, এমন কি কয়েকটি ক্ষেত্রে কাশীরাম দাসের বর্ণনা তিনি হুবহু গ্রহণ করিয়াছেন। সুভদ্রার বিবাহের পূর্বে নারী-মহলের গল্প-গুজবেব দৃশ্য একেবারে নূতন না হইলেও তাবাচরণেব সৃষ্ট বলিতে হইবে। প্রতিবেশিনীব চরিত্র এবং দেবকী ও রোহিণীর আলোচনা এই কাহিনীকে সরস রূপ দিয়াছে।

রৈবতক পর্বতে মহোৎসবের সময় শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন রথে চড়িয়া আসিলে কেহই চিনিতে পারে নাই। কাশীরামের মহাভারতে আছে,

কৃষ্ণ ধনঞ্জয় আরোহণ করে রথে।
দোঁহে এক মূর্ত্তি কেহ না পারে চিনিতে॥
দোঁহে নীল ঘনশ্যাম অরুণ অধর।
কিরীট কুণ্ডল হার শোভে পীতাম্বর॥
কেহ বলে কৃষ্ণে পার্থ পার্থে বলে হরি।
দোঁহা-মূর্তি দেখিয়া বিস্মিত নর নারী॥

(রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রকাশিত সংস্করণ পৃ ১৯৪)

এই ঘটনাটিকে কেন্দ্র করিয়া তারাচরণ তাঁহার নাটকের তৃতীয় অঙ্কের পঞ্চম সংযোগস্থল রচনা করিয়াছেন। এক বাতুল এক মদ্যপায়ী ও কয়েকজন পথিকের বিপদেব দ্বারা ঘটনাটি সরস করিবার একটা চেষ্টা আছে, কিন্তু তেমন সার্থক হইয়া উঠে নাই।

সর্বত্রই সুভদ্রা ও অর্জুনের প্রেম প্রথমদর্শনজনিত বলিয়া বর্ণিত আছে। তারাচরণও ইহার কোনো পরিবর্তন করেন নাই। অর্জুনের প্রতি সুভদ্রার পূর্ব হইতেই অনুরাগ ছিল, এমন কোন বর্ণনা আমরা নাটকে পাই না। এই প্রেমের ব্যাপারটি অনেকটা অতিনাটকীয়। অর্জুনকে দেখিয়াই ভদ্রার চিত্ত চঞ্চল হইয়া পড়িল, সত্যভামা তাহাকে গৃহমধ্যে আসিতে বলিলে সে স্পষ্টভাবেই আপনার প্রেম ব্যক্ত করিল। ইহাতে তাহার একটা ইতস্ততঃ ভাব নাই, সঙ্কোচ নাই।

বল সত্যভামা আর কি কব তোমায়।
অর্জুন হেরিয়া আজি বুঝি প্রাণ যায়॥
তোমারে কহিতে আমি লজ্জা নাহি করি।
কি হইল সখি আজি দেখ প্রাণে মরি॥
এখন তোমার কথা হইল স্মরণ।
মিথ্যা নহে কহে ছিলে যতেক বচন॥
অর্জুনের বাণ হেরি ত্রিলোকের ভয়।
এবে জানিলাম সত্য মিথ্যা কথা নয়॥

কিন্তু কাশীরাম দাসের বর্ণনা আরও নাটকোচিত। প্রেমকাতর সুভদ্রার সঙ্কোচ আছে, সত্যভামাকে অন্তরের কথা বলিবার সময় সে ছলও করে।

সত্যভামা বলেন না এস ভদ্রা কেনে।
সবে গেল একক বসিয়া কি কারণে॥

সুভদ্রা বলিল সখি ধরি মোরে লহ।
কণ্টক ফুটিল পায় বাহির করহ ॥
শুনি সত্যভামা ধরি তুলিলেক হাতে।
নাহিক কণ্টকাঘাত দেখেন পদেতে ॥
সত্যভামা বলে কি হেতু দাঁড়াইলা।
নাহিক কণ্টকাঘাত কেন বা পড়িলা ॥
নিভৃতে সুভদ্রা কহে কি কহিব সখি।
যে কণ্টক ফুটিল কোথায় পাবে দেখি ॥
অর্জুনের নয়ন-চাহনি তীক্ষ্ণশর।
আজি অঙ্গ আমাব কহিল জর জর ॥

(ঐ পৃ ১৯৮)

কাশীরাম দাসের মহাভারতে আছে, সত্যবতী সুভদ্রাকে লইয়া বতির নিকটে গিয়াছিল; নাটকে এই অংশটি পরিত্যক্ত হইয়াছে। এই অংশটি গ্রহণ না করিয়া নাট্যকার ভালই করিয়াছেন।

কাশীরাম দাসের মহাভারতেব সহিত ভদ্রার্জুন নাটকের চতুর্থ অঙ্কের সাদৃশ্য সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। নাটকে নারদকে কেবল দূতরূপে চিত্রিত করা হইয়াছে। ভীমের স্পষ্ট ও অপ্রিয় ভাষণ কাশীরাম দাসেব নিকট হইতেই গৃহীত।

দুর্য্যোধন-বেশ দেখি ভীমে হৈল ক্রোধ।
ডাকিয়া বলেন, তোরা সবাই অবোধ ॥
হেথা হৈতে দ্বারাবতী আছে দূরদেশ।
এই স্থানে কিবা হেতু কর বরবেশ ॥
দুঃশাসন বলে, তাহা কি দোষ ইহাতে।
দেখিতে না পার যদি আইস পশ্চাতে ॥

ভীম বলে, ভালমন্দ বুঝিবা হে শেষে।
কোন কন্যা বিবাহেতে যাহ বরবেশে ॥
(ঐ পৃ ২১৮)

ভদ্রার্জুন নাটকে—

ভীম। দ্বারকাপুরী এখনও অনেক দূর; অধুনা দুর্য্যোধনের বর সজ্জায় যাওয়া উচিত নয়।

দুঃশাসন। কেন? তাহাতে বাধা কি?

ভীম। বিবাহের এখন কি হয় তাহা বলা যায় না, নিকট হইতে তত্ত্ব লইয়া বরসজ্জা করিলেই ভাল।
(ভদ্রার্জুন প ২১)

সুভদ্রা-হরণের পর দুর্য্যোধনের বিষাদখেদ এবং কুরু-পাণ্ডবদের মধ্যে বিবাদ কাশীরাম দাস হইতে গৃহীত হইলেও নাট্যকার ইহার পূর্ণাঙ্গরূপ দিয়াছেন এবং নাটকোচিত করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন।

নাট্যকারের কাহিনীর প্রতি যতখানি মনোযোগ ছিল, চরিত্রাঙ্কনের প্রতি ততখানি আগ্রহ ছিল না। ফলে সকল প্রধান চরিত্রই কলের পুতুল হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ঘটনাস্রোত চরিত্রগুলিকে ঠেলিয়া লইয়া গিয়াছে, চরিত্রগুলির মধ্যে যেন অন্তর্দ্বন্দ্বের স্থান নাই—তাই নাটকের সূত্রে কোথাও জট পাকায় নাই। অথচ অর্জুন-সুভদ্রার বিবাহ ব্যাপার লইয়া জটিলতা বৃদ্ধির যথেষ্ট অবকাশ ছিল। সুভদ্রা প্রথম দর্শনেই অর্জুনকে ভালবাসিয়াছিল; কিন্তু নানারূপ বাধাবিঘ্ন আসিয়া তাহার বিবাহ যখন এক প্রকার অসম্ভব করিয়া তুলিয়াছিল তখনও সুভদ্রার মনে আঁচ লাগে নাই। বিবাহ না হইবার আশঙ্কা ও অর্জুনের প্রতি গভীর প্রেম, ইহারই অন্তর্দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়া সুভদ্রার চরিত্র সার্থকভাবে বিকশিত হইয়া উঠিতে পারিত। সত্যভামার উপর

সব-কিছুর বরাত দিয়া নাট্যকার সুভদ্রার চরিত্র গৌণ করিয়া ফেলিয়াছেন। দীর্ঘ খেদোক্তির মধ্যে সুভদ্রার অন্তরের ব্যাকুলতা প্রকাশ পাইযাছে বটে, কিন্তু তাহা শিল্পোচিত হয় নাই। সুভদ্রার তুলনায় অর্জুনের চরিত্র অধিকতর বিকাশ লাভ করিয়াছে। ব্রাহ্মণের গোধন-উদ্ধার, বনবাস গমন, সুভদ্রার প্রতি অনুরাগ এবং কৃষ্ণপ্রীতি—সকল উপলক্ষ্যেই অর্জুনকে অনেকটা রক্তমাংসের মানুষ করিয়া গড়া হইয়াছে। তাহার চরিত্রের দৃঢ়তা সকলকে আকর্ষণ করে। কৃষ্ণ-বসুদেব অপেক্ষা বলদেব চরিত্র বাস্তব হইয়া উঠিয়াছে। বলদেব কূট-নীতিতে শ্রীকৃষ্ণের মত নহেন, তিনি সহজেই মানুষকে বিশ্বাস করিয়া বসেন। বলদেব মাতাপিতাকে যেরূপ শ্রদ্ধাভক্তি করিয়া থাকেন, শ্রীকৃষ্ণকেও তেমনি অন্তরের সহিত স্নেহ করেন। বসুদেব সুভদ্রার বিবাহ ব্যাপারে শ্রীকৃষ্ণের সহিত যাহাতে কলহ না হয বলদেবকে এরূপ ব্যবস্থা করিতে বলিলে বলদেব বলিলেন,

শ্রীকৃষ্ণের সহিত কলহ কেন হবে।
করিব এমত কার্য্য সব দিক রবে॥
মমানুজ কৃষ্ণ আমি তার জ্যেষ্ঠ ভাই।
কলহ হবে না কভু কোন ভয় নাই॥

বলদেব আত্মভোলা মানুষ। তাঁহারই গৃহে যখন সুভদ্রার বিবাহ লইযা এত আলোচনা চলিতেছে, তখন তিনি নিশ্চিন্তে বসিয়া আছেন, কোনোই সংবাদ রাখেন নাই। নারদ আসিয়া জানাইয়া গেল পার্থের সহিত সুভদ্রার বিবাহ স্থির হইয়া গিয়াছে। তিনি একথা শুনিয়াই ক্রুদ্ধ হইয়া দুর্য্যোধনকে বরবেশে আনিবার জন্য দূত পাঠাইলেন। কিন্তু গৃহচক্রান্তের ব্যাপার আর তলাইয়া দেখিলেন না।

পরে দূতমুখে অর্জুন কর্ত্তৃক সুভদ্রাহরণের যখন সংবাদ পাইলেন তখন বলদেব দূতকেই ভৎর্সনা করিয়া বলিলেন,

আমি তোমাদিগের কুহকজালে বদ্ধ হইব না। আমি বুঝিয়াছি, তুমি ছলনা করিতেছ ; আমি কি এই কথায় এক জারজকে ভদ্রার্পণ করিব ? যাও আর বাক্য ব্যয় করিও না, স্বস্থানে প্রস্থান কর। যাহাদিগেব সম্পত্তিতে বশীভূত আছ, তাহাদিগের শরণ লও।

দূতের প্রতি অনেকক্ষণ ধরিয়া ক্রোধ প্রকাশ করিলেন, কিন্তু একবারও প্রকৃত সংবাদ জানিতে চাহিলেন না। দূত গমনোদ্যোগ করিলে তিনি যেন সম্বিৎ ফিরিয়া পাইলেন, বলিলেন,

কি কথা কহিলে দূত বল পুনর্ব্বার।
সুভদ্রাকে হরিযাছে একি শুনি আব॥

ইহার পরই বলদেবের অনুতাপ,

মম দিব্য হেথা হতে না কর গমন।
না বুঝে বলেছি কটু করিবে মার্জ্জন॥

বলদেব প্রকৃত ঘটনা শুনিযা ক্রোধে জ্বলিতে লাগিলেন; অর্জুনকে সমুচিত শিক্ষা দিবার জন্য রথ আনিতেও বলিলেন। কিন্তু দূত-মুখে আরও বিবরণ শুনিযা বুঝিতে পারিলেন, সবই কৃষ্ণেব চক্রান্ত। তিনি সখেদে দূতকে বলিলেন,

আমি জানিলাম সকলেই কৃষ্ণের পক্ষ। যদ্যপি এই অসংখ্য যদুসেনা থাকিতেও আমার অপমান হইল, তবে এ দোষ কাহাব উপর অর্পণ করিব। অতএব তুমি গমন কর, আমিও চলিলাম।

ইহার পর মাতাপিতাব নিকট বলদেবের খেদোক্তি,

…এ চক্ষে সকলেই আছেন, ভাল,—আজ অবধি আমি তোমারদিগের পুত্র নহি, এমত ভাল করিলে। পিতা, মাতা, ভ্রাতা, জ্ঞাতি, বন্ধু, ভৃত্য প্রভৃতি সকলেই যে ব্যক্তির বিপক্ষ, তাহার পক্ষে গৃহবাস অপেক্ষা অরণ্যবাস উত্তম কল্প, অতএব, সকলে আমার আশা পরিত্যাগ কর।

এই বেদনা আরও গভীর হইয়া উঠিয়াছে নাটকের শেষে,

এখন দুঃখের পাশে কি করিব গৃহবাসে
লোকালয়ে না রহিব আর।
ছাড়ি সবে মম আশ সুখে কর গৃহবাস
সব আশা ঘুচেছে আমার॥

প্রধানতঃ সংলাপের দীর্ঘতার দরুণ নাটকের গতি মন্থর হইয়াছে। একদিকে চরিত্রবিকাশের অভাব অন্যদিকে সংলাপের ত্রুটি নাটকের আকর্ষণ নষ্ট করিয়া দিয়াছে।

মানুষের মনের সূক্ষ্মভাব অথবা আবেগ প্রকাশ করিতে হইলে কবিতাকে বাহন করা চলে, কিন্তু সাধারণ কথাবার্ত্তায় কবিতার স্থান একেবারে সংকীর্ণ—বিশেষ করিয়া নাটকে। তারাচরণও এই ত্রুটি লক্ষ্য করিয়াছিলেন। ভূমিকায় তিনি স্পষ্টভাবেই বলিয়াছেন, "কুশীলবগণ রঙ্গভূমিতে আসিয়া নাটকের সমুদায় বিষয় কেবল সঙ্গীত দ্বারা ব্যক্ত করে।" তিনি দুই একটি স্থানে সঙ্গীত দিয়াছেন, কিন্তু পয়ারছন্দের প্রভাব হইতে রক্ষা পান নাই। নাটকে পয়ার ছন্দ একেবারে অনুপযোগী, কারণ পয়ার দৃঢ়সংবদ্ধ নয়, প্রতি চরণের শেষে শেষে থামিতে হয়,—নদীপ্রবাহের মত ইহার গতি অব্যাহত নয় বলিয়া সংলাপের পক্ষে পয়ার একেবারে অনুপযুক্ত। এই পয়ারই যখন অমিত্রাক্ষর ছন্দে পরিণত হইল তখন ইহার শক্তি শতগুণ বৃদ্ধি পাইল

এবং সংলাপের উপযোগী হইয়া উঠিল। তবুও পয়ার-সংলাপে তারাচরণের কৃতিত্ব অস্বীকার করা যায় না।

পযার ছন্দে লিখিতে গিয়া তারাচরণ ভারতচন্দ্রের প্রভাব এড়াইতে পারেন নাই। মাঝে মাঝে যমকের বিবক্তিকর ব্যবহারও আছে। যেমন,

অর্জ্জুনের মুখ সুধাকর সুধাকর।
যেই সুধাপানে হৈল অমর অমর॥
সেই সুধা মম প্রাণী যদি পান পান।
তা নহিলে কভু নাহি পাবে প্রাণ প্রাণ॥
তাহার হৃদয় জলাশয় জলাশয়।
এ হৃদি মরাল পক্ষে সেই পয় পয়॥
কাল সম কাল রাত্রি মম পক্ষে কাল।
চাহি কাল নাহি ইচ্ছা দেখিতে সকাল॥

তবে কি গদ্যে কি পদ্যে তারাচরণ পাণ্ডিত্য প্রকাশের চেষ্টা করেন নাই। গদ্যে মাঝে মাঝে "তবানুজেরা" "মমাত্তোবহ" ইত্যাদি উৎকট সন্ধি থাকিলেও ভাষা সাধারণতঃ সরল ও সহজবোধ্য। এরকমটি ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে খুব কম লেখাতেই দেখা যায়। পদ্যে মেয়েলি ছড়ার ব্যবহার লক্ষণীয়।

নাটক হিসাবে ভদ্রার্জুনের মূল্য বেশি নয়। ইহার মূল্য শুধু প্রথম ছাপা বাঙ্গালা নাটকদ্বয়ের অন্যতম বলিয়া। বাঙ্গালা কাব্যে আধুনিকতার হাওয়া বহিবার ছয় বছর আগে তারাচরণের নাটক বাহির হইয়াছিল। সুতরাং এটি আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্যের নব সৃষ্টির অন্যতমও বটে। এই ঐতিহাসিক মূল্যের জন্যই বাঙ্গালা সাহিত্য যাঁহারা ভালবাসেন এবং বাঙ্গালা সাহিত্যের পরিচয় যাঁহারা ধারাবাহিকভাবে

রাখিতে চাহেন তাঁহাদের কাছে ভদ্রার্জুন আগ্রহের বস্তু হইয়া আছে। প্রধানতঃ ইঁহাদের জন্যই এই প্রায় শতাব্দীকাল পরে বইটি পুনর্মুদ্রিত হইল।

প্রথম মুদ্রণের পাঠ যথাযথ গৃহীত হইয়াছে। প্রস্তুত সংস্করণে অনবধানবশতঃ কয়েকটি মুদ্রণ-অশুদ্ধি ও পাঠবৈকল্য রহিয়া গিয়াছে। তাহা নিম্নে নির্দ্দিষ্ট হইল। পাঠকেরা শুদ্ধ করিয়া লইবেন।

পৃষ্ঠা ৩০	ছাপা পাঠ ("অশুদ্ধ")	প্রথম মুদ্রণের পাঠ ("শুদ্ধ")
২	পয়ে	পেয়ে
২৩	ত হে	তাহে
২৪	দ্রার	ভদ্রার
৩০	উল্লিখ	উল্লেখ
৩৬	পিতৃস্বসা	পিতৃষ্বসা
৩৭	করিতে	করিছে
৩৯	পঞ্চবটি	পঞ্চটি
৪১	ভাবিল	ভাবিত
৪২	এ প্রাণ	এপ্রাণ
৪৩	নৈস, তুইকি জানবি	নৈস্ তুই কি জান্‌বি
	অর্জুন	অর্জ্জুন
	মদের জন্য	মদের জন্যে
	(অভিনয়ের নির্দ্দেশগুলি ব্র্যাকেটের মধ্যে বসিবে)	
৪৪	নিকটবর্ত্তী	নিকটবর্ত্তি
	বিশ্বাসযোগ্য	বিশ্বাস যোগ্য
৪৫	চুপ	চুপ্
	উদ্ধবকে	উদ্ধবই

৪৬	এ পর্য্যন্ত	এপর্য্যন্ত
	কৃষ্ণই বা	কৃষ্ণইবা
	অর্জুনও	
৪৭	গোপীকার	গোপিকার
	ওহে প্রহরিণ,	ওহে প্রহরিন,
৪৮	গৃহমধ্যে	গৃহ মধ্যে
	পুরমধ্যে	পুর মধ্যে
	হইবেক।	হইবেক ;
	আছি।	আছি ;
৪৯	করিও না	করিওনা
	যেই কালে কালে	যেই জনে কাল
৫০	যেই জ্ঞানে পার্থ	যেই জনে পার্থ
	নাহি আমি কুরু	নহি আমি কুরু
৫১	কি লইলে	কি হবে লইলে
	হওছ দাহন	হতেছ দাহন
৫২	কুরঙ্গি কামিনীর	কুরঙ্গিনী কামিনীর
৫৩	তুমিও সামান্যা	তুমিত সামান্যা
	না যাইবে গেহে	না যাইব গেহে
৫৪	বানের আগুণ	বাণের আগুণ
	প্রেমি অতি	প্রেম অতি
৫৮	করিয়াছ সমর্পণ	করিয়াছে সমর্পণ
৫৯	নৈষাধ ভূপালে	নৈষধ ভূপালে
৬০	যথোচিত ;	যথোচিত।
৬২	তদীয় কান্তি	ত্বদীয় কান্তি

	করিয়াছেন। গ্রহণ কর	করিয়াছেন, গ্রহণ কর
	এস প্রিয়তমে,	এসো প্রিয়তমে,
	কৃষ্ণর স্বসা।	কৃষ্ণের স্বসা।
৬৩	জানিত নিশ্চয়।	জানিও নিশ্চয়
	অসমসাহসিক	অসংসাহসিক

ভদ্রার্জুন

অর্থাৎ

অর্জুন কর্তৃক সুভদ্রা হরণ

———∘×∘———

শ্রীতারাচরণ শীকদার কর্তৃক প্রণীত

———∘×∘———

"মমৈষা ভগিনী পার্থ সারণস্য সহোদরা।
সুভদ্রা নাম ভদ্রং তে পিতুর্মে দয়িতা সুতা॥"

———∘×∘———

কলিকাতা
চৈতন্যচন্দ্রোদয় যন্ত্রে মুদ্রিত।
শকাব্দ ১৭৭৪।

বিজ্ঞাপন

—০—

মনোমধ্যে কোন অভিপ্রায়ের উদয় না হইলে নিতান্ত নির্ব্বোধ ব্যক্তিও কোন কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয় না। সেই অভিপ্রায়ের বিষয় এক প্রকার লাভ ভিন্ন অন্য কিছু প্রকাশ পায় না। কেহ ধন লাভকে প্রধান জ্ঞান করেন; কাহারও বা অর্থ সহকারে যশোলাভের বাসনা থাকে; কেহ বা কেবল পরোপকার দ্বারা যশঃসঞ্চয়ের বাঞ্ছা করেন। কোন অভিনব গ্রন্থ প্রকাশ করিতে উদ্যত হইলে গ্রন্থকর্ত্তারদিগেরও অভিপ্রায় প্রায় এই তিন প্রকার লাভ ব্যতীত অন্য কিছু লক্ষ্য করে না। প্রাগুক্ত সামান্য ধন লাভের প্রাধান্য জন্য পরোপকাররূপ পরম লাভ মনুষ্য সমাজে প্রায়ই আচ্ছাদিত থাকে, সুতরাং গ্রন্থকর্ত্তারদিগেরও মানস চন্দ্রমা তুচ্ছ লাভরূপ নিবিড় নীরদ দ্বারা আবৃত হয়, কিন্তু তাহার স্বচ্ছ করকে সম্পূর্ণরূপে আচ্ছাদন করিতে পারে না, [১] অবশ্যই তাহার এক প্রকার প্রভা মানবগণের জ্ঞানগোচর হইতে থাকে। অতএব আমি স্বীয় অভিপ্রায়ের বিষয়ে আর কিছু প্রকাশ না করিলেও সূক্ষ্মদর্শি মহাশয়েরদিগের সমক্ষে তাহা অব্যক্ত থাকিবে না।

আমি এই গ্রন্থ রচনা করিয়া কিয়দ্দিন পরে কতিপয় বিজ্ঞবর বিদ্বান্ বন্ধুর সন্নিধানে প্রেরণ করিয়াছিলাম; তাঁহারা সকলেই ইহার আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া এতাদৃশ অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন, যে এই গ্রন্থ মুদ্রিত করিলে গ্রন্থকর্ত্তাকে কোন ক্রমেই হাস্যাস্পদ হইতে হইবেক না। এবং ইঙ্গরাজী ও সংস্কৃত বিদ্যায় নিপুণ ব্যক্তিরা যে রচনা পাঠ করিয়া মনোরম জ্ঞান করেন, তাহা সর্ব্বজন সমক্ষে প্রকাশ করিবার আর সন্দেহ থাকে না; অতএব আমি এই সাহসে সাহসী হইয়া ঈদৃশ দুরূহ কার্য্যে প্রবৃত্ত

হইলাম। এই গ্রন্থ খানি পাঠক মহাশয়দিগেব আদরের সহিত সাক্ষাৎ করিবে, কি অনাদৃত হইয়া তাঁহারদিগের অজ্ঞাত স্থানে অবস্থিতি করিবে, ইহার কিছুই নিঃসংশয়ে বলিতে পারি না; কিন্তু এই মাত্র সাহস করি, যাহা দশ জন মহোদয পণ্ডিতের মনোনীত হইয়াছে, তাহা কখনই সাধারণের অগ্রাহ্য হইতে পারিবে না। [২]

কোন অভিনব গ্রন্থ রচনা দ্বারা সকলের মনোরঞ্জন করা অতি দুঃসাধ্য, যেহেতু সর্ব্বমনোবঞ্জক কোন পদার্থ এই জগন্মণ্ডলে অদ্যাপি জন্মে নাই। অধিক কি কহিব, যিনি এই অখিল ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিযা যথানিযমে প্রতিপালন করিতেছেন, সেই বিশ্বপিতা জগদীশ্বরেরও অস্তিত্ব বিষয়ে সন্দিহান হইয়া অনেকেই তর্ক বিতর্ক করেন। অতএব অতি অকিঞ্চিৎকব এই ক্ষুদ্র পুস্তক দ্বারা কি সকলকে সন্তুষ্ট করিতে পারিব? বিশেষতঃ বাঙ্গালা ভাষা এখনও নবীনা ও অলঙ্কার পবিহীনা, এবং তাঁহার দারিদ্রাবস্থারও শেষ হয় নাই। সংস্কৃত হইতে উপযুক্ত অলঙ্কারাদি আহরণ না করিলে তাহাকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী কবা যায় না। যাহা পাঠ করিলে পাঠকবৃন্দের চিত্ত আকৃষ্ট হইয়া ক্রমশঃ অধিকতর পাঠেচ্ছার আবির্ভাব হয়, ইহাকেই সুভাষা কহা যায়। কেবল কোমল কিম্বা অতি কঠিন শব্দ প্রয়োগ করিলেই যে ভাষার চিত্তাকর্ষিণী শক্তি জন্মে এমত নহে; কিন্তু তাহার জীবন স্বরূপ অর্থসৌন্দর্য্য না থাকিলে সকলই নিস্ফল। অতএব তাহার প্রাণ প্রদান পূর্ব্বক অলঙ্কারাদি দ্বারা তদীয় সৌন্দর্য্যকে অধিকতর জাজ্জল্যমান করাই কর্ত্তব্য; তাহা হইলে নাটকাদি গ্রন্থ সকল সমীচীনরূপে রচিত হইতে পারে। [৩]

বহুকালাবধি সকল জাতির মধ্যেই নাটক প্রচলিত আছে, এবং রঙ্গভূমিতে তৎসম্বন্ধীয় অভিনয়াদি দর্শন শ্রবণ করিয়া অনেকে আমোদ প্রকাশ করেন। এতদ্দেশীয কবিগণ প্রণীত অসংখ্য নাটক সংস্কৃত

ভাষায় প্রচারিত আছে, এবং বঙ্গভাষায় তাহার কয়েক গ্রন্থের অনুবাদও হইয়াছে; কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই, যে এদেশে নাটকের ক্রিয়া সকল রচনার শৃঙ্খলানুসারে সম্পন্ন হয় না। কারণ কুশীলবগণ রঙ্গভূমিতে আসিযা নাটকের সমুদায় বিষয় কেবল সঙ্গীত দ্বারা ব্যক্ত করে, এবং মধ্যে মধ্যে অপ্রয়োজনার্হ ভণ্ডগণ আসিযা ভণ্ডামি করিয়া থাকে। বোধ হয, কেবল উপযুক্ত গ্রন্থেব অভাবই ইহার মূল কারণ। তন্নিমিত্ত মহাভারতীয় আদিপর্ব্ব হইতে সুভদ্রা হরণ নামক প্রস্তাব সঙ্কলন করিযা এই নাটক রচনা করিলাম। ইহা দ্বারাই যে সেই অভাব একেবারে দূবীভূত হইবে এমত নহে; কিন্তু এই পুস্তক অপক্ষপাতি পাঠক মহাশযেরদিগেব তুষ্টিকর হইলে আদর্শ স্বরূপ হইতে পারে। পবিশেষে ক্রমে ক্রমে এতদ্দেশীয় সুকবিগণ কর্তৃক উত্তম উত্তম বহুবিধ নাটক বাঙ্গালা ভাষায় প্রকাশিত হইয়া দৃঢ় বদ্ধমূল সেই অভাবকে অবশ্যই উন্মূলন করিতে পারিবে সন্দেহ নাই। [৪]

এই পুস্তক অত্যন্ত নূতন প্রণালীতে রচিত হইয়াছে, অতএব তাহার যৎকিঞ্চিৎ বিবরণ প্রকাশ করা উচিত ও অত্যাবশ্যক বোধ হওয়াতে, তাহা সংক্ষেপে ব্যক্ত করিতেছি। এই নাটক ক্রিয়াদি ও ঘটনা স্থানের নির্ণয় বিষয়ে ইওরোপীয নাটক প্রায় হইয়াছে, কিন্তু গদ্য পদ্য রচনার নিয়মের অন্যথা হয় নাই। সংস্কৃত নাটক সম্মত কয়েক জন নাট্যকারকেব ক্রিয়াদি গ্রহণ করি নাই; যথা প্রথমে নান্দী, তৎপরে সূত্রধার ও নটীর রঙ্গভূমিতে আগমন, তাহারদিগের দ্বারা প্রস্তাবনা ও অন্যান্য কার্য, এবং বিদূষক ইত্যাদি। এতদ্ব্যতিরিক্ত সংস্কৃত নাটক প্রায ইওবোপীয় নাটক হইতে বিভিন্ন নহে। সংস্কৃত নাটক প্রথমতঃ অঙ্কে বিভক্ত, যাহাকে ইঙ্গরাজি ভাষায় (Act) এক্ট কহে; কিন্তু প্রত্যেক (Act) এক্ট যেরূপ (Scene) সিনে বিভক্ত আছে,

সংস্কৃত নাটক তাদৃশ নহে, তন্নিমিত্ত (Scene) সিন্ শব্দের পরিবর্ত্তে সংযোগস্থল ব্যবহার করা গেল। যে স্থান ঘটিত ক্রিয়াদি নাটকে ব্যক্ত হয়, তাহাকেই (Scene) সিন্ কহে। যথা, কবিবর ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর নামক গ্রন্থের প্রথমে কাঞ্চীপুরে ভট্টের গমন ও সুন্দরের সহিত তাহার কথোপকথন, যদ্যপি ঐ কাব্য নাটক প্রণালীতে রচিত [৫] হইত, তবে কাঞ্চীপুরের রাজপুরী প্রথম অঙ্কের প্রথম সংযোগস্থল হইত। নাটক নির্ণীত সংযো।স্থলেব প্রতিকৃতি প্রায় ইওরোপীয় নাট্যশালায় প্রদর্শিত হয়। ইওরোপীযেবদিগের স্বতন্ত্র নেপথ্যের প্রয়োজন থাকে না, যেহেতু তাহারা এতদ্দেশীয় কুশীলবগণের ন্যায় স্বতন্ত্র স্থান হইতে সজ্জাদি করিয়া রঙ্গস্থলে প্রবেশ করে না। অতএব এই গ্রন্থ ইওরোপীয় নাটকের শৃঙ্খলানুসারে শ্রেণীবদ্ধ করিযা প্রকাশ করিলাম।

বিজ্ঞবর মহোদয়গণের নিকট কৃতাঞ্জলি হইয়া বিনীতবচনে প্রার্থনা করিতেছি, যদিও এই গ্রন্থ নবীন নীতিতে প্রণীত হইল, তথাপি একবার ইহার আদ্যোপান্ত দৃষ্টি করিযা দোষ গুণ বিচার করিলেই কৃতার্থ হইয়া শ্রম সফল বোধ করিব।

কলিকাতা।
শকাব্দ ১৭৭৪।১০ আশ্বিন।

শ্রীতারাচরণ শীকদার।
[৬]

আভাস।

—০:০—

সকল কাব্যের মধ্যে নাটক প্রধান।
সর্ব্ব স্থলে নাটকের আদর সমান ॥
সভ্য কি অসভ্য জাতি পৃথিবী নিবাসি।
এ রস দর্শনে হয় সবে অভিলাষি ॥
দর্শক মণ্ডল মাঝে করিয়া বিস্তার।
করিতেছি সুধাসম নাটক প্রচার ॥
শ্রুতি যুগে দৃষ্টি যুগে প্রবেশি এ সুধা।
তৃপ্তি করে সকলের নিরানন্দ সুধা ॥
যুধিষ্ঠিরে রাজা দেখি দুঃখী দুর্য্যোধন।
চিন্তাকুল করিবারে পাণ্ডব নিধন ॥
পুত্র মতে বশীভূত অন্ধ নৃপবর।
হিতাহিত বিবেচনা শূন্য কলেবর ॥
শ্রীকৃষ্ণের পিতৃস্বসা ভোজের নন্দিনী।
এই হেতু পাণ্ডবের সখা হন তিনি ॥ [৭]
কৌরবের ইষ্টদেব দেব হলধর।
শিষ্য বলি কৌরবের দুঃখেতে কাতর ॥
কৃষ্ণের চক্রেতে কিন্তু রাম পরাভব।
এই হেতু জয়যুক্ত সর্ব্বদা পাণ্ডব ॥
পাণ্ডবের যশঃ গুণে বিখ্যাত ভুবন।
দুর্য্যোধনে দুষ্ট বলি জানে সর্ব্বজন ॥
পাণ্ডব থাকিতে নাহি পাব সিংহাসন.

হইয়া বিশেষ জ্ঞাত গান্ধারী নন্দন ॥
পাণ্ডবে বধিতে করে নানা মত ছল।
বিশেষতঃ অরি তার ভীম মহাবল ॥
পিতা সহ নানারূপ কৌশল করিয়া।
পাণ্ডবে বারণাবতে দিল পাঠাইয়া ॥
পঞ্চভাই কুন্তী সহ তথা উত্তরিলা।
জতুময় পুরী সেই প্রবেশি জানিলা ॥
নিশাযোগে অগ্নি দিয়া করিলা প্রস্থান।
দুষ্ট মন্ত্রী পুরোচন হারাইলা প্রাণ ॥
ধর্ম্মের আজ্ঞায় কেহ না আইলা দেশে।
জাহ্নবী হইয়া পার কাননে প্রবেশে ॥
ব্রহ্মচারি বেশে ভ্রমে পঞ্চ সহোদর।
দ্রৌপদী বিবাহ কথা শুনি অতঃপর ॥
পঞ্চভাই উপনীত পঞ্চাল নগরী।
লভিলা দ্রৌপদী পার্থ লক্ষ্য ভেদ করি ॥ [৮]
জননী আজ্ঞায় বিয়া করি পঞ্চ জন।
কিছু দিন পরে করে হস্তিনা গমন ॥
ইন্দ্রপ্রস্থে রাজপুরী নির্ম্মাণ করিয়া।
আনন্দে করেন রাজ্য কৃষ্ণাকে লইযা ॥
ভীমসেন অর্জুন নকুল সহদেব।
চারি ভাই অনুগত সখা বাসুদেব ॥
যথাবিধি রাজকার্য্যে ত্রুটি নাহি তায়।
নারদ আসিয়া মধ্যে ঘটাইলা দায় ॥
যাজ্ঞসেনী.সহবাসে নিযম স্থাপিযা।
সুরপুরে দেব ঋষি গেলেন চলিয়া ॥
নারদের নিয়মেতে দেখ কিবা গুণ।
তীর্থ যাত্রা করি ভদ্রা হরিলা অর্জুন ॥ [৯]

——০ X ০——

নাটক সম্বন্ধীয় ব্যক্তিগণের নাম

—০:০—

ধৃতরাষ্ট্র	হস্তিনার বৃদ্ধ রাজা
যুধিষ্ঠির	অধিপতি
ভীম অর্জুন নকুল সহদেব	যুধিষ্ঠিরের ভ্রাতৃগণ
দুর্য্যোধন	ধৃতরাষ্ট্রের তনয় ও যুবরাজ
দুঃশাসন	ঐ
ভীষ্ম	শান্তনুর তনয়
কর্ণ	দুর্য্যোধনের সখা
বসুদেব	যুধিষ্ঠিরের মাতুল
কৃষ্ণ	বসুদেবের কনিষ্ঠ পুত্র
বলদেব	বসুদেবের জ্যেষ্ঠ পুত্র
নারদ	দেব ঋষি
দারুক	সারথী

—০×০—

সত্যভামা	কৃষ্ণের প্রধান মহিষী
রুক্মিণী	কৃষ্ণের দ্বিতীয় মহিষী
দ্রৌপদী	পাণ্ডবগণের স্ত্রী
সুভদ্রা	কৃষ্ণ ও বলদেবের ভগিনী
সহচরী	
প্রতিবাসিনী	
অন্যান্য কুলকামিনী গণ	

দূত, দ্বারী, প্রহরী, এক মদ্যপ, বাতুল ও পথিক গণ ইত্যাদি।

ভদ্রার্জ্জুন

অর্থাৎ

অর্জুন কর্তৃক সুভদ্রা হরণ

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম সংযোগস্থল।

ইন্দ্রপ্রস্থ, যুধিষ্ঠিরের সভা।

নারদ বীণাযন্ত্রে হরিগুণ গান করিতে করিতে প্রবেশ করিলেন।

রাগিনী মূলতানী। তাল কাওয়ালি।

জয় যদুকুল তিলক দৈত্য অরে।
হের মতিহীন পামরে মর্ত্ত্যোপরে। ধ্রু।
দুঃখ ভঞ্জনরূপ তব ভক্তি ভরে।
যেবা চিন্তয়ে লভে সেই মুক্তি পরে॥

নহি সখ্যতা ভাবে পায় ব্যগ্র নরে
কবে শত্রুতা যেই সেই শীঘ্র তরে ॥
ভব বন্ধনে মূঢ় জন বন্ধীভূত। [১]
তার বিগ্রহ অহরহ সন্ধি কুতঃ ॥
মতি চঞ্চল ভব ভয়ে শান্তি কর।
কর খণ্ডন পরিতাপ ভ্রান্তি হর ॥
মন কুঞ্জর মম নাহি ধৈর্য্য ধবে।
পাপ খঞ্জরাঘাত কত সহ্য কবে ॥
যেই পঙ্কজ পদতল ঘর্ম্ম ছলে।
শিব অঙ্গনা দ্রবময়ী কর্ম্ম ফলে ॥
ভূতে নিস্তার করণাশে পঙ্ককূপে।
ভূতা জজ্ঞাল ক্ষিতিতলে বঙ্গ রূপে ॥
ভব বাঞ্ছিত পদ গোপ কন্যাগণে।
পেযে কিঞ্চিত রেণু তার ধন্যাগণে ॥
গুরু লাঞ্ছনা কত মত তুচ্ছ করে।
ভাবে সর্ব্বদা সেই পদ উচ্চ হবে ॥
হেন কুন্দল রূপ যেই ভক্ত দীন।
কবি কুণ্ডল ধরে হৃদে নক্ত দিন ॥
মায়া বন্ধন সেই জন ছিন্ন করে।
যদু নন্দন পদ হৃদে চিহ্ন ধরে ॥

মহারাজ জয়োস্তু তে।

যুধি। প্রভো প্রণতি, অদ্য কি সুপ্রভাত। আপনকার চরণরেণু কণিকা এ স্থান পবিত্র করিল, ঐ পদদ্বয় [২] দর্শনে চক্ষু তেজঃপুঞ্জ হইল এবং তাহা স্মরণে মনোমালিন্য দূর হইল।

নার। হে মহারাজ, চিরসুখে কাল যাপন কর, তুমি স্বয়ং ধর্ম্ম, এবং তোমরা পঞ্চ পঞ্চদেব, পঞ্চ পঞ্চরূপে তোমরা পঞ্চ, অথচ পঞ্চে এক।

যুধি। হাঁ মহর্ষে, আমরা পঞ্চরূপে পঞ্চেতে বাস করি, যেমন পঞ্চেতে আমি এক, এইরূপ একি পঞ্চেতে আছি, তন্নিমিত্তে কেহই পঞ্চ হইতে ভিন্ন নহি।

নার। হাঁ মহাবাজ, এই হেতু পঞ্চেতে একভাবে পাঞ্চালীর পাণিগ্রহ করিয়াছ।

যুধি। কি করি প্রভো? —মাত্রাজ্ঞা। ঐহিক ও পারত্রিক সুখ পরিত্যাগ করিতে পারি, তথাচ মাত্রাজ্ঞা লঙ্ঘনে যে অধর্ম্ম তাহা কবিতে শক্ত নহি।

নার। সত্য মহারাজ, তুমি সত্যে ও মাতৃভক্তিতে ত্রিলোকে যশস্বী হইয়াছ।

যুধি। যদি মাত্রাজ্ঞা লংঘনে যশঃ হয় সে অযশঃ, এবং তাহা পালনে যদি অপযশঃ জন্মে, তাহাও যশঃ জ্ঞান করি।

নার। সাধু,—যথার্থ যে গুরুভক্তি তাহা তোমাতে [৩] বর্ত্তিয়াছে, এবং তবানুজেরাও ধর্ম্মাজ্ঞা অতিক্রমণ করেন না।

যুধি। আমার প্রতি তাহাদের এইরূপ ভক্তি যথার্থ, আমি মাত্রাজ্ঞানুগামী, এবং অনুজেরাও মমাজ্ঞাবহ বটে।

নার। তবানুজদিগের যেরূপ ভক্তি এবং তাহাদিগের প্রতি তোমারও যেরূপ স্নেহ, এমত কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না, কিন্তু এরূপ স্থলে বিরোধাঙ্কুর উৎপন্ন হইলে অত্যান্তাক্ষেপ জনক হইবে, যেহেতু সেই অঙ্কুরে সকলকেই বিনাশ করিবে।

যুধি। মহর্ষে, এপ্রকার ঘটনা উপস্থিত হইবার সম্ভাবনাই নাই।

নার। বড় আশ্চর্য্যও নহে।

যুধি। আপনি একি আজ্ঞা করিলেন, ইহা কিরূপে সম্ভবে, এ পঞ্চ মধ্যে বিরোধাঙ্কুর উৎপত্তির বীজ কোথায়।

নার। ইহার বীজ আপনাদিগের গৃহ মধ্যেই আছে।

যুধি। এ কথায় আমি কি কহিব বল মুনি।
ভাবিলাম আশ্চর্য্য তোমার কথা শুনি॥
পরাক্রমে আপনার যেই বৃকোদব। [৪]
উদ্ধারিয়া যোগ গৃহে সবারে সত্বব॥
অনায়াসে পুরোচনে পারিত বধিতে।
সকলে উত্তীর্ণ করি হস্তিনা যাইতে॥
যেই অর্জ্জুনের বাণে সুরাসুরে ভয।
ভীষ্ম কর্ণ দ্রোণ আদি সবে পবাজয়॥
নকুল কি সহদেব নহে শক্তিহীন।
বয়ঃক্রমে শিশু কিন্তু বুদ্ধিতে প্রবীণ॥
আমাব আজ্ঞায এই প্রিয ভ্রাতৃগণে।
বহু ক্লেশ সহিয়াছে অবণ্য ভ্রমণে॥
তথাপিও মম আজ্ঞা করিয়া লঙ্ঘন।
কভু ইচ্ছা করে নাহি হস্তিনা গমন॥
ইহাতে বিরোধ বীজ কে করে বপন।
কে তাহে আদর করি করিবে সেবন॥
বরং ক্রোধ ভানুর করেতে দগ্ধ হবে।
বীজের বীজত্ব গুণ কিছু নাহি রবে॥

নার। সত্য বটে মহারাজ যে কথা কহিলে।
এক দ্রব্য অভিলাষি দুজন হইলে॥

উভয়ের মধ্যেতে প্রণয় থাকা ভার।
তাহাতে তোমরা পঞ্চ কি কহিব আর ॥
দ্রব্যও সামান্য নয় যাহে দেবগণ। [৫]
অনুক্ষণ মুগ্ধ ভাবে জ্ঞান শূন্য হন ॥
গুরু পত্নী বলি ইন্দু ত্যাগ না করিলা।
স্থর জ্যেষ্ঠ নিজ কন্যা আপনি হরিলা ॥
গুরুভার্য্যা দেবরাজ না করিলা ত্যাগ।
পরাশর না গণিলা বর্ণের বিরাগ ॥
হেন দ্রব্যাভিলাষি তোমরা পঞ্চ জন।
কিরূপে সদ্ভাবে কাল করিবে যাপন ॥

যুধি। এমত আশীর্ব্বাদ করিবেন না. ভীম হিড়িম্বার মনোমোহন রূপেও আকৃষ্ট হয় নাই, অর্জ্জুন লক্ষ্য ভেদ করিয়াও দ্রৌপদীর মাল্য গ্রহণ করে নাই, আর নকুল সহদেব বালক, কখনও অবাধ্য নহে, ইহাতেও কি পাঞ্চালীর নিমিত্তে ভ্রাতৃবিচ্ছেদ হইতে পারে।

নার। হে রাজন্, আপনার বাক্য অন্যায় নহে, কিন্তু এক উপমা শ্রবণ করুন।

সিন্ধ উপসিন্ধ ছিল দানব সন্ততি।
ব্রহ্মার তপস্যা করে কঠোরেতে অতি ॥
তাদের কঠিন তপে ব্রহ্মা তুষ্ট সুখে।
বর দিতে উপস্থিত হইলা সম্মুখে ॥
কহিলেন তপে বড় তুষ্ট হইয়াছি। [৬]
এই হেতু বর দিতে আমি আসিয়াছি ॥
করিয়া ব্রহ্মার স্তুতি কহে দুই ভাই।
চিরজীবী কর দোঁহে এই বর চাই ॥

কহিলেন ব্রহ্মা দেখ নাহি হেন নর।
দেবতা বিহীনে বল কে হয় অমর॥
চিরজীবী হও বর দিতে না পারিব।
অন্য বর যাহা চাহ তাহা আমি দিব॥
দানব তনয় নাহি চাহে অন্য বর।
তাহাদের তপে ব্রহ্মা হইলা কাতর॥
পরে সিন্ধ উপসিন্ধ কহে দুই জন।
এই বর দোঁহে তবে করিবে অর্পণ॥
যে পর্য্যন্ত দুই ভাই ঐক্যতে রহিব।
সে পর্য্যন্ত উভয়ের কেহ না মরিব॥
উভয়ে কলহ যদি কোন ক্ষণে হয়।
সেইক্ষণে উভয়েতে মরিব নিশ্চয়॥
তথাস্তু বলিয়া ব্রহ্মা ব্রহ্মলোকে গেলা।
বর পেয়ে দুই ভাই প্রবল হইলা॥
দুই ভাই এক আত্মা ভিন্ন মাত্র দেহ।
তাহাদের নিধন করিতে নারে কেহ॥
সর্ব্বদা অমর সহ করযে বিবাদ। [৭]
ইহাতে দেবতাগণ গণিলা প্রমাদ॥
সর্ব্ব দেবে ঐক্যবাক্যে কৌশল করিয়া।
পিতামহ সন্নিকটে উত্তরিলা গিয়া॥
সিন্ধ উপসিন্ধের দৌরাত্ম্য জানাইলা।
শুনি ব্রহ্মা কন্যা এক সৃজন করিলা॥
যতেক অপ্সরা ছিল অমর পুরেতে।
তিল ২ লইলেন সকল হইতে॥

তিলোত্তমা নামে কন্যা তাহাতে জন্মিলা।
নাশিতে দনুজ দ্বয়ে ব্রহ্মা আদেশিলা॥
তোমাব রূপেতে কন্যা মুনি মন টলে।
কেবা হেন আছে বল এরূপে না ভুলে॥
সিন্ধ উপসিন্ধ কাছে কন্যা তুমি যাও।
উভয়ের মধ্যে গিয়া বিবাদ ঘটাও॥
ইহাতেই দুই ভাই অবশ্য মরিবে।
তাহাতে দেবতাগণ নিঃশঙ্ক হইবে॥
ব্রহ্মার আজ্ঞায় কন্যা করিলা গমন।
সহকারি সঙ্গে তাঁর চলিল মদন॥
সিন্ধ উপসিন্ধ দোঁহে খেলিতেছে পাশা।
কি সাধ্য নিকটে যায় সাহসে সহসা॥
প্রথমে মদন বাণ সন্ধান করিলা। [৮]
সেই ক্ষণে তিলোত্তমা সম্মুখে আইলা॥
দুই ভাই জর ২ সম্মোহন বাণে।
রমণী সম্মুখে দেখি ধৈর্য্য নাহি মানে॥
উপসিন্ধ গিয়া শীঘ্র কন্যারে ধরিল।
পরে সিন্ধ উঠি তার করে আকর্ষিল॥
এ বলে আমারে কন্যা করেছে বরণ।
তুমি কেন তার কর করিলে গ্রহণ॥
কন্যা হতে উভয়ের কলহ বাজিল।
দোঁহার কোপেতে দোঁহে জীবন ত্যজিল॥
অতএব মহারাজ স্ত্রী জাতি কারণ।
এমত ঘটনা নাই মানিবে বারণ॥

যুধি। হে মহর্ষে, আপনি যাহা বলিতেছেন তাহা সত্য বটে, কিন্তু আমাদের মধ্যে যে এমন কলহ উপস্থিত হইবে, ইহা স্বপ্নেও কখন জ্ঞান করি না।

নার। যদ্যপি তোমরা এরূপ স্নেহ শৃঙ্খলে বদ্ধ আছ, তথাচ আপন আপন মধ্যে এক নিয়ম স্থাপন কর, যাহাতে কোন মতে ঐ শৃঙ্খল ভগ্ন হইবার সম্ভাবনা না থাকে।

যুধি। হে ভ্রাতৃবর্গ, মহর্ষি কি বলিতেছেন তোমরা শ্রবণ করিলে। [৯]

সকলে হাঁ মহারাজ, আমরা তাহার মর্ম্মজ্ঞ হইযাছি। এক্ষণে কি আজ্ঞা করেন, তাহা করিতে স্বীকৃত আছি।

নার। তোমরা পঞ্চভ্রাতা পাঞ্চালীর পঞ্চ স্বামী, এই হেতু তোমাদিগকে কহি, তোমবা আপন আপন মধ্যে এক নিয়ম সংস্থাপনা করিয়া কৃষ্ণাসহ বাস কর।

সকলে। আপনি যেরূপ পরামর্শ দিবেন সেইরূপ করিতে যত্ন করিব।

নার। তোমরা এক এক জন দ্রৌপদী সহিত কালক্ষেপণ করিবে, এবং একের সময়ে অন্য যিনি দ্রৌপদীর গৃহে প্রবেশ করিবেন, তাঁহাকে দ্বাদশ বৎসর তীর্থপর্য্যটন করিতে হইবেক; নতুবা সে পাপ ধ্বংস হইবেক না।

সকলে। মহর্ষে, আপনকার কথাই প্রামাণ্য, আমরা এইরূপ করিতে অঙ্গীকার করিলাম।

নার। তোমরা মনঃসুখে কাল যাপন কর, আশীর্ব্বাদ করি, আমি এইক্ষণে বিদায় হই।

(নারদ গমন করিলেন) [১০]

দ্বিতীয় সংযোগস্থল।

রাজপুরীর সিংহদ্বার।

ব্রাহ্মণ প্রবেশ করিল।

ব্রাহ্ম। রক্ষা কর রক্ষা কর বিপদ সাগরে।
সর্ব্বনাশ হয় মম হস্তিনা নগরে॥
পাণ্ডবের ধর্ম্ম রাজ্যে একি বিপরীত।
কে আছ হে রাজপুরে কর মম হিত॥

(ইতিমধ্যে অর্জুন সম্মুখবর্ত্তী হইলেন)

অর্জু। কে তুমি এখানে কর আক্ষেপ প্রকাশ।

ব্রাহ্ম। দেখ হে অর্জুন মম হয় সর্ব্বনাশ॥

অর্জু। কি কারণে উচ্চৈঃস্বরে করিছ ক্রন্দন।
কিবা হেতু সর্ব্বনাশ হইল ঘটন॥

ব্রাহ্ম। ধর্ম্মের রাজত্বে যদি এমন হইবে।
ধনপ্রাণ রক্ষা তবে কোথায় পাইবে॥

অর্জু। বিশেষ করিয়া বল ?

ব্রাহ্ম। আমার গোধন।

অর্জু। তাহার কি ঘটিয়াছে ?

ব্রাহ্ম। যায় [গা] ভী-গণ [১১]

অর্জু। বিশেষ করিয়া তার কহ বিবরণ।

ব্রাহ্ম। ধর্ম্ম রাজ্যে অরাজক হয় কি কারণ ?॥

অর্জু। কেন প্রভো কি ঘটনা হইয়াছে কও !।

ব্রাহ্ম। আমার গোধনগণ আনাইয়া দেও॥

অর্জু। তোমার গোধন বল কোথায় গিয়াছে।
পলায়েছে কিবা তারা বন মধ্যে আছে॥
কিম্বা ছিন্ন করি রজ্জু করিছে ভ্রমণ।
অশক্ত হয়েছ তুমি করিতে বন্ধন॥

ব্রাহ্ম। না অর্জ্জুন তা নয়, তা নয় তাহা নয়।

অর্জু। তবে বল কিসে এত পাইয়াছ ভয়?

ব্রাহ্ম। প্রভাতে উঠিয়া সঙ্গে নিয়া গাভীগণ।
করিয়াছিলাম ধেনু চারণে গমন॥
একদল তস্কর আসিয়া হেন কালে।
গাভীগণ হরণ করিয়া নিল বলে॥
রক্ষা কবিবার শক্তি না হলো আমার।
এই দেখ শরীরেতে করেছে প্রহাব॥
একে আমি ব্রাহ্মণ তাহাতে অতি ক্ষীণ।
কেমনে করিব রক্ষা নিজে শক্তিহীন॥
দস্যুদল মহাবল অস্ত্র শস্ত্র ধরি।
তাহাদের নিবারণ কি প্রকারে পারি॥ [১২]
ওই দেখ বলে গাভী করিয়া হবণ।
ক্ষেত্র পথে দস্যুগণ করিছে গমন॥
দোহাই অর্জ্জুন রক্ষা কর ব্রাহ্মণেরে।
এমত উপায় কর যাহে পাই ফিরে॥
এখনো নিকটে আছে কর্ত্তব্য উপায়।
দূরতর গেলে পুনঃ পাওয়া হবে দায়॥

অর্জু। ক্ষণেক বিলম্ব কর, প্রভো।

ব্রাহ্ম। বিলম্ব করিলে দস্যুগণ পলায়ন করিবে, তখন গোধন কোথায় পাইব।

অর্জু। মহারাজা যুধিষ্ঠির গৃহমধ্যে আছেন।

ব্রাহ্ম। তাহাতে কি?

অর্জু। এ সময় সে স্থলে প্রবেশ করিতে পারিব না।

ব্রাহ্ম। সে স্থলে প্রবেশের প্রয়োজন কি। সে স্থানে আমার গো নাই এবং রাজা যুধিষ্ঠিরও চোর নহেন।

অর্জু। তাহা নহে বটে, কিন্তু অস্ত্রাদি ঐ গৃহমধ্যেই আছে, এ সময়ে তথা প্রবেশ করিয়া আনিতে অক্ষম, সুতরাং অপেক্ষা করিতে হইবে।

ব্রাহ্ম। তুমি আমার সহিত প্রবঞ্চনা করিতেছ, [১৩] আমি এইক্ষণে অভিসম্পাত করিয়া এ রাজ্য পরিত্যাগ করিব।

অর্জু। স্থির হও প্রভো, উপায় করিতেছি।

(অর্জ্জুন আপন মনে বিতর্ক করিতেছেন)

এ দেখি বিষম দায় কি করিব সদুপায়
দুই দিক হইল বিপদ।
অবিচার ধর্ম্মরাজ্যে বেঁচে থাকি কোন্ কার্য্যে
ইহাতে কি পাইব সম্পদ।
ব্রাহ্মণের গাভীগণ তস্করে করে হরণ
সে জন চাহিছে মমাশ্রয়।
না দিলে ব্রাহ্মণ শাপে না বাঁচিব কোন রূপে
রাজ্য শুদ্ধ সব ধ্বংস হয়॥
ওদিকে দ্রৌপদী সনে ধর্ম্মরাজ নিকেতনে
তথাও প্রবেশ করা দায়।

কথা শুনি নারদার করিয়াছি অঙ্গীকার
এবে কিসে লঙ্ঘিব তাহায়।
অস্ত্র আছে সেই ঘরে তাহা না পাইলে পরে
কি প্রকারে বধিব তস্করে।
বিলম্ব নাহি সয তস্কর অদৃশ্য হয
গাভীগণ উদ্ধারি কি কবে ॥ [১৪]
যা থাকুক্ কপালেতে প্রবেশ করি গৃহেতে
আগেত ব্রাহ্মণে রক্ষা করি।
যা হবার হবে পরে দ্বাদশ বৎসর তবে
না হয় হইব দেশান্তরী ॥

[এইরূপ বিবেচনা করিয়া অর্জ্জুন গৃহ মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক ধনুর্ব্বাণ লইয়া তস্করদিগকে ধৃত করিলেন ও গোধন উদ্ধার করিয়া ব্রাহ্মণকে দিলেন। ব্রাহ্মণ গোধন প্রাপ্ত হইয়া অর্জ্জুনকে আশীরাশি প্রদান করত স্বগৃহে গমন করিলেন।]

তৃতীয় সংযোগস্থল।

যুধিষ্ঠিরের শয়নাগার।

যুধিষ্ঠির ও দ্রৌপদীর সম্মুখে অর্জ্জুন প্রবেশ করিলেন।

অর্জু। মহারাজ অনুমতি করুন, বিদায় হই।

যুধি। সে কি ভ্রাতঃ, কি কহিতেছ?

অর্জু। অঙ্গীকার প্রতিপালন করিব।

যুধি। কি অঙ্গীকার? [১৫]

অর্জু। দ্বাদশ বৎসর তীর্থ পর্য্যটন।

যুধি। কি নিমিত্তে ?

অর্জু। আমা কর্ত্তৃক সন্ধি ভঙ্গ হইযাছে।

যুধি। এমত কি সন্ধি ভঙ্গ হইয়াছে যে দ্বাদশ বৎসর তীর্থ ভ্রমণ করিবে ?

অর্জু। নাবদ দ্রৌপদী হেতু যে সন্ধি স্থাপন করিয়াছেন, তাহা আমি উল্লঙ্ঘন করিয়াছি, অতএব তীর্থ পর্য্যটন ব্যতিরেকে এ পাপ ধ্বংসের আব অন্য উপায় নাই।

যুধি। তাহা কিরূপে উল্লঙ্ঘন করিলে ?

অর্জু। মহারাজ যখন কৃষ্ণা সহ শয়নাগারে ছিলেন, আমি ব্রাহ্মণের উপকাবার্থে সেই গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিযাছিলাম।

যুধি। তাহাতে কি হইল ?

অর্জু। তাহাতে আমাব পণ ভঙ্গ হইযাছে, অতএব অনুমতি করুন অঙ্গীকার প্রতিপালন কবি।

দ্রৌপ। অর্জ্জুন কি বলিতেছে।

যুধি। তীর্থেতে যাইবে।

দ্রৌপ। কিরূপে সম্ভবে ইহা।

অর্জু। অন্যথা নহিবে। [১৬]

দ্রৌপ। কি কারণে হেন উক্তি।

অর্জু। সন্ধি লঙ্ঘিয়াছি।

দ্রৌপ। লঙ্ঘিযাছ তাহাতে কি ?

অর্জু। দোষী হইয়াছি।

দ্রৌপ। কিসে সন্ধি ভঙ্গ হ'লো।

অর্জু। তোমার গৃহেতে।
যবে তুমি ছিলে ধর্ম্মরাজের সনেতে ॥

দ্রৌপ। ছিলাম ছিলাম আমি ধর্ম্মরাজ সহ।
কিসে তাহে সন্ধি ভঙ্গ হলো তাহা কহ ॥

অর্জু। নারদের কাছে করেছিলাম স্বীকার।
আছে কি না আছে বল স্মরণ তোমার ॥
একেক বৎসর মোরা এক এক জন।
তোমার সহিত গৃহে করিতে বঞ্চন ॥
একের সময়ে তথা অন্যে যদি যায়।
তীর্থ পর্য্যটনে যেতে হইবে তাহায় ॥
আমা হতে উল্লঙ্ঘন হয়েছে তাহাই।
ইহার কারণ প্রিয়ে তীর্থে যেতে চাই ॥
অতএব প্রফুল্ল হয়ে দেও হে বিদায়।
দ্বাদশ বৎসবে দেখা হবে পুনরায় ॥

যুধি। ভাই অর্জুন, তোমা কর্ত্তৃক তাহা ভঙ্গ হয় [১৭] নাই যেহেতু জ্যেষ্ঠের গৃহে কনিষ্ঠ ভ্রাতাব গমনে হানি নাই এবং সে সন্ধি অনুজের পক্ষে নহে। অতএব ভাই কি নিমিত্ত এত উদ্বিগ্ন হইয়াছ।

দ্রৌপ। হাঁ এই কথাই যথার্থ, তোমার তীর্থে গমন করা যুক্তি সিদ্ধ হয় না।

[এমত সময়ে ভীম কিঞ্চিৎ শ্রবণ করিয়া গৃহ প্রবেশ করিলেন]

অর্জু। অঙ্গীকার ভ্রষ্টের জীবনাপেক্ষা মরণই ভাল।

ভীম। ভাই অর্জুন, কোথায় যাইবে?

অর্জু। তীর্থে।

ভীম। তোমাকে নিরীক্ষণ করিয়া ধর্ম্মরাজ ও নকুল সহদেব এবং জননী ও দ্রৌপদী প্রভৃতি আমরা সকলে জীবনধারণ করিতেছি, তোমার অকাট্য বাণের ভরসায় ভীষ্ম কর্ণ ও দ্রোণকেও ভয় করি না। হে ভ্রাতঃ, এ সকলের আশাপথে কণ্টক বিস্তার করিয়া তুমি কোথায় গমন করিবে।

অর্জু। অত্যল্প দিনের নিমিত্ত গমন করিব, দ্বাদশ বৎসর পূর্ণ হইলেই পুনরাগমন করিতেছি ইহাতে ক্ষোভ কি, তোমার গদাঘাতে কে জীবিত [১৮] থাকে? তুমি একাই সকল রক্ষা করিতে শক্ত হইবে,—আর বিলম্ব সহে না, বিদায় হই।

[অর্জুন ইহা বলিযা যুধিষ্ঠির ভীম ও কুন্তীকে প্রণাম করিয়া তীর্থ যাত্রা করিলেন, এবং যুধিষ্ঠিরাদি সকলে স্ব ২ কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন]

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম সংযোগস্থল।

দ্বারকা, বসুদেবের শয়নাগার।

দেবকী ও রোহিণী প্রবেশ করিলেন।

দেব। হে বসুদেব, ভাবিতে ২ আমার জীবন গেল, এক ক্ষণের তরেও সুস্থ হইতে পারিলাম না।

বসু। আবার তোমার কি ভাবনা উপস্থিত হইল?

দেব। আমি জন্ম দুঃখিনী দুঃখের নাহি ওর।
রোদনে রোদনে জন্ম নিশা হৈল ভোর॥
দুষ্ট কংস বদ্ধ করেছিল কারাস্থলে।
হস্তপদ নিবন্ধন করিয়া শৃঙ্খলে॥
ছয়পুত্র স্বহস্তে মারিল দুরাচাব। [১৯]
পুত্র শোকে জর জর জীবন আমার॥
এক পুত্র কৌশলেতে যদ্যপি বাঁচিল।
সেও গিয়া নন্দালয়ে ভুলিয়া রহিল॥
বহুদিন পরে সেই কংসাসুরে নাশি।
আমাদের দোঁহার উদ্ধার করে আসি॥
মনে করিলাম বুঝি এবে হবে সুখ।
তার কোথা সুখ যারে বিধাতা বিমুখ॥

বসু। যত্তেক দুঃখের কথা বলিলে হে তুমি।
তাহাতে নিস্তার নাতি পাইয়াছি আমি॥

আমিও তোমার সহ ভুগেছি সকল।
দোঁহার ভাগ্যেতে ফলিয়াছে এক ফল॥
স্বহস্তে লইয়া পুত্রে বিদায় করেছি।
পাষাণ হইয়া তারে গোকুলে রেখেছি॥
আমা হৈতে তোমার অধিক দুঃখ নয়।
এবে তব দুঃখ কিসে হৈল অতিশয়॥

দেব। তুমিত হে সংসারের কিছুই জান না।

বসু। সংসার করিতে হয় কি রূপে বল না॥

দেব। দুই সন্ধ্যা চতুর্ব্বিধ রসেতে ভোজন।
রজনীতে অপরূপ শয্যায় শয়ন॥
ইহাই করিলে যে সংসার করা হয়। [২০]
মনেতে জানিও ভাল কভু তাহা নয়॥

বসু। তোমার মনের কথা বল স্পষ্ট করি।
ও কথা বুঝিতে আমি শক্তি নাহি ধরি॥

দেব। কে কি অবস্থায় আছে মনে বিচারিয়া।
পরিবারদিকে দেখ কটাক্ষ করিয়া॥

রোহি। দিদী, কি বলিতেছ?

দেব। আমার মাথা,—সুভদ্রার ভাবনাতেই আমার নিদ্রাহার দূর হইয়াছে।

রোহি। বটে,—আমিও ঐ চিন্তামূলে শয়ন করিয়াছি। হা!—বসুদেব কি স্বপ্নেও একবার মনে করেন না।

বসু। তোমরা দুইজনেই যে আমার প্রতি কটাক্ষ করিতেছ, আমি সুভদ্রাকে কি দুরবস্থায় রাখিয়াছি?

দেব। স্বভদ্রার উত্তমোত্তম দ্রব্য ভক্ষণের ভাবনা নাই, পরিধেয় বস্ত্রের ভাবনা নাই, রত্নালঙ্কারেরও ভাবনা নাই বটে—।

(বলিতে ২ মৌনাবলম্বন করিলেন)

বসু। এতদ্ব্যতীত আর কিসের ভাবনা।

রোহি। তুমি যেন একথার কিছুই জাননা॥ [২১]

বসু। আর কি জানিতে হবে স্পষ্ট করি বল।

রোহি। রহস্যে নাহিক কায যাও মেনে চল॥

বসু। কি কথায় রহস্য পাইলে তুমি টের।

রোহি। তোমার নাহিক দোষ মম ভাগ্য ফের॥

বসু। তোমাদের কথা আমি বুঝিতে অক্ষম।

রোহি। তোমারে কি দিব দোষ আমাদেরি ভ্রম॥

বসু। ছন্দোযুক্ত বাক্য ছাড কহ করি স্পষ্ট।

রোহি। সমান ভাবিও মনে সকলের কষ্ট॥

বসু। সকলের ক্লেশ আমি দেখি সমভাবে।

রোহি। তাহাই দেখিলে পর সব টের পাবে॥

বসু। আমি এ রহস্য বাক্যের মধ্যে নাই।
আনন্দেতে থাক আমি বাহিরেতে যাই॥

(গমনোদ্যোগ করিলেন)

দেব। কটু বাক্যে কাজ নাই কেন কর ক্রোধ।
অবোধ হইলে আমি কেবা দিবে বোধ॥

(বসুদেবের হস্ত ধরিলেন)

বসো ২ কোথা যাও কথা গুলা শুন।
বুঝিতে পারিবে পরে কার মন্দ গুণ॥

বসু। দেখ হে দেবকি আমি না জানি শঠতা।
আমার সহিত কেন কর কপটতা॥ [১২]
স্পষ্ট করি বল যাহা বলিবার হয়।
মিছামিছি ছেঁদো কথা গায়ে নাহি সয়॥

রোহি। কবি নাই আমি নাথ তোমারে রহস্য।
তোমাব কাছেতে কিবা আছে অপ্রকাশ্য॥
সুভদ্রাকে ঘেরিয়াছে সম্পূর্ণ যৌবন।
হৃদয়েতে সরোরুহ কলিকা দর্শন॥
এমন যুবতী কন্যা যাহার আগারে।
নিশ্চিন্ত থাকিতে আর নাহি সাজে তারে॥
অনূঢ়া তনয়া ঘরে বড়ই বালাই।
কখন কি হয় আমি সদা ভাবি তাই॥

বসু। তাহাই বলনা কেন কেন বল ছলে।
কল ছল দেখিলে আমার অঙ্গ জ্বলে॥
সুভদ্রা বয়স্থা তাকি অজ্ঞাত আমার!
বল কেন কব তবে মিছা তিরস্কার॥
তোমরা দুজনে মোরে বলিলে হে কত।
এমন কথায় কেবা না হয় বিব্রত॥

রোহি। বিরক্ত হবার কথা এ নহে।
সুভদ্রাকে দেখি অন্তর দহে।
হইলে বিবাহ হইত ছেলে।
প্রবোধিয়া কত রাখিব ঠেলে॥ [২৩]
পাত্র অন্বেষণ কর ত্বরিতে।
এখনি উচিত বিবাহ দিতে॥

স্মভদ্রা বড়ই সুবোধ মেয়ে।
কোন দিক্ পানে না দেখে চেয়ে॥
আর নহে তাহে অনূঢ়া রাখা।
হয়েছে উদয় রতির সখা॥
আপনে আপনি বুঝ মননে।
এত সহ্য করা যায় কেমনে॥

বসু। অধিক তোমারে তার বলিতে হবে না আর
আছি সদা ইহাতে সচেষ্ট।
হলধর দামোদর দুই ভাই বীববর
তাহে তারা সর্ব্বগুণ শ্রেষ্ঠ॥
তাহাদের ডাকাইয়া ঘটকাদি আনাইযা
কল্য প্রাতে সব হবে স্থিব।
রজনী অধিক নাই শয্যা গৃহে চল যাই
ক্রমে নষ্ট হতেছে তিমির॥
নিদ্রায় নয়ন ভবি আর না জাগিতে পারি
কল্য প্রাতে হবে প্রতিকাব॥ [২৪]

(অনন্তর এই সকল কথোপকথনান্তে তিন জনেই আপন আপন শয্যাগাবে গমন পূর্ব্বক শয়ন করিলেন।)

দ্বিতীয় সংযোগস্থল।

বসুদেবের উপবেশনাগার।

বসুদেব প্রবেশ করিলেন।

বসু। ওখানে কে আছে ?

(দ্বারী আগমন করিল)

দ্বারী। কি আজ্ঞা মহারাজ।

বসু। দ্বারিন্, তুমি বলদেবকে ডাকিযা আন।

দ্বারী। যে আজ্ঞা প্রভো।

(দ্বারী গমন করিল এবং বলদেব আগমন করিয়া প্রণাম কবিলেন)

বল। আমাকে কি প্রয়োজনে স্মরণ করিযাছেন, আপনকার শারীরিক কোন পীডা ত হয় নাই ?

বসু। চিরজীবী হও। না বাপু, আমি শারীরিক পীডিত নহি, কিন্তু মনঃপীডায় কাতর। [২৫]

বল। আপনকার কিসের অভাব, আর কি দুঃখই বা উপস্থিত হইয়াছে যে আন্তরিক পীডিত আছেন ?

বসু। তোমরা উপযুক্ত সন্তান। তোমরা থাকিতে আমার কিছুই অভাব নাই এবং অন্য কোন ক্লেশের সম্ভাবনাও নাই—।

বল। মনঃপীড়ার হেতু কি ?

বসু। তোমাদিগেব জননীদ্বয়।

বল। জননীদ্বয় হইতে কি মনঃপীড়া প্রাপ্ত হইতেছেন।

বসু। তোমার জননীরা গত রজনীতে অত্যন্ত তিরস্কার করিয়াছেন।

বল। হে পিতঃ, ইহার কারণ শুনিতে ইচ্ছা করি।

বসু। তাহার কারণ সুভদ্রা।

বল। সুভদ্রাব কারণ আপনাকে তিরস্কার করিবেন কেন; আপনি কি সুভদ্রা প্রতি ক্রোধ, কি তাড়না করিয়াছেন? কিম্বা তাহাকে দুরবস্থায় বাখিযাছেন, যে তাহাতেই তাঁহারা আপনাকে অনুযোগ করেন।

বসু। সুভদ্রার উপর বাগও করি নাই, দুরবস্থা-[২৬]তেও রাখি নাই, এবং তাড়নাও করি নাই।

বল। তবে তাঁহারা মিথ্যানুযোগ করিলেন কেন?

বসু। সম্প্রাপ্ত যৌবনাবস্থা সুভদ্রা সম্প্রতি।
অনূঢ়া রাখিতে নাই এমন সন্ততি॥
ইহাতে চঞ্চলচিত্ত হইয়া জানাই।
উপযুক্ত হও পুত্র তুমিও কানাই॥
এই হেতু হইয়াছি আমরা বিমর্ষ।
সুভদ্রা বিবাহ হেতু কর পরামর্শ॥
যতদিন না হয ভদ্রার পরিণয।
ততদিন বাপু মম চিত্ত স্থিব নয়॥
এ কারণ পাইয়াছি কহ অনুযোগ।
অতএব পুত্র এব করহ সুযোগ॥

বল। এ হেতু উদ্বিগ্ন পিতঃ কিসের কারণ।
চঞ্চল হওনে আব নাহি প্রয়োজন॥

বসু। সুভদ্রা সামান্যা নয বুঝিবে অন্তরে।
অর্পণ করিতে হবে উপযুক্ত বরে॥
যদুবংশীয়ের কন্যা সুভদ্রা আমার।
উপযুক্ত সুন্দর সুপাত্র চাহি তার॥

বল। উদ্বিগ্ন ইহাতে আর হইতে হবে না।
উপযুক্ত পাত্র হেতু আটক রবে না॥ [২৭]

বসু। অধিক বিলম্ব আর করা শ্রেয়ঃ নয়।
শীঘ্র করি কর যাহা পরামর্শ হয়॥
কৃষ্ণকে ডাকিয়া কহ এই সমাচার।
উভয়ে মিলিয়া কর ব্যবস্থা ইহার॥

বল। না পিতা কৃষ্ণকে আমি নাহি জানাইব।
সুভদ্রার বরপাত্র নিজে আনাইব॥

বসু। কেন বাপু কৃষ্ণকে করিছ তুমি ভয়।
উভয়ে হইলে ঐক্য আরো ভালো হয়॥

বল। যে পাত্র করিব স্থির ভদ্রার কারণ।
শুনিলে কৃষ্ণের তাহে না হবে মনন॥

বসু। তব মনোনীত পাত্রে কিসের কারণ।
সম্মত না হবে বল শ্রীমধুসূদন॥

বল। মনন করেছি আমি রাজা দুর্যোধনে।
সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বরপাত্র সুভদ্রা কারণে॥
শ্রীকৃষ্ণ করেন সদা পাণ্ডবের প্রীত।
ধৃতরাষ্ট্র তনয়ে না হবে মনোনীত॥
দুর্য্যোধন বিনা পাত্র না পাই দেখিতে।
আর কারে দিব বিয়া সুভদ্রা সহিতে॥
ধন মান কুলশীল রূপ গুণোত্তম।
বিক্রমে বিশাল নাহি দুর্য্যোধন সম॥ [২৮]
পৃথিবীর যত বীর তাহার অধীন।
তারে হেরি করি অরি হয় শক্তি হীন॥

ইহাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পাত্র পাওয়া না যাইবে।
তবে বল সুভদ্রাকে কারে সমর্পিবে॥
তাই বলি কৃষ্ণকে সংবাদ নাহি দিব।
তাহার অজ্ঞাতে আমি পাত্র আনাইব॥

বসু। দুর্য্যোধনে যদি সেই দেবকী নন্দন।
বৈরিভাবে সদা তারে করে দরশন॥
ইহার কারণে মম হইতেছে ভয়।
কৃষ্ণের অমতে বিয়া হয় কি না হয়॥
বৈরিকে করিতে দান সম্মত নহিবে।
সুভদ্রা বিবাহ হেতু প্রমাদ হইবে॥

বল। ভয় নাই পিতা আমি করিব বিহিত।
দামোদর না পারিবে জানিতে কিঞ্চিত॥
গোপনে গোপনে আমি পাত্র আনাইব।
গোপনে সাধিব কার্য্য নাহি জানাইব॥
বিবাহ হইয়া গেলে কৃষ্ণ কি করিবে।
তখন কি অন্য জনে অর্পিতে পারিবে॥
নিশ্চিন্ত থাকুন পিতা ত্যজিয়া ভাবনা।
ভদ্রার বিবাহ হেতু আপদ্ হবে না॥ [২৯]

বসু। বয়সে আমারে দেখ বেষ্টন করেছে।
যৌবন কালের বুদ্ধি সমস্ত হরেছে॥
বৃদ্ধ হৈলে সবে বলে বুদ্ধি হয় লোপ।
ভালমন্দ না বুঝিয়া সদা করে কোপ।
বুদ্ধির হ্রাসতা হলে সব হয় হ্রাস।
প্রতিক্ষণে সব কর্ম্মে ভ্রমের বিকাশ॥

তুমি বাপু জ্যেষ্ঠ পুত্র কি কব তোমারে।
তাহে অতি বুদ্ধিমান্ সকল প্রকারে॥
করিবে এমন কার্য্য সব দিক্ রয়।
কৃষ্ণের সহিত যেন কলহ না হয়॥

বল। শ্রীকৃষ্ণের সহিত কলহ কেন হবে।
করিব এমন কার্য্য সব দিক্ রবে॥
মমানুজ কৃষ্ণ আমি তার জ্যেষ্ঠ ভাই।
কলহ হবে না কভু কোন ভয় নাই॥
অধিক কথায় আব নাহি প্রয়োজন।
নিজ নিয়োজিত কর্ম্মে করুন্ গমন॥
হএছে অধিক বেলা আর কার্য্য নাই।
আমিও আমার নিত্যক্রিয়া হেতু যাই॥ [৩০]

(বলদেব গমন করিলেন)

তৃতীয় সংযোগস্থল।

যদুপুরীর অন্তঃপুর।

দেবকী, রোহিণী, সহচরী ও প্রতিবাসিনী প্রবেশ করিল।

রোহি। সুভদ্রার বিবাহের কি হইল, কিছু শুনিয়াছ দিদী।

দেব। না ভগিনি, কৈ কিছুইত শুনি নাই। তুমি কি কিছু জান?

রোহি। বলাইকে বসুদেব ডাকাইয়াছিলেন।

দেব! হাঁ, বলাই আসিয়াছিল বটে, কিন্তু কি কথাবার্ত্তা হইয়াছে তাহা শুনি নাই।

বোহি। আমি বসুদেবের পার্শ্বের ঘরে ছিলাম, সকল কথাই শ্রবণ করিয়াছি।

দেব। বিবাহের কথা কি শুনিযাছ, কহ দেখি।

রোহি। বরটি নাকি বড় ভাল।

দেব। কে বল দেখি।

বোহি। দুর্য্যোধন।

দেব। আমি শুনিয়াছি, তাহার নাকি বড দুষ্ট চরিত্র ?

বোহি। বিলক্ষণ সে কি কথা ? এমন হবে না। [৩১]

দেব। হাঁ আমি জানি, সে পাণ্ডবগণকে একেবাবে নিধন করিতে নানাপ্রকাব কুমন্ত্রণা কবিয়াছিল, সে অতি প্রতারক।

রোহি। আমি তা বলিতে পাবি না।

দেব। আবাব তাব বাপ কাণা

রোহি। তার বাপ অন্ধ, তাতে ক্ষতি কি ? সেত কাণা নয়।

দেব। ওমা, সে কি, একটা কাণা বেযাই হইবে। একে দুর্যোধনকে সকলে কাণা রাজার বেটা কাণা রাজার বেটা বলে, আবার সুভদ্রাকে কি কাণাব বৌ কাণাব বৌ বলিযা ডাকিবে। ওমা সেটা বড লজ্জাব কথা।

রোহি। ভাল তাতে বাধা কি ?

দেব। কাণা বেয়াই হইলে লোকে কি বলিবে ? তাতে কুটুম্বিতাব সুখ হইবে না। ধৃতরাষ্ট্র অন্ধ বলিয়া গান্ধারী বস্ত্রদ্বারা আপন চক্ষুদ্ব আচ্ছাদিত করিয়া রাখিয়াছেন। সে আজি পর্য্যন্ত চক্ষু মেলে চায না বেয়াই বেয়ানের মধ্যে কেহই বধূর মুখ দেখিতে পারে না, একি খাট দুঃখেব কথা ? [৩২]

রোহি। রাজা ধৃতরাষ্ট্র কুরু কুলশ্রেষ্ঠ, তাহাকে কি যে সে কাণা কাণা বলিতে পারে? ধৃতরাষ্ট্র কাণা বটেন্, কিন্তু তাহাতে দুর্য্যোধনত অন্ধ হইবে না আর গান্ধারী মনোদুঃখে চক্ষুবোধ করিয়াছে, এহেতু সুভদ্রাকেত নয়ন মুদিয়া থাকিতে হইবে না। অতএব ইহাতে দোষ কি?

সহ। কেমন গো প্রতিবাসিনী, তুমি তো এই পাড়ার একজন প্রবীণা, অনেক দেখিযাছ শুনিয়াছ, রোহিণী কি মন্দ বলিতেছে তুমিই বিবেচনা কর দেখি? ছেলের বাপের যদি কোন অঙ্গে দোষ থাকে, তাহাতে পাত্রত সে দোষে দোষী হয় না।

প্রতি। হাঁ গো বোন্, আমি বিবেচনা করিযাছি। দেবকী রোহিণী উহারাত সেদিনকার মেয়ে। আমি উহাদের বাপের পর্য্যন্ত বিয়া দেখিয়াছি।

সহ। ভাল ওর বেয়াই কাণা, তাঁতে ওঁর কি আটক খাবে। বেযাএর সঙ্গেত ওঁদের কাহারো দেখা হবার সম্ভাবনা নাই, তাহাতে উনি এত খেদিত হইতেছেন কেন।

প্রতি। হাঁ তাইত বটে, বেস বলেছিস্, সুভদ্রার [৩৩] বরটির অঙ্গহীন না হইলেই হয়, সেটির সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হইলেই ভাল। তার বাপ কাণাই হউক, বা খোড়াই হউক—তাহাতে ওঁদেরত কিছু বাধিবে না।

সহ। ভাল কথা বলিয়াছ, তাই জিজ্ঞাসা কর দেখি। উনি যে কাণা কাণা করিয়াই হেয জ্ঞান করিতেছেন।

প্রতি। হাঁ হইতে পারে বেয়াইএর সঙ্গে তামাসার সম্পর্ক, কাণা হইলেত সেটি হবে না।

দেব। তোমরা রহস্য করিতেছ, কর। আমি এ শ্লেষোক্তির মধ্যে নাই আমার কৌতুক করিবার সময় নহে।

প্রতি। ভাল গো, কথার কথা একটা কহিলেই কি রাগ করিতে হয়। তোমাদের মেয়ের বিয়া তোমরা যাহা করিবে তাহাই হবে। যাহা ভাল বুঝ তাহাই কব। এস্থলে আমার থাকিবার প্রযোজন কি? আমি এখন ঘবে চলিলাম।

[প্রতিবাসিনী গমন করিল]

বোহি। ভাল, উহারাই রহস্য কবিতেছে, আমিত রহস্য করি নাই। তুমি বিবেচনা করিযা দেখ [৩৪] যখন ভীষ্ম গান্ধার রাজার কন্যার সহিত ধৃতরাষ্ট্রের বিবাহের কথা উপস্থিত করিয়াছিলেন, তখন গান্ধার রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে অন্ধ জানিয়াও কন্যাটী প্রদান করিতে অসম্মত হয়েন নাই, ইহার হেতু কি? রাজগণ মধ্যে ধৃতরাষ্ট্রের তুল্য শ্রেষ্ঠ আব কে আছে, অতএব ধৃতরাষ্ট্র অন্ধ বলিয়া এ বিবাহের কোন প্রতি-বন্ধক হইতে পারে না।

দেব। আমি জানি দুর্য্যোধন অঙ্গহীন নহে, রূপবান্ ও বীর্য্যবান্ বটে, কিন্তু কাণার বংশ বলিয়া একটা খোঁটা থাকিবে।

সহ। আমি তোমাদের কথার উপর একটা কথা কই, বিরক্ত হইও না। প্রতিবাসিনী অভিমানিনী হইয়া বিদায হইয়াছে, কর্ম্মটা ভাল হয় নাই, সে ত কোন কটূক্তি করে নাই।

দেব। সহচরি, তুমি যাও, আমার দিব্য দিয়া তাহাকে ডাকিয়া আন।

(সহচরী গমন করিল)

রোহি। ভাল, কাণা রাজার বংশ বলিয়া যদ্যপি দুর্য্যোধন হেয় হয়, তব্ বল দেখি আমরা [৩৫] কেমন ঘরে পড়িয়াছি? পিতা উগ্রসেন আমাদিগকে কোন্ বংশীয় পাত্রকে প্রদান করিয়াছেন।

দেব। কেন, ভারতভূমির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বংশে।

রোহি। ভাল, সেই বংশ কোন্ নামে বিখ্যাত।

দেব। কেন যদুবংশ, যে বংশে আমাদিগের গর্ব্বে বিষ্ণু ও মহাবিষ্ণু, সামান্য মানবের ন্যায় জঠর যন্ত্রণা ভোগ করিযা মানবগণের তারণ কারণ অবতীর্ণ হইযাছেন।

রোহি। ভাল, ঐ যদুর পিতা কে।

দেব। যদুর পিতা রাজা যযাতি। তিনি সামান্য মনুষ্য ছিলেন না। সেই ব্যক্তি স্বশরীরে সুরপুরেব সকল লোক ভোগ করিযাছেন।

রোহি। তবেইত দিদী, তুমি কহিতেছ ধৃতবাষ্ট্র অন্ধ; ভাল, তাহার একটা অঙ্গ বৈত হীন নয়। কিন্তু যযাতির কি পর্য্যন্ত দুরবস্থা না হইযাছিল। পৃথিবীব তাবৎ রোগ তাহার শরীরে নিবাস করিত, তাহার সবল অঙ্গ ক্ষত এবং পাপ রোগে পবিপূর্ণ ছিল। যদ্যপি ধৃতরাষ্ট্র কেবল অন্ধ হওয়াতে দুর্য্যোধন দোষী, তবে তোমার [৩৬] মতে যযাতি বংশীয় কন্যা সুভদ্রা তাহা হইতেও অধম, ইহাতে দুর্য্যোধন সম্প্রদান করণের হানি কি?

(সহচরী ও প্রতিবাসিনী পুনরাগমন করিল)

দেব। যযাতি যে জবাগ্রস্ত হইয়াছিলেন তাহার কারণ শুক্র শাপ, আর সে শাপও মোচন হইয়াছে।

বোহি। কিন্তু গুরুতর পাতক না হইলে কেহ জরাগ্রস্ত হয় না। অতএব ইহার দ্বারাই বিবেচনা করিযা দেখ, এই দুই জনের মধ্যে কে আত্যন্তিক পাপী?

প্রতি। নিকটে থাকিতে গেলেই একটা কথা কহিতে হয়, ইহাতে ভাল বা মন্দই বল; তোমরা কি মিছা কথা নিয়া পরস্পর কলহ করিবে, না আপনাদের কর্ম্ম দেখিবে?

সহ। হাঁ গো সহচরি তাহাইত দেখিতে পাই, লোকে বলে লক্ষ

কথা নহিলে বিবাহ হয় না, এঁরা যে এই কলহতেই লক্ষ কথা পূরণ করিলেন, এখনো প্রধান কর্ম্ম আছে। [৩৭]

প্রতি। তোমাদের সে কলহে কিবা প্রয়োজন।
কর্ত্তা বাসুদেব রাম কানাই নন্দন॥
তাহারাত বেটা ছেলে ভাল বুদ্ধি ধবে।
তোমরা বিবাদ কেন কর তার তরে॥
দশ জন ঘটক কুলীন আনাইযা।
তারাই করিবে কর্ম্ম লোক জানাইয়া॥
তাহারা বুঝিবে ভাল যাতে ভাল হবে।
তোমরা কলহ করি মর কেন তবে॥

দেব। না গো বোন্ ঝকড়ার কথা ইহা নয়।
কিছু খুঁত থাকিলে কহিতে কিছু হয়॥

রোহি। আমিও ইহাতে কিছু মন্দ বলি নাই।
কিসে হইলাম দোষী একি গো বালাই॥

দেব। যযাতির নাম তুমি উল্লেখ করিলে।
সদসৎ বিবেচনা করে না দেখিলে॥

সত্য। কেন কথা বাড়াতেছ ওগো ঠাকুরাণী।
এখন সম্বন্ধ স্থির হয় নাই জানি॥
লগ্নপত্র হবে আগে দিন স্থির হবে।
ইহা সব হইলে বিবাহ হবে তবে॥
এখন কোথায় কিবা তার ঠিক নাই।
কথায় কথায় কেন বাড়াও বালাই॥ [৩৮]

প্রতি। বটেত বিবাহ এক কথাতে কি হয়।
কত আসে কত যায় তাহা স্থির নয়॥

স্বভদ্রার যেখানে থাকিবে ভবিতব্য।
সেইখানে হইবেক কর্ত্তব্য ॥
সহ। বিধাতার নির্ব্বন্ধ সে অন্য কিছু নয়।
কার ভাগ্যে কিবা ঘটে নির্ণয় না হয় ॥
দিলেও হয় না দেখে ভাল ঘর বর।
ললাটে যা থাকে তাহা হয় অতঃপর ॥
স্বভদ্রার ভাগ্যে যদি থাকে সোণাদানা।
কি আটক খাবে ধৃতরাষ্ট্র হলে কাণা ॥
সোণা দানা ছি ছি হবে অঙ্গেতে তাহার
দুই পায়ে মাড়াইবে রত্ন অলঙ্কার ॥
তব ভদ্রা শত্রুর মুখেতে ছাই দিয়ে।
সুখেতে করিবে ঘর কন্যা পুত্র নিয়ে ॥
পাকা কেশে সিন্দুর পরিবে চিরকাল।
হাতে নোয়া ক্ষয় হবে জীবে যত কাল ॥
ভাল মন্দ বাছা বাছি তোমরা করিলে।
কার বল সুখ হয় ভাগ্য না থকিলে ॥
ভাল দেখে দিতে হয় জানে দেশ জুড়ে।
কিন্তু ভাগ্য মন্দ হলে যায় উড়ে পুড়ে ॥ [৩৯]
ললাটেতে সুখ যদি বিধি লিখে থাকে।
কার সাধ্য আছে বল ঘুচাইবে তাকে।
ছাই চাপা আগুণ কপাল পাতা চাপা।
কথাতেই লোকে বলে নাহি থাকে চাপা ॥
যখন যাহার হয় সৌভাগ্য উদয়।
মাটি মুটা ধরে যদি সোণা মুটা হয় ॥

আর পাঁচ কথায় এখন কাজ নাই।
আপনারা যার যার কর্ম্ম চল যাই ॥

প্রতি। ভাল বলেছিস্ তুই ওগো সহচরি।
কেন মিছে এখন বচসা করে মরি ॥
কোথা কি ঠিকানা নাই কবে হবে বিয়া।
এখন কলহ করি মর কি লাগিয়া ॥

(এই কথোপকথনান্তর প্রতিবাসিনী বিদায় হইল এবং আর আর সকলেই গৃহ কর্ম্মে গমন করিল।) [8০]

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম সংযোগস্থল।

প্রভাস তীর্থ, অর্জুনের আগমন।

দারুক, প্রহরী ও একজন সেনা প্রবেশ করিল।

সেনা। তোমরা এই ব্যক্তিকে কখন দেখিয়াছ স্মরণ হয়?

(অর্জুনকে দেখাইয়া কহিতেছে)

প্রহ। অনুভব হয় বটে, কখন দেখিয়া থাকিব।

সেনা। এই ব্যক্তির অবয়ব কৃষ্ণের ন্যায় বোধ হইতেছে, নয়?

প্রহ। বটে, কৃষ্ণ হইতে কিছুই প্রভেদ বোধ হয় না।

সেনা। বোধ হয়, ইহাকে পূর্বে দেখিয়াছি।

প্রহ। অবশ্য দেখিয়া থাকিব, সন্দেহ নাই। কিন্তু কোথায়, তাহা স্মরণ হয় না।

সেনা। বোধ হয়, আমাদিগের কৃষ্ণের সমভিব্যাহারে দেখিযাছি।

প্রহ। হাঁ হাঁ বটে, কৃষ্ণের সহিত রথারোহণে ভ্রমণ করিতে দেখিয়াছি। দারুক, এ ব্যক্তিকে তোমার জানা উচিত। [৪১]

দারু। হাঁ হাঁ বটে, পাণ্ডু পুত্র অর্জুন, যুধিষ্ঠিরের ভ্রাতা।

সেনা। পাণ্ডবেরা কৃষ্ণের অতি প্রিয়, নয়?

দারু। হাঁ পাণ্ডবেরা কৃষ্ণের অনুগত, এবং কৃষ্ণও তাহাদিগের বশীভূত। চল, সকলে গিয়া অর্জুনকে প্রণিপাত করি, এবং তাঁহার আগমন সংবাদ কৃষ্ণকে জানাই।

সকলে। হাঁ উচিত।

(সকলে গিয়া অর্জুনকে প্রণাম করিল)

অর্জু। দারুক, তোমরা সকলে ত ভাল আছে।

দারু। হাঁ মহাশয়, আপনকার আশীর্ব্বাদে সমস্তই মঙ্গল।

অর্জু। কৃষ্ণ, বলদেব, মাতুলানীগণ ও অন্যান্য যদুগণ, ইহারা সকলে ত সুস্থাবস্থায় আছেন ?

দারু। হাঁ প্রভো, সকলে কুশলে আছেন।

অর্জু। আমি কৃষ্ণের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইব, তুমি আমার সহিত চল।

দারু। না প্রভো, আপনি কিঞ্চিৎকাল এইস্থানে অবস্থিতি করুন প্রহরী ও সেনা আপনকার নিকটে রহিল। আমি আপনকার শুভাগমন সং-(৪২) বাদ প্রদানার্থে কৃষ্ণের নিকট চলিলাম। কৃষ্ণের সমভিব্যাহারে শীঘ্র প্রত্যাগমন করিতেছি।

(দারুক গমন করিল)

দ্বিতীয় সংযোগস্থল।

কৃষ্ণের সভা।

দারুক প্রবেশ করিল।

দারু। প্রণাম প্রভো।

কৃষ্ণ। দারুক, কি সংবাদ ?

দারু। আনন্দজনক বটে।

কৃষ্ণ। কি শুভ সংবাদ, শীঘ্র কহ।

দারু। আপনকার সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়পাত্র আগমন করিয়াছেন।

কৃষ্ণ। কে, এবং কোথায় ?

দারু। পাণ্ডুপুত্র অর্জুন, প্রভাস তীর্থে।

কৃষ্ণ। সত্য? আহা কি আনন্দকর ধ্বনি তোমার বদন হইতে বহির্গত হইল! শ্রবণ মাত্রেই আমার চিত্ত [৪৩] পুলিকত ও কায় রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। আহা, অদ্য কি সুপ্রভাত! কি আমাদের দিবা! আমার প্রিয় সখা অর্জুন আগমন করিয়াছেন। দারুক, এক কর্ম্ম কর, রৈবত পর্ব্বতোপরি আমাব মনোরম উপবনের অট্টালিকাতে অর্জুনের আবাসস্থান হইবে, তাহার উদ্যোগ কর, অন্তঃপুর মধ্যে অর্জুনের আগমন সংবাদ প্রেরণ কব, ও শীঘ্র রথ সজ্জা কবিয়া আন।

(দারুক গমন করিল)

সহচরী প্রবেশ করিল।

কৃষ্ণ। সহচরি, আমার মহিলাগণকে সজ্জীভূত হইয়া ত্বরা প্রস্তত হইতে কহ। চতুর্দ্দোলাদি লইয়া বাহকেবা দণ্ডায়মান্ আছে; তাহাদিগকে রৈবত পর্ব্বতোপরি উপবনের অট্টালিকাতে অর্জুনের আহ্বানার্থ যাইতে হইবেক, আর অন্যান্য কুলকামিনীগণের মধ্যে যাহারা যাইতে ইচ্ছা করেন তাঁহাদিগকেও সজ্জীভূত হইতে কহ।

সহ। যে আজ্ঞা প্রভো,

(সহচরী গমন করিল) [৪৪]

দারুক পুনরাগমন কবিল।

দারু। হে প্রভো দ্বারকানাথ, রথ উপস্থিত।

কৃষ্ণ। ভাল দারুক, গমন করিতেছি। অহে তোমরা সকলে

(অন্যান্য ব্যক্তিকে কহিতেছেন)

রৈবত পর্ব্বতে গমন কর। আমি রথারোহণে প্রভাস তীর্থ হইতে অর্জুনকে লইয়া ত্বরা যাইতেছি।

সহচরী পুনঃ প্রবেশ করিল।

সহ। প্রভো, অঙ্গনারা সকলেই প্রস্তত হইয়াছেন।

কৃষ্ণ। বাহকগণ, তোমরা কুলঙ্গনাগণকে ঐ স্থানে লইয়া যাও, আমি পাশ্চাৎ যাইতেছি।

(সকলে গমন করিল)

তৃতীয় সংযোগস্থল।

প্রভাস তীর্থ

অর্জুনের নিকট কৃষ্ণ ও দারুক প্রবেশ করিলেন।

অর্জু। প্রণাম প্রভো (দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন)।

কৃষ্ণ। আইস ভ্রাতঃ, আলিঙ্গন করি।

(উভয়ে আলিঙ্গন করিলেন) [৪৫]

ভাই, তোমার হৃদয স্পর্শনে আমার বিরহ পবিতাপ একেবারে স্নিগ্ধ হইল।

অর্জু। হে দয়াময়, আপনকার দযাতে কি না হয়, স্বীয় অনুগ্রহেতে সকলই বলিতে পারেন। আপনি বিশ্বকর্ত্তা, যাহাই মনে করেন তাহাই করিতে পারেন, কিন্তু এ অধম ঐ ক্রোড়ের যোগ্য কখনই নহে।

কৃষ্ণ। যুধিষ্ঠির, ভীম, নকুল, সহদেব, এবং পিতৃস্বসা কুন্তী ঠাকুরাণী, ইহারা কেমন আছেন?

অর্জু। প্রায় দ্বাদশ বৎসর হইল আমি ইন্দ্রপ্রস্থ ছাডা।

কৃষ্ণ। ভাই, কি নিমিত্ত?

অর্জু। দ্রৌপদী সহবাস বিষযে নারদ যে সন্ধি স্থাপন করিয়াছিলেন। তাহা আমি লঙ্ঘন করিযাছি, এজন্য তীর্থ ভ্রমণ করিতেছি। অতএব কোন সংবাদ জ্ঞাতা নহি।

কৃষ্ণ। ভাল এক্ষণে চল রৈবত পর্ব্বতোপরি গমন কবি। তত্রস্থ

অট্টালিকাতে যদুগণ স্ত্রী-পুরুষে তোমার সম্ভাষণার্থ প্রতীক্ষা করিতেছে। দারুক, তুমি কোথায় ? [৪৬]

দারু। কি আজ্ঞা ?

কৃষ্ণ। রথ প্রস্তুত আছে ?

দারু। আজ্ঞা হাঁ।

কৃষ্ণ। চল ভাই অর্জুন, আমরা রথারোহণ করি। আর এ স্থানে কালব্যয় করিবার প্রয়োজন নাই।

অর্জু। যে আজ্ঞা প্রভো, চলুন।

(সকলে রথারোহণ করিয়া গমন করিলেন)

চতুর্থ সংযোগস্থল।

পর্ব্বতোপরি অট্টালিকা।

সত্যভামা ও সুভদ্রা প্রবেশ করিলেন।

সুভ কি কারণে সত্যভামা এত কলরব।
সকলের মনেতে উদয় মহোৎসব ॥
যদু সেনাগণ সব দিয়াছে কাতার।
ধ্বজা পতাকাদি দেখি হাজার হাজার ॥
রথ হস্তী তুরঙ্গ দাঁড়ায়ে সারি সারি।
বেণ বীণা মৃদঙ্গ বাজিছে তুরী ভেরী ॥ [৪৭]
নর্ত্তকী করিছে নৃত্য গায়কেতে গান।
ছয় রাগ ছত্রিশ রাগিনী মূর্ত্তিমান্ ॥
ব্রাহ্মণ পণ্ডিত আর মুনি ঋষিগণ।
বেদপাঠ করিছে ভারত রামায়ণ ॥

নানাবিধ মিষ্ট অন্ন করিছে ব্রাহ্মণ।
পাচকে করিছে পাক বিবিধ ব্যঞ্জন ॥
অতি ব্যস্ত দেখিতেছি কি হেতু দাদারে।
কহ সত্যভামা এর কারণ আমারে ॥

সত্য। বহুদিনে দিল দেখা অর্জুন কৃষ্ণের সখা,
পাণ্ডুরাজ তনয় সুধীর।
সেই পার্থ ধনুর্দ্ধর অকাট্য যাহার কার
তাহার সমান নাহি বীর ॥
পাইয়া বান্ধব রত্ন শ্রীকৃষ্ণ করিয়া যত্ন
করিছেন নানা আয়োজন।
এই হেতু কোলাহল দাঁড়ায়েছে সৈন্যদল
করিতে অর্জুনে আবাহন ॥
দাসীর মুখেতে শুনি তাই মনে অনুমানি
প্রতীক্ষা করিছে এরা সব।
হেন বুঝি কৃষ্ণ তাবে গিয়াছেন আনিবারে
ইহাতে উদয় মহোৎসব ॥ [৪৮]

সুভ। কি রূপে করিলে স্থির ধনঞ্জয় মহাবীর
তুমি তাঁরে কেমনে জানিলে।
তুমি নারী কুলবতী অন্তঃপুরে সদা স্থিতি
এ সংবাদ কে তোমারে দিলে ॥

সত্য। কৃষ্ণের বদনে শুনি পার্থ বীরচূড়ামণি
না শুনিলে জানিব কেমনে।
ধনঞ্জয় অতি বোদ্ধা তাঁর সম নাহি যোদ্ধা
দেবাসুর ভয় করে রণে ॥

সুভ। সুরাসুরে করে ভয় নরেতে এমন হয়
ইহা নাহি জানি কোন কালে।
দেবের অধীন নর জানা আছে পূর্ব্বাপর
একথা যে আশ্চর্য্য শুনালে॥
পাইয়া কি নিদর্শন করিয়াছ নিরূপণ
বীরাগ্রগণ্য সে ধনঞ্জয়।
কি শুনেছ কৃষ্ণভাষ ভাঙ্গিয়া কর প্রকাশ
তবে মম হইবে প্রত্যয়॥

সত্য। পাণ্ডবেরা পঞ্চভাই নহে তারা নর।
পঞ্চরূপে অবতীর্ণ পঞ্চটি অমর॥
যুধিষ্ঠির ধর্ম্ম নিজে ভীম সমীরণ।
ধনঞ্জয় সচীপতি শাস্ত্রে নিরূপণ॥ [৪৯]
নকুল ও সহদেব অশ্বিনীকুমার।
যুগল রূপেতে তারা যুগ্ম অবতার॥
কহিয়াছিলেন হরি এই সমাচার।
পাণ্ডবেবা দেবগণ মনুষ্য আকার॥
আর মোরে কহিয়াছিলেন হৃষীকেশ।
অর্জুনের যশে পরিপূর্ণ সর্ব্ব দেশ॥
দ্রোপদ করিয়াছিল লক্ষ্যভেদি পণ।
শুনিয়া আসিযাছিলা যত বীরগণ॥
জরাসন্ধ শাল্ব শিশুপাল দুর্য্যোধন।
দ্রোণ কৃপ সূর্য্যসুত গঙ্গাব নন্দন॥
লক্ষ্য লক্ষ্যে অশক্ত হইলে বীরগণ।
করিয়াছিলেন পার্থ প্রতিজ্ঞা পালন॥

অর্জুন বিন্ধিয়া লক্ষ্য জিনিলা সকল বীরগণে
অর্জুনের সমবীর কে আছে ভুবনে।

স্নভ। অর্জুন বিন্ধিলা লক্ষ্য জানে সর্ব্বজন।
কৃষ্ণারে করিলা কেন বিয়া পঞ্চজন॥
শুনিয়াছি হেন কথা নাহি পড়ে মনে
এক নারী বিবাহ করিতে পঞ্চজনে॥ [৫০]

সত্য। জননীর আজ্ঞাবহ ছিলা পঞ্চজন।
তাঁহার আজ্ঞাতে হয় বিবাহ ঘটন॥

স্নভ। কুন্তী ঠাকুরাণী কেন হেন আজ্ঞা দিলা।
পঞ্চভাই এক নারী বিবাহ করিলা॥
ভোজের নন্দিনী তিনি ধর্ম্ম পরায়ণা।
তাঁহা হৈতে হৈল কেন এমন ঘটনা॥

সত্য। জৌ গৃহে উত্তীর্ণ হয়ে ভাই পঞ্চজন।
জননী সহিত বনে করিলা গমন।
রাজ আভরণ ত্যজি ব্রাহ্মণের বেশে।
উপস্থিত হইলেন একচক্রা দেশে॥
কুম্ভকার গৃহেতে ছিলেন ছয় জন।
নগরে করিয়া ভিক্ষা ধরিত জীবন॥
কৃষ্ণার বিবাহ বার্ত্তা শুনিযা শ্রবণে।
পঞ্চভাই উপনীত দ্রৌপদী ভবনে॥
লক্ষ্যভেদি অর্জুন লইয়া দ্রৌপদীরে।
বিবাহার্থে সমর্পিলা রাজা যুধিষ্ঠিরে॥
ব্রহ্মচারি পঞ্চ ভাই দ্রৌপদী সহিত।
কুম্ভকার গৃহে আসি হৈলা উপস্থিত॥

ভাবিতে ছিলেন কুন্তী কহিলা তথায়।
কি জন্য বিলম্ব এত হইল কোথায়॥ [৫১]
অর্জুন কহিলা মাতা শুন বিবরণ।
পেয়েছি উত্তম ভিক্ষা কর সন্দর্শন॥
কুন্তী কহিলেন বাপু পাইযাছ যাহা।
পঞ্চভাই বণ্টন করিয়া লও তাহা॥
ইহা শুনি পঞ্চভাই জননী আজ্ঞায়।
করিলেন পরিণয় দ্রোপদ সুতায়॥

সুভ। সত্যভামে, তোমার বাক্য শ্রবণে আমি আশ্চর্য্যান্বিতা হইলাম। ভোজ নন্দিনী যথার্থ ভিক্ষা জানিয়াই পঞ্চজনকে বাঁটিয়া লইতে কহিয়াছিলেন, কিন্তু পাণ্ডবেরা কিরূপে বিবাহ করিলেন, আর দ্রৌপদীই বা কেমন, যে পঞ্চভর্ত্তৃতে অনুরক্তা হইলেন।

সহচরী প্রবেশ করিল।

সহ। তোমরা মগ্নচিত্তে এত কি পরামর্শ করিতেছ? অন্য কোন সংবাদ রাখ?

উভয়ে। সহচরি, নূতন সংবাদ কি?

সহ। তোমরা এখানে কি করিতেছ? দেখ, কামিনীগণ, কেহ ঘাটে, কেহ মাঠে, কেহ ছাদে, কেহ পথে, কেহ গবাক্ষে থাকিয়া রাজপথ নিরীক্ষণ করিতেছে। চল, ছাদের উপর গমন করি [৫২] সকলেই অর্জুনকে দেখিতে চাতকিনীর ন্যায় রাজবর্ত্মে দৃষ্টি করিতেছে।

সত্য। সুভদ্রে, চল আমরাও ছাদের উপর যাই অর্জুনই আসিতেছেন বটে। শ্রবণ কর, ঐ পাঞ্চজন্য বাজিতেছে।

সুভ। হঁা গো, সেই শঙ্খ ধ্বনিই বটে। চল গিয়া অর্জুনকে দেখি। সহচরি, আয় গো আয়।

সহ। তোমরা অগ্রসর হও, আমি পশ্চাৎ যাইতেছি।

(সকলেই গমন করিলেন।)

পঞ্চম সংযোগস্থল।

রাজবর্ত্ম।

(এক বাতুল, এক মদ্যপায়ী ও কতিপয় পথিক প্রবেশ করিল।

মদ্যপায়ী গান করিতেছে।

রাগিনী পরজ কালাংড়া। তাল ধিমা তেতালা)

কালী আমি এই ভিক্ষা চাই, গো মা।

সুধা হ্রদে ডুবি যেন প্রাণ হারাই ॥

চষকে চষকে পুরি, আর পিতে নাহি পারি,

মুখে কেহ তুলে দিলে, তবে তুষ্ট হয়ে খাই ॥ [৫৩]

বাতু। বেটা তুই কি গান করিতেছিস্?

মদ্য। ওরে শ্যালা মার নাম গান গাইতেছি।

বাতু। তুই শ্যালা মদ খাইয়াছিস্। উঃ—শ্যালার মুখে গন্ধ দেখ।

মদ্য। আমি মদ্য খাইয়াছি তোর কি? আজ বড খুসি আছি; দেখ শ্যালা কৃষ্ণের রথ আসিতেছে, ওর ভিতর অর্জুন আছে।

বাতু। কৈ রে বেটা অর্জুন কোথা,—তুই বেটা কয় পাত্র খাইযাছিস্।

মদ্য। কয় পাত্র,—ওরে শালা অগুন্তি—অগুন্তি। সেই সকালে আরম্ভ করিযাছি, আবাব অর্জুনকে দেখে আবার খাব। আজ বড়

আমোদ, তুই বেটা পাগল বৈত নৈস্, তুইকি জান্‌বি। তোর বুদ্ধি আছে না জ্ঞান আছে।

[ইহা বলিয়া নৃত্য করিতে করিতে পুনরায় গান আরম্ভ করিল।]

ঐ আস্‌তেছে অর্জুন।
আমি মদের জন্য হব খুন॥
যখন অর্জুন আস্‌বে কাছে।
তার কাছে ভিক্ষা চাব, [৫৪]
সে আমায় যা ভিক্ষা দেবে,
তাই দিয়ে মদ কিনে খাব।
ঐ আস্‌তেছে অর্জুন॥

১ পথি। ঐ দেখ ভাই, একজন মাতাল নৃত্য গীত করিতেছে। চল নিকটে গিয়া দেখি।

২ পথি। না ভাই মাতালের নিকট যাওয়া উচিত নহে। মাতালের কি জ্ঞান থাকে? সে কি বলিতে কি বলিবে। লোকে বলে, দন্তী শৃঙ্গি, ও মত্ত ইহাদের নিকট যাইবে না।

৩ পথি। চল না, দেখিই না গিয়া কেন, সে যদি তেমন তেমন করে, তাতে ভয় কি, প্রহরী আছে।

[সকলেই দ্রুতগতিতে মাতালের নিকট গেল]

বাতু। তোমরা সকলে এই মাতাল বেটার রঙ্গ দেখ।

মত্ত। শ্যালা তুই আমাকে বেটা বলিলি কেন? আমি তোর কি ধার ধারি। শ্যালা তুই বেটা, তোর বাপ বেটা।

বাতু। বেটাকে এমন ধাক্কা দিব ঐ থানায গুঁজড়িয়া রাখিব।

মত্ত। কৈ আয় শ্যালা মার দেখি।

[দুইজনে বাহুযুদ্ধ আরম্ভ করিল] [৫৫]

(প্রহরী প্রবেশ করিল।)

১ পথি। দেখ প্রহরিন্, এই মদ্যপায়ী দৌরাত্ম্য করিতেছে। ইহাকে নিবারণ কর।

প্রহ। কি গোলমাল করিতেছিস্? চুপ কর্ নতুবা এখনি বন্দিশালায় বন্দি করিব।

মদ্য। দেখ ভাই প্রহরিণ, এই পাগল বেটা আমাকে গালি দিতেছে। ঐ অর্জুন আসিতেছে, আজ আমোদের দিন, তাই ভাই কারণ করিয়াছি, অধিক খাই নাই, বিশ পঁচিশ পাত্রের বেশী নয়।

বাতু। এই শ্যালা আমাকে মারিতে আসিয়াছিল। তাবৎ লোককে জিজ্ঞাসা কর।

প্রহ। তোমরা দুইজনেই চুপ্ কর, নতুবা উভয়কেই বন্দি করিয়া লইয়া যাইব।

[এমত সময়ে অর্জুন ও কৃষ্ণ রথারোহণে ক্রমে ক্রমে নিকটবর্ত্তী হইলেন]

মদ্য। ও ভাই সকল, ঐ দেখ কৃষ্ণের রথ আসিতেছে। আমাদের এক কৃষ্ণ ছিলেন আবার দুইটা হইয়াছেন। একি, তবে অর্জুন কোথায়?

২ পথি। সত্য বটে, ঐ মাতালটা যাহা বলিতেছে তাহা মিথ্যা নহে। কৈ—অর্জুন কৈ? দুইজনকেই কৃষ্ণ বোধ হইতেছে। [৫৬]

১ পথি। কখন দুইজন হইবেন না, তিনি একই।

২ পথি। তোমার কি চক্ষু নাই দেখিতে পাও না।

১ পথি। একাবয়ব দুইজন বটে, কিন্তু দুইজন যে কৃষ্ণ হইবেন ইহা বিশ্বাসযোগ্য নহে।

৩ পথি। আমার বোধ হয়, কৃষ্ণের সখা উদ্ধব আসিতেছে।

১ পথি। কৃষ্ণ একাকী অর্জুনকে আনিতে গিয়াছিলেন, দারুক

মাত্র সারথি ছিল। কিন্তু অর্জুনই বা কোথা গেলেন, এবং উদ্ধবই বা কোথা হইতে আইলেন ?

মত্ত। হয়ত অর্জুন পলাইয়াছে।

বাতু। হাঁ তোর ভয়ে।

প্রহ। আবার গোল করিতেছিস্। যা এস্থান হইতে পালা, নতুবা অপমান হইবি।

মত্ত। ভাই, আমি চুপ করেছি, আর কিছু বলিব না। তুমি এই পাগল বেটাকে থামাও এ শ্যালা বড়ই ত্যক্ত করিতেছে।

বাতু। দেখ প্রহরিন্, মাতাল শ্যালা আবার আমাকে গালি দিতেছে, তুমি শুনিলে। [৫৭]

প্রহ। ভাল তুই চুপ্ কর আর গালি দিবে না।

২পথ। ওহে তোমরা উহাদিগের কথায় কান দিও না, রথ নিরীক্ষণ কর। এই দুইজনের মধ্যে কৃষ্ণই বা কে, ও অর্জুন অথবা উদ্ধবই বা কে ?

৩ পথি। ওহে অর্জুন ত কেহই নয়। এক জন কৃষ্ণ ও অন্য জন উদ্ধব ; দক্ষিণে কৃষ্ণ ও বামে উদ্ধব।

৪ পথি। কেন উদ্ধব উদ্ধব করিতেছ, উদ্ধবকে কোথায় পাইলে। উদ্ধব—উদ্ধব—একটা কি কথা পাইয়াছ, উদ্ধব কাহাকে দেখিলে ?

৩ পথি। তুমি কোন্ দেশের লোক, উদ্ধবকে চিন না ?

৪ পথি। না আমি চিনি না, তুমিত উদ্ধবকে চিনিয়াছ, সেই ভাল।

অন্যান্য পথি। হাঁ হাঁ উদ্ধবকে বটে। উদ্ধব ও কৃষ্ণে প্রভেদ নাই। বামদিকে উদ্ধবই বটে।

৪ পথি। তোমরাও ঐ মূর্খের দলভুক্ত হইলে। ইন্দ্রপুত্র অর্জ্জুন আসিতেছে। উদ্ধব কৈ? কৃষ্ণ অর্জ্জুনকে আনিতে গিয়াছিলেন, উদ্ধবকে নহে, তবে উদ্ধব কোথা হইতে আসিবেন? [৫৮]

অন্যান্য পথি। বটে বটে, এ কথাও সত্য বটে,—হুঁ অর্জ্জুনই বটে, না, উদ্ধব নয়।

৩ পথি। তোমাদিগের হ্রস্ব দীর্ঘ জ্ঞান নাই, অর্জ্জুনকে কখন স্বচক্ষে দেখিয়াছ যে উদ্ধব নয় উদ্ধব নয় বলিয়া একটা গোল করিয়া উঠিলে।

৪ পথি। ওরে মূর্খ, তোর এ পর্য্যন্ত ভ্রম ভাঙ্গিল না, কাহাকে উদ্ধব বলিতেছিস্? ভাই তোমরা সকলে বিবেচনা করিয়া ঐ মূর্খকে জ্ঞান প্রদান কর। কৃষ্ণ উদ্ধবের আনয়নার্থে এমত সমারোহ করিবেন কেন।

অন্যান্য পথি। বটেত, কৃষ্ণই বা উদ্ধবকে আনিতে যাইবেন কেন।

অপর এক পথি। ও বড় মূর্খ। হয়ত পাগল হইবে, তাই কেবল উদ্ধব, উদ্ধব করিতেছে!

অন্যান্য পথি। অর্জ্জুনই বটে, হাঁ তিনিই বটে। কোথা উদ্ধব যে বলে সে গর্দ্দভ।

১ পথি। উদ্ধবও নয়, তোমার অর্জ্জুনও নয়।

অন্যান্য পথি। হুঁ—ভাল বলিলে, তুমিই সর্ব্বাপেক্ষা পণ্ডিত "উদ্ধবও নয় অর্জ্জুনও নয়" তবে কে, দুই কৃষ্ণ বুঝি বলিবে। [৫৯]

১ পথি। ওরে মূঢ়গণ, কৃষ্ণের চরিত্র তোরা কি বুঝিবি! কৃষ্ণ যে একাকৃতি দুই দেহ ধারণ করিবেন, ইহাতে আশ্চর্য্য কি? তোমরা কৃষ্ণকে চিন না এই কারণ উপহাস করিতেছ।

অন্যান্য পথি। তুমিই চিনিয়াছ, তাই একটাকে দুইটা দেখিতেছ।

৩ পথি। বল দেখি কয়টা অঙ্গুলি লড়িতেছে।

(আপনার অঙ্গুলি লাড়িয়া দেখাইতেছে)

অন্যান্য পথি। না না উহাকে দেখাইও না, ও একটার পরিবর্ত্তে দুইটা বলিয়া বসিবে।

১ পথি। রহস্য করিও না। যিনি ষোড়শ শত গোপিকার গৃহে ষোড়শ শত রূপ ধারণ করিয়াছিলেন, তিনি যে দুই দেহ ধারণ করিবেন তাহার আশ্চর্য্য কি? তোরা অতি মূর্খ, এজন্য রহস্য করিতেছিস্।

মত্ত। ও ভাই পথিক, গোপীগণের নিমিত্তে মেল মূর্ত্তি ধরিয়াছিলেন, এখানে গোপিকা কৈ? তোর বাটীর কেহ কি রথে আছে, তাই কৃষ্ণ দুইটা হইয়াছেন।

১ পথি। ওহে প্রহরিন্ এই মাতাল আমাকে কটূক্তি দ্বারা গালি দিতেছে দেখ। [৬০]

প্রহ। তোমরা সব গোল করিও না, এস্থান হইতে প্রস্থান কর, কৃষ্ণ অর্জুনকে লইয়া আসিতেছেন।

অন্যান্য। ওহে অর্জুনই বটে,—কৈ হে তৃতীয় পথিক, তোমার উদ্ধব কোথায় গেল?

মত্ত। কৈ হে দুই কৃষ্ণবাদী তোমার আর একটা কৃষ্ণ কোথায় গেল।

(সকলে স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিল)

ষষ্ঠ সংযোগস্থল।

অট্টালিকোপরি।

সুভদ্রা ও সত্যভামা

সুভ। সত্যভামে, সৈন্য সামন্ত সকল মহাকোলাহল শব্দে অট্টালিকাভিমুখে আসিতেছে ও পথিকেরা ত্রস্ত হইয়া গমন করিতেছে, বোধ করি, কৃষ্ণের সমভিব্যাহারে অর্জুন আগমন করিতেছেন।

সত্য। অর্জুনই আসিতেছেন বটে, রাজবর্ত্মে দৃষ্টিপাত কর, শ্রীকৃষ্ণেব রথ পতাকা সকল নয়ন গোচর হইতেছে, আর অধিক বিলম্ব নাই, [৬১] উভয়েই ত্বরা উপস্থিত হইবেন। চল আমরা অন্তঃপুরের গৃহমধ্যে গমন করি।

সুভ। কিঞ্চিৎকাল অপেক্ষা কব, অর্জুন দ্বার মধ্যে প্রবেশ কবিলেই আমরা গমন করিব। আমি অর্জুনকে কখন দেখি নাই।

সত্য। অর্জুন পুবমধ্যে প্রবেশ করিলেই দেখিতে পাইব, আমাদিকেই তাঁহাকে আহ্বান করিতে হইবেক; অতএব আমরা গৃহ মধ্যে না থাকিলে কৃষ্ণ ক্রোধান্বিত হইবেন।

সুভ। আমরা অন্তঃপুর মধ্যেই আছি; কৃষ্ণ আসিতে না আসিতে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিতে পাবিব।

(ইতিমধ্যে রথ বহির্দ্বারের সম্মুখে উপস্থিত হইল।)

সত্য। সুভদ্রে, এই রথ দেখ; আর বিলম্ব করা শ্রেয়ঃ নয়।

সুভ। অর্জুন বথ হইতে উত্তীর্ণ হইলেই যাইতেছি।

(অর্জুন রথ হইতে উত্তীর্ণ হইলেন।)

সত্য। দেখ, ভদ্রে, কৃষ্ণের বামভাগে অর্জুন, আইস আমরা গৃহমধ্যে প্রবেশ করি।

(অর্জুনকে দৃষ্ট করিয়া ভদ্রার চিত্ত চঞ্চল হইল) [৬২]

সুভ। সত্যভামে, আর আমাকে গৃহে প্রবেশ করিতে কহিও না।

সত্য। কেন, ভদ্রে, একথা কহিলে কেন ?

সুভ। সখি, আর সে কথা আমাকে জিজ্ঞাসা করিও না।

সত্য। কেন লো সুভদ্রে তুই হইলি চঞ্চল।
কি হেতু হঠাৎ মন হইল বিকল ॥
এই যে আমোদে ছিলি অর্জ্জুনে দেখিতে।
এমন হইলি কেন দেখিতে দেখিতে ॥

সুভ। বল সত্যভামে আর কি কব তোমায়।
অর্জ্জুনে হেরিয়া আজি বুঝি প্রাণ যায় ॥
তোমারে কহিতে আমি লজ্জা নাহি কবি।
কি হইল সখি আজি দেখ প্রাণে মরি ॥
এখন তোমার কথা হইল স্মরণ।
মিথ্যা নহে কহে ছিলে যতেক বচন ॥
অর্জ্জুনের বাণ হেবি ত্রিলোকের ভয়।
এবে জানিলাম সত্য মিথ্যা কথা নয় ॥

সত্য। পার্থের বীরত্ব মাত্র করেছ শ্রবণ।
এই মাত্র রূপ তার করিলে দর্শন ॥
ইহাতেই তাঁহার বাণের পরাক্রম।
কি প্রকাবে সুভদ্রা বুঝিলে তার ক্রম ॥ [৬৩]

সুভ। অহির বদনে বিষ জানে সর্ব্বজন।
এ হেতু অহিকে ভয় করে সর্ব্ব ক্ষণ ॥
প্রত্যক্ষ যাতনা ভাল জানে সেই জন।
যেই ~~[illegible]~~ জনে কাল সর্প করেছে দংশন ॥

যেই জানে পার্থ বীর করেছে সন্ধান।
সেই জন জানিয়াছে কেমন সে বাণ ॥

সত্য। ভাল নাহি বুঝি আমি তোমার বচন।
এমন বচন ভদ্রা কহ কি কারণ ॥

সুভ। যা বুঝেছ সত্যভামা তাই অভিপ্রায়।
অর্জুনের বাণে দেখ মম প্রাণ যায় ॥
দ্রোণ কৃপ পরাভব হয় যার বাণে।
তাঁর বাণে কুলবালা বাঁচে কিসে প্রাণে ॥
অর্জুন অন্যায় বাণ হেনেছে আমারে।
আমার না ছিল ইচ্ছা যুদ্ধ করিবারে ॥
অক্ষয় কবচ মম নাহি শরীরেতে।
কিসে শক্ত হই বল জীবন ধরিতে ॥
নাহি আমি কুরু কুল অর্জুনের অরি।
কি ফল অর্জুন পাবে মোরে বধ করি ॥

সত্য। যে কথা কহিলি ভদ্রা সাক্ষাতে আমার।
অন্যেতে শুনিলে পরে একে হবে আর ॥ [৬৪]
ধর ধৈর্য্য কর সহ্য শীঘ্র গৃহে চল।
তুমিত নির্ব্বোধ নও কেহ হেন বল ॥
একবার হেরি পার্থে হইলি এমন।
লোকেতে শুনিলে বল বলিবে কেমন ॥

সুভ। তোমার শরণ সখি লইলাম আমি।
মরিলে বধের ভাগী হইবে গো তুমি ॥
আর কি দেখ গো সখি হয় অবসান।
তোমা ভিন্ন নাহি কেহ দিতে প্রাণ দান ॥

সত্য । কি লইলে ভদ্রা শরণ আমার ।
আমার কি শক্তি আছে করি প্রতিকার ॥
ছি ছি ভদ্রা হেন কথা বদনে এনোনা ।
একেবারে হেরে তারে এমন হৈওনা ॥

সুভ । যে জন হেনেছে বাণ মম শরীরেতে ।
উপশমৌষধ আছে তাহারি কাছেতে ॥
দৃষ্টি মাত্র হানিয়াছে বাণ অদর্শন ।
রহস্য স্থানেতে তাঁর পেলে দরশন ॥
তাহাতেই অদর্শন বাণ নষ্ট হবে ।
মম হৃদি জ্বালা সখি স্নিগ্ধ হবে তবে ॥

সত্য । কোথায় কেমন বাণ করিল সন্ধান ।
বিচলিত যাহাতে হইল তব প্রাণ ॥ [৬৫]
গরুড় বরুণ অহি কিম্বা হুতাশন ।
এর মধ্যে কোন বাণে হচ্ছে দাহন ॥
বাণ অস্ত্র অর্জ্জুনের সিদ্ধ মন্ত্রে দীক্ষা ।
করেছেন দ্রোণাচার্য্য আপনি পরীক্ষা ॥
হেন অস্ত্র সন্ধান না করিবে তোমারে ।
নিশ্চয়ই এমনি বোধ হতেছে আমারে ॥

সুভ । বড়ই নিষ্ঠুর সেই রুক্মিণী কুমার ।
তাহা হতে অপকার ঘটিল আমার ॥
তার কাছে ঋণবদ্ধ হয়ে ধনঞ্জয় ।
কামিনী বধিতে তার ধনুর্ব্বাণ লয় ॥
অন্য বৈরি প্রতি পাছে বাণ ব্যর্থ হয় ।
লুকাইয়া রাখিবারে পেয়ে মনে ভয় ॥

বদন মণ্ডল মাঝে অক্ষি রূপ তূণ।
লুকাইয়া পুষ্প শর রেখেছে অর্জুন॥
ধনুকের গুণ খুলি রেখেছে মনেতে।
ধনুঃ মাত্র থুইয়াছে কপাল নিম্নেতে॥
প্রণয় কাননে পার্থ থাকে লুকাইয়া।
মৃগী অন্বেষণ করে ভ্রমিয়া ভ্রমিয়া॥
কুরঙ্গী কামিনীর পাইলে সন্ধান।
কটাক্ষে টানিয়া ধনুঃ কবয়ে সন্ধান॥ [৬৬]
গুপ্ত শব নিক্ষেপ করিয়া মৃগী বধে।
সে জ্বালা কি নিবারয় বিনা মহৌষধে॥
বনের হরিণী প্রায় বাণাঘাতে জীর্ণ।
দেখ গো হৃদয মম হয়েছে বিদীর্ণ॥
লজ্জায় কি হবে সখি যদি প্রাণ যায়।
বাঁচাইতে পার যাতে করহ উপায়॥
অর্জুনের মুখ সুধাকর সুধাকর।
যেই সুধাপানে হৈল অমর অমর॥
সেই সুধা মম প্রাণী যদি পান পান।
তা নহিলে কভু নাহি পাবে প্রাণ প্রাণ॥
তাহার হৃদয়.জলাশয় জলাশয়।
এ হৃদি মরাল পক্ষে সেই পয় পয়॥
মম হৃদে লগ্ন তার যদি পাই পাই।
এ নয়ন উন্মীলনে তবে চাই চাই॥
নহিলে না হবে স্নিগ্ধ জ্বলন জ্বলন।
কেমনে করিবে গৃহে চরণ চরণ॥

নয়নের আসার হইল ধারা ধারা।
এখনি হইবে মম অঙ্গ সারা সারা॥
সত্য। কি কহিলে স্বভদ্রে একথা ভাল নয়।
হইবে লোকের মনে সন্দেহ উদয়॥ [৬৭]
যৌবনের অঙ্কুর দিয়েছে মাত্র দেখা।
সবে এই হইয়াছে ত্রিবলীর রেখা॥
স্পষ্ট নহে হৃদি সরোরুহ প্রকাশিত।
এখনি কি এত প্রেম হইল ব্যাপিত॥
লজ্জা না করিলে ভদ্রা কহিতে এ বাণী।
তুমিত সামান্যা নও অতি মানে মানী॥
এমন ব্যাপিকা হলে লোকে মন্দ কবে।
ভূমণ্ডল জুড়িয়া কলঙ্ক তোর রবে॥
লজ্জাহীনা হইলে নারীর দোষ রটে।
লজ্জিতা হইলে তার স্বখ্যাতি প্রকটে॥
চল চল গৃহে যাই অধৈর্য্য হৈও না।
জানাজানি করিবারে এ কথা কৈও না॥
স্বভ। সত্য বলি সত্যভামা না যাইবো গেহে।
আমার এ প্রাণ আর না রহিবে দেহে॥
প্রবোধ না মানে মনঃ বিনা ধনঞ্জয়।
তাহার কারণে আত্মা হয় বুঝি লয়॥
মনের অনলে সখি প্রাণ মোর দহে।
ভস্মসাৎ হই বুঝি আর নাহি সহে॥
জ্বলিছে প্রবলতর বাড়ের আগুণ।
জলধর রূপ হেরি সম্মুখে অর্জ্জুন॥ [৬৮]

হুতাশা পবন তায় হয়ে সহকারী।
ঘন হতে নাহি বর্ষাইতে দেয় বারি ॥
অনলে অনিলে প্রেমি অতি ঘোরতর।
উভয়ের সংযোগে উভয়ে বীর বর ॥
এখনো অর্জুন যদি বরিষে সলিল।
তবে থামাইতে পারে অনল অনিল ॥
হর নেত্রানলে ভস্ম অতনু যেমন।
এখনি আমার তনু হইবে তেমন ॥
অপ্রেমিকা নহ কভু তুমি সত্যভামা।
তবে কেন মিছা সখি বুঝাইছ আমা ॥

সত্য। যে কথা কহিলে ভদ্রা বড়ই আশ্চর্য্য।
একেবারে হেরে হয় এমন অধৈর্য্য ॥
নাহি দেখ অর্জুনেরে নিকটে এখন।
ইহাতেই এত হইযাছে কি কারণ ॥

সুভ। ইহাতেই মনের বিচিত্র গতি মানি।
অর্জুনেরে তথাপি পূর্ব্বেতে নাহি জানি ॥
হেরিয়া আমার মন গেছে তার কাছে।
জীবন বিহীন দেহ যেন শূন্য আছে ॥
হংস মুখে দময়ন্তী শুনি নল রূপ।
না হেরি হইয়াছিল অত্যন্ত বিরূপ ॥ [৬৯]
তব সতা রুক্মিণী শুনিয়া কৃষ্ণ নাম।
পাইব কৃষ্ণেরে বলি এই মনস্কাম ॥
নাম শুনি সঁপে মন নাহি হেরি রূপ।
তবে কেন সখি মোরে কহিছ এ রূপ ॥

তুমিও কৃষ্ণের প্রেমে বদ্ধ অতিশয়।
নিজ মনে বুঝে দেখ হয় কি না হয়॥
কটাক্ষ অনল আর সহিতে না পারি।
প্রবেশ করিব অগ্নিকুণ্ড কিবা বারি॥
অর্ক পুত্র কিম্বা ইন্দ্র পুত্র আসি লয়।
এ অনল দাহন তবেত স্নিগ্ধ হয়॥
গৃহে যাও সখি ছাড় আমার আশ্বাস।
আমি যে যাইব ফিরে ত্যজ সে বিশ্বাস॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশের না শুনিব কথা।
নিতান্ত যাইব তথা পার্থ যাবে যথা॥

[অর্জুন পুর মধ্যে প্রবেশ করিলেন।]

সত্য। ভয় নাই সুভদ্রে আমার কথা শুন।
আমি তোরে মিলাইযা দিব সে অর্জুন॥
তোর দিব্য আমি করিলাম অঙ্গীকার।
শ্রীকৃষ্ণেরে কহিয়া করিব প্রতিকার॥ [৭০]
আজি রজনীতে ভদ্রে করিব বিহিত।
অবশ্য অর্জুন সহ হবে তোর প্রীত॥

সুভ। এখনো রজনী সখি বহুক্ষণ আছে।
ইহার মধ্যেতে মন প্রাণ যায় পাছে॥
তখন মিলনে বল কিবা হবে ফল।
কি হবে আহুতি দিলে নিভিলে অনল॥

সত্য। এখনি কৃষ্ণের সহ করি পরামর্শ।
অবশ্য ঘুচাব আমি তোমার বিমর্ষ॥

সুভ। ইহাতে যদি না মত দেন নারায়ণ।

সত্য। যে প্রকার ঘটে আমি ঘটাব তখন ॥
এখন ধরিয়া ধৈর্য্য গৃহ মধ্যে চল।

সুভ। নয়ন ফিরাতে নারি কি করিব বল ॥
যা বলিলে তাহে আমি না হই অজ্ঞান।
যশঃ অপযশঃ মম সব আছে জ্ঞান ॥
পার্থের কটাক্ষ শর কালকূট সম।
প্রবেশ করিল আসি হৃদয়েতে মম ॥
মনে করি গৃহ মধ্যে করিব গমন।
কি করি যাইতে নারি চলে না চরণ ॥
মনে করি ধৈর্য্য ধরে থাকি কিছু কাল।
পলক পড়িতে মম বোধ হয় কাল ॥ [৭১]
অয়স্কান্ত মণি সম পার্থের নয়ন।
অয়স্ সমান তায় হয় মম মন ॥
আকর্ষণ করিয়াছে তাহে কি সন্দেহ।
ইহার অন্যথা করিবারে নারে কেহ ॥
এ মন ফিরায়ে সখি গৃহে যাওয়া ভার।
বল বল কি হইবে দশা গো আমার ॥

সত্য। শপথ করিয়া ভদ্রা বলিলাম তোরে।
অসত্যবাদিনী তুমি পাইলে কি মোরে ॥

সুভ। কিছু নাহি ছিল সখি আমার ভরসা।
আশ্বাস হইল তব বাক্যেতে সহসা ॥
তুমি রাখ তবে থাকি নতুবা মরিব।
পার্থে না পাইলে বল বেঁচে কি করিব ॥

[সত্যভামার চরণ ধরিয়া কহিতেছেন।]

বড়ই কাতরে ধরি চরণ তোমার।
কৃপা করি কর যাহে হয় প্রতিকার ॥
এ জন্মের মত বান্ধা হইয়া রহিব।
এ ঋণে উত্তীর্ণ নাহি হইতে পারিব ॥

সত্য। উঠ উঠ ভদ্রে আর না করিও খেদ।
তোমার মনের তাপ করিব উচ্ছেদ ॥ [৭২]
কিঞ্চিৎ ক্ষণের তরে থাক ধৈর্য্য ধরে।
এসো এসো এসো ভদ্রে চল যাই ঘরে ॥

[সত্যভামা সুভদ্রার হস্ত ধরিয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন।]

সপ্তম সংযোগস্থল।

অন্তঃপুর, সত্যভামার গৃহ।

কৃষ্ণ প্রবেশ করিলেন।

সত্য। এসো দীননাথ, অর্জুনকে কোথায় রাখিয়া আইলে?

কৃষ্ণ। কেন প্রিয়ে, অর্জুনকে তোমার প্রয়োজন কি? তাহার কথা জিজ্ঞাসিতেছ কেন?

সত্য। প্রয়োজন না হইলেই কি জিজ্ঞাসা করিলাম, তিনি কোথায়?

কৃষ্ণ। তিনি আহারাদি করিয়া বিশ্রাম করিয়াছেন।

সত্য। প্রভো তোমার গৃহে এক বিপদ উপস্থিত হইয়াছে। [৭৩]

কৃষ্ণ। সে কি প্রিয়ে, কি বলিতেছ?

সত্য। আর সে কি।

কৃষ্ণ। কি কহিলে, আমার গৃহে কি বিপৎ উপস্থিত হইল ?

সত্য। সুভদ্রাকে আর রাখা ভার।

কৃষ্ণ। কেন প্রিয়ে, সুভদ্রার কি হইয়াছে ?

সত্য। ভদ্রার সৌভাগ্যে আর নাহি দেখি ভদ্র।
গ্রহ লগ্ন তার পক্ষে সকলি অভদ্র ॥
বাল্য কালাবধি সবে জানে ভদ্রা ভদ্র।
তুমি এর বিবেচনা কর ভদ্রাভদ্র ॥

কৃষ্ণ। সুভদ্রার ভাগ্যে কি সে অভদ্র ঘটিবে।
করিতে আমার ভদ্র বিশেষ কহিবে ॥

সত্য। তুমি বিশ্বময় বিভু মম নিবেদন প্রভু
শ্রবণে করহে অবধান।
যখন অর্জুন সনে এলে প্রভু নিকেতনে
সেই ক্ষণে সুভদ্রা অজ্ঞান ॥
অর্জুনেরে রথে হেরি লজ্জা ভয় পরিহরি
বিচলিতা তাঁহার কারণ।
স্তুতি বাক্যে শত শত প্রবোধ দিলাম কত
না করিল সে সব শ্রবণ ॥ [৭৪]
অর্জুনের প্রতি মন করিয়াছ্‌ সমর্পণ
অর্জুন বিহীনে না বাঁচিবে।
না জানি কেমন ক্ষণে হেরিয়াছি কি নয়নে
সময়ের গুণ কে জানিবে ॥

ধনঞ্জয় বিনা আর সুভদ্রাকে রাখা ভার
অন্য প্রতি নাহি তার মন।
যে ক্ষণে হেরেছে তারে কায় মনে একেবারে
সঁপিয়াছে যৌবন জীবন ॥
এক্ষণে উচিত হয় সুভদ্রার পরিণয়
যাতে হয় অর্জুন সহিত।
ধনঞ্জয় বিনে প্রভু ভদ্রা না বাঁচিবে কভু
বুঝা যাহা কর হে বিহিত ॥
প্রকাশ্য বিবাহ হলে এতে কে বা মন্দ বলে
কদাচ না হবে অপমান।
অর্জুন সামান্য নয় মহা বীর মহাশয়
কুল শ্রেষ্ঠ পাণ্ডব প্রধান ॥
সকলের বাখ মান পার্থে ভদ্রা কর দান
নতুবা কি কলঙ্ক রটিবে।
হেরেছি যে ভাব তার অন্যোপায় নাহি আর
এ নহিলে প্রমাদ ঘটিবে ॥ [৭৫]
তুমি হে ত্রিলোক স্বামী কুলের কামিনী আমি
বল কি কহিব আর যুক্তি।
তুমি প্রভু দয়াময় কর যা উচিত হয়
অর্জুনে ভদ্রার অনুরক্তি ॥
নৈষধ ভূপাল প্রতি যেই রূপ ভৈমী মতী
করে ছিল মন সমর্পণ।
ইন্দ্রাগ্নি বরুণ যমে না গণিল কোন ক্রমে
সেইরূপ সুভদ্রার মন ॥

এ দাসীর বাক্য ধর যাহা ভাল বুঝ কর
আমি বলি পার্থে কর দান।
দুদিক বজায় রবে তা নহিলে নষ্ট হবে
বংশেতে হইবে অসম্মান।

কৃষ্ণ। পার্থকে সুভদ্রা দানে মম ইচ্ছা হয়।
ইহার কারণে আমি নাহি করি ভয়॥
একর্ম্ম কবিতে পার্থ যদ্যপি স্বীকারে।
কোন বাধা নাহি মম অর্পিতে তাহারে॥
অর্জুনে কহিতে কিন্তু নাহি করি ভয়।
স্বীকার না করে পাছে এ সন্দেহ হয়॥
না করে গ্রহণ মম স্বসা বলি পাছে।
এই মাত্র সন্দেহ আমার মনে আছে॥ [৭৬]
তুমি গিয়া অর্জুনে কহিয়া যথোচিত।
সুভদ্রার বিবাহের করহ বিহিত॥

অষ্টম সংযোগস্থল।

অর্জুনের শয়নাগার।

সত্যভামা সুভদ্রাকে লইয়া উপস্থিত হইলেন।

সত্য। অর্জুন, অহে অর্জুন।

(ইহা বলিয়া দ্বারে আঘাত করিলেন)

অর্জু। উ—উ, কে তুমি?

সত্য। নিদ্রায় এত অচেতন কেন।

অর্জু। তুমি কে এই ঘোর রজনীতে রব করিতেছ? কেন আমার নিদ্রা ভঙ্গ করিলে? বামাস্বর বোধ হইতেছে, তুমি কে?

সত্য। দ্বার মোচন করিলেই জানিতে পারিবে।

অর্জু। তুমি কে না জানিলে কি প্রকার দ্বার উদ্ঘাটন করিতে পারি?

সত্য। ভয় নাই, উদ্ঘাটন করিলেই দেখিতে পাইবে।

অর্জু। আমি মোচন করিবার পূর্ব্বে শুনিতে চাহি, [৭৭] তুমি কে, নতুবা তুমি গমন কর, আমি নিদ্রা যাই। আমি এ রাত্রিতে হঠাৎ দ্বার উদ্ঘাটন করিব না।

সত্য। ভয নাই, আমি সত্যভামা, দ্বার মোচন কর।

অর্জু। কি আশ্চর্য্য! এই তিমিরাবৃত নিশীথ সময়ে আপনি কিরূপে আইলেন? দূত দ্বারা সংবাদ করিলেই আমি গমন করিতাম। আপনি কি হেতু ক্লেশ স্বীকাব করিলেন, বুঝিতে পারি না।

সত্য। যে কর্ম্মোপলক্ষে স্বয়ং আসিয়াছি, তাহা দূত দ্বারা সম্পন্ন হইবার যোগ্য নহে এক্ষণে দ্বার মোচন কর।

(অর্জুন দ্বাব উদ্ঘাটন করিলেন এবং সত্যভামা ও সুভদ্রা গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিলেন)

অর্জু। (সুভদ্রাকে দেখিয়া) অযি সত্যভামে, কাদম্বিনী অবর্ত্তমানেও কন্দর্প দর্পহারিণী জনগণ প্রাণঘাতিনী এই সৌদামিনী আমার হৃদয়ে কেন পতিতা হইল? কিন্তু কি আশ্চর্য্য, তুমি এই চপলার সঙ্গিনী হইয়াও স্থিরতর আছ।

সত্য। ধনঞ্জয়, আশ্চর্য্যের বিষয় কি? যে সৌদামি-[৭৮]-নীর রূপ সন্দর্শনে দেবরাজ সর্ব্বদা চঞ্চল, কিন্তু চপলার অলক্ষ্য চঞ্চলতা হেতু

তাহাকে বাণ সন্ধানে লক্ষ্য করিতে না পারিয়া কেবল প্রাণিনষ্ট করিতে-ছেন; সেই সৌদামিনী তাঁহার বজ্র ভয়ে ভীত হইয়া তোমার শরণ লইতে আসিয়াছেন।

অর্জ্জু। সত্যভামে, বাক্যসুধা বর্ষণে আমার কর্ণকুহর সাতিশয় স্নিগ্ধ করিলে!—কিন্তু সৌদামিনীর সন্তাপে আমার হৃদয় দগ্ধ হইতে লাগিল।

সত্য। ভয় নাই, চিন্তা করিও না, তোমাদিগেব কৃষ্ণাই তোমার দুঃখে দুঃখিনী হইয়া সৌদামিনী রূপে ত্বদীয় কান্তি রূপ কাদম্বিনী সহ মিলিতা হইতে আগমন করিয়াছেন, গ্রহণ কর।

অর্জ্জু। সত্যভামে, তুমি পব দুঃখে কাতরা, আমার প্রতি তোমার অত্যন্ত স্নেহ। তোমার চরণে বিক্রীত থাকিলেও এঋণ হইতে মুক্ত হইতে পারিব না। (সুভদ্রার হস্ত ধরিয়া কহিতেছেন) এসো প্রিয়তমে, আমার দুঃখরাশি নাশ কব। মন্মথ বাণানল আমার বক্ষঃস্থল দগ্ধ করিতেছে, এসো—স্পর্শ করিয়া শীতল হই। [৭৯]

সুভ। হে ধনঞ্জয়, আপনি কিঞ্চিৎকাল বিলম্ব করুন, একে আমি কুমারী, তাহাতে আবার কৃষ্ণের স্বসা। (ইহা বলিতে বলিতে লজ্জায় অধোমুখী হইয়া মৌনাবলম্বন করিলেন।)

অর্জ্জু। ভদ্রে, আমাব দোষ মার্জ্জনা কর, আমি আপনাকে জানিতে পারি নাই। হে সত্যভামে, তুমি কি পাণ্ডব কুলের নিধন জন্য এই কামিনীকে আনয়ন করিয়াছ? যদ্যপি নারায়ণ এ সংবাদ শ্রবণ করেন, তবে পাণ্ডবদের আর রক্ষা নাই, তিনি কোপান্বিত হইলে কে রক্ষা করিবে? অতএব তোমরা গমন কর, আমি নিদ্রা যাই।

সুভ। (অতি মৃদুস্বরে কহিতেছেন) সত্যভামে, হায! কি কুকর্ম্ম করিলাম, আমার আবাধিত নিধি পাইয়াও পাইলাম না, কি মন্দ গ্রহ। অর্জ্জুনের বাক্য শ্রবণে আশা সকল নিস্ফল হইল; আর

কি সুখে এ প্রাণ ধারণ করিব, এজীবন জীবনেই অর্পণ করি, সখি, জন্মের মত বিদায় হই।

সত্য। সুভদ্রে, এত উৎকণ্ঠাকুল কেন, চঞ্চলা হইলে কি কর্ম্ম সমাধা হয়। তুমি আমার বাক্যে [৮০] বিশ্বাস কর। হে পার্থ, এই ভদ্রা তোমার কারণ আত্মহত্যা করিবে; তুমি কি পূর্ব্বকৃত পাপ ধ্বংস করিয়া পুনশ্চ স্ত্রীহত্যা পাপে পাতকী হইবে?—ভদ্রাকে গ্রহণ কর।

অর্জ্জু। কৃষ্ণের অনুমতি ব্যতিরেকে ভদ্রার অঙ্গ স্পর্শও করিব না।

সত্য। প্রথমেতে সুভদ্রাব ধরিলে হে কর।
কি কারণে এখন পাইলে হে বল ডর॥

অর্জ্জু। কৃষ্ণের ভগিনী আমি আগে নাহি জানি।
এবে ক্ষমা কর আমি স্বীয় দোষ মানি॥

সত্য। ভয় নাই ধনঞ্জয় আমাব বচন।
গন্ধর্ব্ব বিবাহে কব ইহাকে গ্রহণ॥
কৃষ্ণেব আদেশ আছে জানিহ নিশ্চয়।
অসদ্সাহিক কর্ম্ম নহিলে কি হয়॥
শ্রীকৃষ্ণের দাসী আমি তাঁরি অনুগত।
সহসা কি হতে পারি হেন কর্ম্মে রত॥
কৃষ্ণ সহ যখন করিলে আগমন।
তখনি তোমায় ভদ্রা করি দরশন॥
জীবন যৌবন মন সঁপেছে তোমারে।
সে সব দুঃখেব কথা কহিল আমারে॥ [৮১]
বলিয়াছি পূর্ব্বে ইহা দেব হৃষীকেশে।
তোমাকে অর্পিতে ভদ্রা কহিলা অনাসে॥

বলভদ্র উদ্যোগী অর্পিতে দুর্য্যোধনে।
এত ত্রস্ত আইলাম তাহা নিবারণে॥
গন্ধর্ব্ব বিবাহ হলে আর কিবা হবে।
তখন কেমনে রাম অর্পিবে কৌরবে॥

সুভ। কর ধনঞ্জয় আগে গন্ধর্ব্ব বিবাহ।
তা নহিলে না হইবে কামনা নির্ব্বাহ॥

(গন্ধর্ব্ব বিবাহ নির্ব্বাহ করিয়া সত্যভামা সুভদ্রাকে লইয়া গমন করিলেন।)

নবম সংযোগ স্থল।

রৈবত পর্ব্বত, বলদেবের সভা।

নারদ প্রবেশ করিলেন।

নার। কি প্রভো হলধর, কি করিতেছেন, শ্রীকৃষ্ণ পদে পদে আপনার অপমান করিবেন। আপনি এখনও নিশ্চিন্ত আছেন। আপনি আমার অতি প্রিয় পাত্র, আমি আপনার অপমান দেখিতে পারি না; অতএব সংবাদ দিতে আসিয়াছি। [৮২]

বল। মহর্ষে, কৃষ্ণ কি করিয়াছেন, যে তাহাতে আমার মানের লাঘব হইবে?

নার। এই পুর মধ্যে সব হতেছে ঘটনা।
আশ্চর্য্য কহিলে এ যে কিছুই জান না॥
লোকে বলে যার বিয়া তার নাই মনে।
পরশী না নিদ্রা যায় তাহার কারণে॥
সেই মত আশ্চর্য্য তোমার মুখে শুনি।
দেশময় একথা হতেছে কাণাকানি॥

বল। অনুগ্রহ করি মুনি কহ সমাচার।

নার। ভদ্রার বিবাহ বার্ত্তা জান কি তাহার॥

বল। পাত্র স্থির করিয়াছি রাজা দুর্য্যোধনে।

নার। কৃষ্ণ করিবেন ভদ্রা অর্পণ অর্জুনে॥

বল। পত্র আমি লিখিয়াছি হস্তিনা নগরে।

নার। পত্র লয়ে ধুযে যাবে গান্ধারী কুমারে॥
বিবাহ করিয়া পার্থ লয়ে যাবে দেশে।
তবে আর দুর্য্যোধন কি করিবে শেষে॥
বরপাত্র ফিরে যাবে তব অপমান।
তখন তোমাব বড় বাড়িবে সম্মান॥

বল। কে আছে অর্জুনে ভদ্রা করিবেক দান।
কার সাধ্য আছে মম করে অপমান॥ [৮৩]
আমাব মিনতি প্রভু হস্তিনাতে যাও।
শীঘ্র কবি দুর্য্যোধনে সংবাদ জানাও॥
সব সমাচার মুনি জানাবে তাহারে।
ত্বরা করি এসে যেন বিলম্ব না করে॥

[নারদ হস্তিনাতে গমন করিলেন।]

কুল শ্রেষ্ঠ পাত্র আমি করেছি নির্ণয়।
নৃপ দুর্য্যোধন ধৃতরাষ্ট্রের তনয়॥
পাণ্ডব জারজ গোষ্ঠী কে বা নাহি জানে।
অর্জুন কি সমযোগ্য হবে দুর্য্যোধনে॥
কে আছে এখানে দূত শুন মম বাণী।

[দূত প্রবেশ করিল ।]

দূত । কি আজ্ঞা করিবে প্রভু বলুন আপনি ॥

বল । দূত তুমি এই নিমন্ত্রণ পত্র লইয়া দেশ বিদেশে গমন কর ; সুভদ্রার বিবাহ ।

[উভয়ে গমন করিলেন] [৮৪]

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম সংযোগ স্থল

হস্তিনা, ধৃতরাষ্ট্রের সভা

নারদ প্রবেশ করিলেন

নার। মহারাজ, আপনকার অতি সৌভাগ্যের উদয়, দেখিতেছি।

ধৃত। প্রণাম মহর্ষে, আপনকাব অনুগ্রহ থাকিলে আমার সৌভাগ্যের সীমা কি।

নার। এত দিনের পব কৃষ্ণেব সহিত তোমার সৌহার্দ্দ হইল, আর কুরুকুলের ভয় নাই।

ধৃত। দেবর্ষে, কি কহিলেন, কৃষ্ণ সহ কিরূপ সৌহার্দ্দ হইবে?

নার। কৃষ্ণের ভগিনী সুভদ্রার সহিত দুর্য্যোধনের বিবাহের সম্বন্ধ স্থির হইয়াছে; শীঘ্র পাত্র প্রেরণ কর। আমি এই সংবাদ লইয়া দ্বারকা হইতে আসিয়াছি, পুনর্ব্বাব গমন করি।

(নারদ বিদায় হইলেন) [৮২]

(শকুনি প্রবেশ করিলেন)

ধৃত। কে হে, এখানে কে আছ? দুর্য্যোধনকে শীঘ্র সুসজ্জ হইতে কহ।

শকু। যথা আজ্ঞা, আমি শুনিয়াছি।

ধৃত। শকুনে, হয, হস্তি, পতাকা, সৈন্য সামন্ত ও বাদ্যাদি সহ বব লইয়া শীঘ্র যাইতে হইবে, আর অন্যান্য রাজগণ মধ্যে কে কে আসিয়াছেন, বা কাহাকে নিমন্ত্রণ করিতে হইবেক, তাহা ত্বরা সমাধা কর।

শকু। হাঁ রাজন্, বলদেবেরও পত্র আসিয়াছে; অন্যান্য উদ্যোগ প্রায় তাবৎ হইয়াছে; নৃপগণ মধ্যে প্রায় সকলে আসিয়াছেন; কিন্তু যুধিষ্ঠিরের নিমন্ত্রণ এ পর্য্যন্ত হয় নাই,—তাঁহাকে কি বলা যাইবে?

ধৃত। অবশ্য; যুধিষ্ঠির ও দুর্য্যোধন ভিন্ন নহে, এবং এই কর্ম্মে কৃষ্ণ সখা হইবেন, অবশ্যই যুধিষ্ঠিরকে জানান উচিত।

শকু। যথা আজ্ঞা, তবে আমি যুধিষ্ঠিরের নিকট দূত প্রেরণ করি।

ধৃত। হাঁ, শুভ; ত্বরা [৮৬]

(শকুনি গমন করিলেন)

(ভীষ্ম, কর্ণ ও দুর্যোধন প্রবেশ করিলেন)

দুর্য্যো। হে পিতঃ, বিলম্বে আর প্রযোজন নাই, ত্বরা গমন করা উচিত।

ধৃত। হাঁ বৎস, আর বিলম্ব করা যুক্তিসিদ্ধ নহে, কর্ম্ম সমাধা যত শীঘ্র হয়, ততই ভাল।

কর্ণ। হাঁ, এই কর্ম্মে ত্বরাই বিধেয়।

ভীষ্ম। যুধিষ্ঠিরকে একবার সংবাদ দিতে হইবেক।

(শকুনি পুনঃ প্রবেশ করিলেন)

দুর্য্যো। আপনি যথার্থ আজ্ঞা করিয়াছেন, যুধিষ্ঠিরকে একবার সংবাদ দেওয়া আবশ্যক বটে।

কর্ণ। বোধ হয়, যুধিষ্ঠির ইহাতে প্রীত হইবেন না।

দুর্য্যো। তাঁহার প্রীতিজনক হউক, বা না হউক, তাহাতে ক্ষতি কি? আমাদিগের কর্ত্তব্য কর্ম্ম আমরা অবশ্যই করিব।

শকু। যুধিষ্ঠিরের প্রীতি না হইলেই কি কর্ম্ম পণ্ড হইবে, ও তিনি না আইলেই কি বিবাহ সম্পন্ন হইবে না।

কর্ণ। তাঁহাকে একবার সংবাদ মাত্র দেওয়াই যা [৮৭] সথার ইচ্ছা, যেহেতু না জানাইলে একটা কথা জন্মিবে, অতএব সে কথার পথে অগ্রে কণ্টক বিস্তার করা উচিত।

শকু। সে কর্ম্ম আমি শেষ করিয়াছি; যুধিষ্ঠিরের নিকট দূত প্রেরিত হইয়াছে, তোমরা এক্ষণে অন্যান্য উদ্যোগ কর।

(সকলে গমন করিলেন)

দ্বিতীয় সংযোগ স্থল

ইন্দ্রপ্রস্থ, যুধিষ্ঠিরের সভা

(দূত প্রবেশ করিল)

দূত। প্রণাম মহারাজ, আমি রাজা দুর্য্যোধনের নিকট হইতে আসিয়াছি। বলদেবের ভগিনী সুভদ্রার সহিত তাঁহার বিবাহ, আমি পাত্র পক্ষের নিমন্ত্রণ পত্র লইয়া আসিয়াছি, গ্রহণ করুন।

যুধি। মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র, ভীষ্ম, ও বিদুর, ইহাদি [৮৮]গকে আমার প্রণাম জানাইবে; আমাবদিগের মধ্যে একজন অবশ্যই বরযাত্রায় যাইবে।

দূত। যে আজ্ঞা প্রভো, আপনারা অবিলম্বে প্রস্তুত হইয়া আসিবেন, আমি গমন করি।

(দূত গমন করিল)

(ভীম, নকুল ও সহদেব প্রবেশ করিলেন)

যুধি। ভ্রাতঃ বৃকোদর, তোমাকে দুর্য্যোধনের সমভিব্যাহারে বরযাত্রায় যাইতে হইবেক।

ভীম। সে কি মহারাজ! শুনিয়াছি অর্জ্জুনের সহিত সুভদ্রার বিবাহ হইয়াছে। আপনি এ আবার কেমন আজ্ঞা করিলেন?

যুধি। যাহা হইবার তাহা হইয়াছে ভাই।
দুর্য্যোধনের সহিত গমনে বাধা নাই॥

ভীম। এ কথা না ভাল আমি বুঝি মহারাজ।
কেমন কেমন মম লাগে এই কায॥
অর্জুন সংবাদ দিল পঞ্চ দিন গত।
আজি দুর্য্যোধন হৈল গমনে উদ্যত॥
কৃষ্ণের আদেশে ভদ্রা বরেছে অর্জুনে।
বলদেব কি রূপে অর্পিবে দুর্য্যোধনে॥ [৮৯]

নকু। আমারো এ কথা বড় ভাল নাহি লাগে।
পার্থের বিবাহ শুনি হইযাছে আগে॥

সহ। ধর্ম্ম যাহা কহিলেন সেই কর্ম্ম কর।
যে করে বিবাহ বুঝা যাবে অতঃপর॥

যুধি। অর্জুনে বরেছে ভদ্রা তাহা আমি জানি।
কৌরবেব রাখ মান তাহে কিবা হানি॥
শ্রীকৃষ্ণ আছেন সখা কেন কর ভয়।
ভদ্রাকে অর্জুন পাবে জানিও নিশ্চয়॥
এক অক্ষৌহিণী সেনা লও সঙ্গে করি।
দুর্য্যোধন সহ যাও দ্বারকা নগরী॥
কৃষ্ণের চরণে এসো করিয়া প্রণাম।
ইহাতে হইবে সিদ্ধ সব মনস্কাম॥

নকু। ধর্ম্মের আজ্ঞায় কর দ্বারকা গমন।
কৃষ্ণের চরণ গিয়া কর দরশন॥

প্রস্তুত করিয়া দিব অক্ষৌহিণী সেনা।
তুরঙ্গ কুঞ্জর সহ যাবে বাদ্য নানা॥

(নকুল সৈন্য প্রস্তুত করণার্থে গমন করিলেন)

যুধি। সদ্ভাবে গমন কর না হয় কলহ।
বরযাত্র ভাবে যাও কৌরবের সহ॥ [৯০]
অর্জুন নিকটে নাই তাহে ভীত মন।
যদি উপস্থিত হয় কে করিবে রণ॥
আমাদের সখা কৃষ্ণ তিনিও অন্তরে।
এ কারণ বড ভয় আমার অন্তরে॥
বড় বড় বীর সব কৌরবের দল।
ইহাতে হইলে যুদ্ধ সংশয় মঙ্গল॥

ভীম। আমিও অন্যায় কভু দেখিতে নারিব।
জল উচ্চ নীচ বলি কভু না যাইব॥
অন্যায় দেখিলে কথা কহিব তাহাতে।
ভীষ্ম কর্ণ দ্রোণে এত ভয় কি ইহাতে॥
অন্যায় আমার গাত্রে সহ্য নাহি হয়।
ইহাতে হইলে যুদ্ধ কিসের সংশয়॥

যুধি। সময়ের বিবেচনা সব কর্ম্মে আছে।
আগেতে বুঝিতে হয় কি বা ঘটে পাছে॥
অগ্রে বিচারিলে কভু দোষ নাহি হয়।
অবিবেচনার কর্ম্মে সবে দোষ কয়॥
অতএব ভাই মম আজ্ঞা ধর শিরে।
দুর্য্যোধনে সঙ্গ করি যাও ধীরে ধীরে॥

জানত কেমন শত্রু দুষ্ট দুর্য্যোধন।
বাল্যকালে কত চেষ্টা করিতে নিধন॥ [৯১]
বিশেষ তোমার প্রতি আছে যত ক্রোধ।
সময় পাইলে দুষ্ট দিবে তার শোধ॥
বাল্যকালে কালকূট করাইল পান।
হস্ত পদ বান্ধি দিল গঙ্গানীরে দান॥
তাই বলি ভাই তুমি একা সঙ্গে যাবে।
নিষ্কলহে গেলে কোন ক্লেশ নাহি পাবে॥

(নকুল পুনর্ব্বার আগমন করিলেন)

ভীম। যাহা তব আজ্ঞা তাহা মম শিরোধার্য্য।
ইহা ভিন্ন নাহি আমি করি কোন কার্য্য॥

নকু। হে ভ্রাতঃ, সেনাদি সকল প্রস্তুত।

যুধি। ভ্রাতঃ বৃকোদর, আর বিলম্বে প্রয়োজন নাই, কৃষ্ণকে স্মরণ করিয়া যাত্রা কর।

(ভীম গমন করিলেন)

তৃতীয় সংযোগস্থল।

হস্তিনার রাজবর্ত্ম।

বরবেশি দুর্য্যোধন, দুঃশাসন, কর্ণ, ভীষ্ম, দ্রোণ ও অন্যান্য বরযাত্রির দিগের সম্মুখে ভীম আগমন করিলেন।

দুর্য্যো। এক অক্ষৌহিণী সেনা সহ ভীম আসিয়াছে, আনন্দজনক বটে। [৯২]

দুঃশা। ইহাতেই বোধ হইতেছে, কৃষ্ণের সহিত আমাদিগের সখ্য হইল নতুবা ভীমসেন এমন পাত্র নহেন, যে এ কর্ম্মে আগমন করেন।

দুর্য্যো। হাঁ, তাহা না হইলে ভীম কদাচ আসিত না।

দুঃশা। বোধ হয় পাণ্ডবেরা ভয় পাইয়াছে, কারণ, কৃষ্ণ তাহারদিগেরই সখা ছিলেন, এক্ষণে আমারদিগেরও হইলেন; বিশেষতঃ আপনি কৃষ্ণের ভগিনীপতি হইলেন, তাঁহার যত্ন এই পক্ষেই অধিক হইবে।

ভীষ্ম। আইস ভীম, ভাল আছ? বাটীর সকলত মঙ্গল?

ভীম। প্রণাম পিতামহ, আপনার শ্রীচরণ প্রসাদে সমস্ত মঙ্গল।

ভীষ্ম। কৃষ্ণের ভগিনী সুভদ্রা সহ দুর্য্যোধনের বিবাহ।

ভীম। হাঁ শুনিয়াছি,—এক্ষণে চলুন, আর বিলম্ব কি?

দুঃশা। হাঁ ভ্রাতঃ ভীম, সব উদ্যোগ হইয়াছে, আর বিলম্ব নাই, কেবল তোমাবই প্রতীক্ষা করিতেছিলাম। [৯৩]

ভীম। দ্বারকাপুরী এখনও অনেক দূব, অধুনা দুর্য্যোধনের বর সজ্জায় যাওয়া উচিত নহে।

দুঃশা। কেন? তাহাতে বাধা কি?

ভীম। বিবাহের এখন কি হয তাহা বলা যায় না, নিকট হইতে তত্ত্ব লইয়া বরসজ্জা করিলেই ভাল হয়।

দুর্য্যো। (গোপনে কহিতেছেন) আমি জানি ভীম চিরকালের হিংসক, কৌরবের ভাল কখনই দেখিতে পারে না।

দুঃশা। হাঁ, আসিতে না আসিতেই একটা অমঙ্গল কথা কহিল।

কর্ণ। উহার অশুভসূচক কথায় কি হইবে? কেবা উহার বাক্য গাহ্য করে।

ভীষ্ম। ভীম অত্যন্ত অন্যায় বলে নাই, এখনও পথ অনেক আছে বে।

কর্ণ। চিরকালই পাণ্ডবদের পক্ষে ভীষ্মের স্নেহ।

দুর্য্যো। তোমরা কেহ ও কথায কর্ণ প্রদান করিও না; যখন প্রভু বলদেবের স্বাক্ষবপত্র প্রাপ্ত হইয়াছি এবং নারদের নিকট হইতে শুনিতে পাইয়াছি, তখন আর কাহাকে ভয। [৯৪]

দুঃশা। ভীমের কথাগুলা আমার গাত্রে সহ্য হয় না।

ভীম। তাহাতে ভীমের সকলই ক্ষতি হইল, আমি ভালই বলিয়াছি। দুর্য্যোধন বর বেশেই চলুন। মুখে কালী মাখিযা আইলেই চৈতন্য হইবে। ভাল, এখন চল, শুভ যাত্রা কবা যাউক।

(সকলে গমন করিলেন)

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম সংযোগস্থল।

রৈবত পর্ব্বতোপরি অট্টালিকা।

(কৃষ্ণ ও সত্যভামা প্রবেশ করিলেন)

সত্য। দীননাথ, অত্যন্ত বিপদ্ দেখিতেছি।

কৃষ্ণ। কেন প্রিয়ে, আবার কি?

সত্য। আর কি জিজ্ঞাসা করেন, এখন সুভদ্রা মরিলেই লজ্জা রক্ষা হয়। [৯৫]

কৃষ্ণ। কেন প্রিয়ে ভীতা হইয়াছ কি কারণ।

সত্য। ভদ্রার নিমিত্ত হৈল বিপত্তি ঘটন॥

কৃষ্ণ। কিসের বিপদ্ প্রিয়ে কিসের ভাবনা।
ভদ্রার কারণে কভু অভদ্র হবে না।

সত্য। গন্ধর্ব্ব বিবাহ হৈল অর্জুনের সহ।
বলদেব কারণেতে বাড়িল নিগ্রহ॥
দুর্য্যোধনে আনিবারে পাঠাযেছে দূত।
হইল সুভদ্রা হেতু ঘটনা অদ্ভুত॥
বিবাহিতা কন্যার হইবে পুনঃ বিয়া।
এ বিপদ্ রক্ষা বল করিবে কি দিয়া॥
অবাধ্য রেবতীনাথ কথা না মানিবে।
অবশ্য অবশ্য বিয়া দুর্য্যোধনে দিবে॥
অর্জুন গন্ধর্ব্ব বিয়া করিয়াছে আগে।
এ জন্য প্রলয় কাণ্ড করিবেক রাগে॥

বাধিল তুমুল যুদ্ধ ভদ্রার কারণ।
আমি চাহি এবে হউক আমার মরণ ॥

কৃষ্ণ। স্থির হও প্রিয়ে তুমি কেন কর ভয়।
সুযুক্তি করিলে বল কি কর্ম্ম না হয় ॥
শান্ত হও আর তুমি হৈও না বিমর্ষ।
এখনি করিব এর যাহা পরামর্শ ॥ [৯৬]

সত্য। আর প্রভো, ইহার কি পরামর্শ করিবেন। এই সুভদ্রার কারণ কত লোকের জীবন নাশ হইবে, তাহা বলিতে পারি না; দেখিতেছি এই রৈবত পর্ব্বত শোণিতে প্লাবিত হইবে।

কৃষ্ণ। কিছু ভাবনা নাই, আমি উত্তম উপায় করিয়াছি।

সত্য। হে নাথ, কি উপায়ে এই উপস্থিত ঘোরতর সমরাগ্নি নির্ব্বাণ করিবেন?

কৃষ্ণ। যে সময় তোমরা ভদ্রাকে হরিদ্রাদি লেপন করাইয়া স্নান করাইতে গমন করিবে, সেই সময় আমি তাহার উপায় করিব।

সত্য। ইহাতে বলদেবের সহিত তোমার অপ্রীতি জন্মিতে পারে।

কৃষ্ণ। প্রিয়ে, তাহা মনেও করিও না, আমি অর্জুনকে উপদেশ প্রদানার্থ গমন করি, তুমি নিশ্চিন্ত থাক।

(কৃষ্ণ গমন করিলেন) [৯৭]

দ্বিতীয় সংযোগস্থল।

রৈবত পর্ব্বত—অর্জুনের শয়নাগার।

কৃষ্ণ প্রবেশ করিলেন।

কৃষ্ণ। অর্জুন, আমার বাঞ্ছা, তুমি ভদ্রার কর গ্রহণ কর, ইহাতে আমারদিগের পিতৃদেবের আজ্ঞা আছে।

অর্জু। হাঁ প্রভো, সত্যভামার প্রমুখাৎ জ্ঞাতা আছি এবং তাঁহারই বাক্যে গন্ধর্ব্ব বিবাহ হইয়াছে। এ সকলই আপনকার অনুগ্রহ।

কৃষ্ণ। এক্ষণে আর এক বিপদ্ উপস্থিত দেখিতেছি।

অর্জু। প্রভো, যাঁহার নাম স্মরণে বিপত্তি ভঞ্জন হয়, তাঁহার বর্ত্তমানে কিসের বিপদ্।

কৃষ্ণ। বলদেবের মানস নহে তোমাকে ভদ্রার্পণ করেন। তিনি দুর্য্যোধনকে আহ্বান করিয়াছেন।

অর্জু। আপনকার অজ্ঞাতসারে এবং অমতে কোন কর্ম্ম করি নাই এবং করিব না, আপনি যাহা আজ্ঞা করিবেন তাহা করিতে কখনই ত্রুটি [৯৮] করিব না, ইহাতে দুর্য্যোধনকে ভয় কি এবং কর্ণই বা কি করিবে; আমি বরুণ ইন্দ্র যম ও বায়ুকেও তৃণবৎ জ্ঞান করি; সর্গ মর্ত্ত্য রসাতলবাসি দেব, দৈত্য, যক্ষ, রক্ষ, নাগাদি একত্র হইলেও পরাঙ্মুখ হইব না।

কৃষ্ণ। বলদেবের অভিপ্রায় যাহা হউক, তাহাতে ভয় নাই; ভদ্রা তোমার, তোমাকে অর্পণ করিয়াছি, কিন্তু ভারি বিপদ্ যাহাতে দূর হয়, তাহা কর্ত্তব্য।

অর্জু। আমরা চিরকাল আপনার আজ্ঞাবহ, অতএব আপনি যাহা অনুমতি করিবেন, তাহাই করিব।

কৃষ্ণ। আমার রথ তোমার, দারুক তোমার দাস, তুমি যাহা আজ্ঞা করিবে সে তাহার অন্যথা করিতে পারিবে না, তোমার যখন ইচ্ছা তখন এই রথে সুভদ্রাকে লইয়া গমন করিতে পার, কিন্তু অধিক বিলম্ব না হয়, পরে বলদেবের ক্রোধানল আমি নির্ব্বাণ করিতে পারিব।

অর্জু। এই পরামর্শই আমার শিরোধার্য্য, কিন্তু ভদ্রাকে লইয়া কখন গমন করি? [৯৯]

কৃষ্ণ। কুলাঙ্গনাগণ যৎকালে সুভদ্রাকে হরিদ্রাদি মর্দ্দন করাইয়া স্নানার্থে লইয়া যাইবে।

অর্জু। যথা আজ্ঞা প্রভো।

(উভয়ে গমন করিলেন)

তৃতীয় সংযোগ স্থল।

বলদেবের সভা।

(দুর্য্যোধনের দূত প্রবেশ করিল)

বল। তুমি কে? কোথা হইতে আগমন করিলে?

দূত। প্রণাম প্রভো, আমি মহারাজ দুর্য্যোধনের নিকট হইতে আসিতেছি।

বল। সংবাদ কি? দুর্য্যোধন কোথায়?

দূত। তিনি প্রায় নিকটবর্ত্তী। আমি আপনাকে সংবাদ দিতে আসিয়াছি। তিনি কল্য স্বদল সমভিব্যাহারে এস্থানে উপস্থিত হইবেন।

বল। এখানে সকল উদ্যোগ হইয়াছে, কল্য প্রাতেই নান্দীমুখাদি করা যাইবে, তুমি গিযা এই বার্ত্তা শীঘ্র দুর্য্যোধনের জ্ঞাতসার কর। [১০০]

দূত। যে আজ্ঞা প্রভো; বিদায় হই।

(গমন করিল)

বল। কে আছ হে এখানে?

(দ্বারী প্রবেশ করিল)

দ্বারী। কি আজ্ঞা প্রভো।

বল। অন্তঃপুর মধ্যে সংবাদ দেও, দুর্য্যোধন আগতপ্রায়, অদ্য কুলাচারাদি করিতে হইবে, কল্য বিবাহ। আর একর্ম্মে স্ত্রীগণের যাহা কর্ত্তব্য, তাহার উদ্যোগ করিতে কহ।

(দ্বারী গমন করিল)

চতুর্থ সংযোগ স্থল।

অন্তঃপুর।

(সত্যভামা ও সুভদ্রা প্রবেশ করিলেন)

সুভ। কালকূট দেও সখি করি আমি পান।
নিশার সহিত প্রাণ হউক অবসান॥
কাল সম কাল রাত্রি মম পক্ষে কাল।
চাহি কাল নাহি ইচ্ছা দেখিতে সকাল॥ [১০১]
জ্ঞানে নাহি পাপ ক্রিয়া করি কোন কাল।
দাদা বলদেব কেন হইলেন কাল॥

মম প্রাণ প্রিয় ধনঞ্জয় কাল রূপ।
তাহার বিপক্ষে দাদা হইল' বিরূপ॥
যে অবধি পার্থ বীরে.নয়নে হেরেছি।
তদবধি সেই রূপে জীবন সঁপেছি॥
মম প্রেম তরুবর ধনঞ্জয় মূল।
সে মূল ছেদনে রাম কেন প্রতিকূল॥
মূল বিনা তরুবর না রহিবে আর।
ইহাতেই অবসান হইবে আমার॥
এ ঘোর সঙ্কটে মাত্র তুমি বুদ্ধিবল।
দেখ সখি কায মম হইল অচল॥
তোমারি প্রসাদে আমি পেযেছি অর্জুনে।
তব পদে বান্ধা আমি আছি সেই গুণে॥
গ্রাসিতে অর্জুন শশী দুর্য্যোধন রাহু।
আমোদে করিছে নৃত্য প্রসারিয়া বাহু॥
কোলে নিধি পেয়ে দেখ হারাই এখন।
কি আর করিব রাখি এ ছার জীবন॥
হে বিধাতঃ বিশ্বময় এই তব বিধি।
কি দোষ হরিতে চাও মম প্রাণ নিধি॥ [১০২]
পাপ কর্ম্ম জ্ঞানে নাহি জানি কোন কালে।
এত দুঃখ কি কারণ আমার কপালে॥
হইলে আমার হন্তা চাহি এক মুখ।
কি কারণে বিধি তুমি হলে চতুর্ম্মুখ॥
রাম কৃষ্ণ দু জনের স্বসা আমি হই।
এ সম্পর্কে তব পক্ষে অন্য কেহ নই॥

কৃষ্ণের ভগিনী আমি ভগিনী তোমার।
তবে কেন এ দুর্দ্দশা ঘটাও আমার ॥
বলদেব ভ্রাতা মম হইল বিপক্ষ।
তাহাতেই তুমি কি ছাড়িলে মম পক্ষ ॥
লোকে বলে না খণ্ডায় বিধির নির্ব্বন্ধ।
প্রথমে ঘটালে কেন অর্জুনে সম্বন্ধ ॥
কেন অর্জুনেরে আনি দেখালে আমায়।
না দেখালে আমার না ঘটিত এ দায় ॥
সব ঘটানর মূল তুমি গুণনিধি।
নির্দ্দোষির বধ প্রাণ একি তব বিধি ॥

সত্য। ভদ্রে ধৈর্য্য ধর দুঃখ পরিহর
এত খেদ কি কারণে।
শক্তি ধর কেটা বাধাইতে লেঠা
অর্জুনও তব সনে ॥ [১০৩]
শান্ত মনা হও স্থির হযে বও
কেন কান্দ অকারণ।
অর্জুন তোমার তুমি হও তার
খেদের কি প্রয়োজন ॥
কৃষ্ণ যার পক্ষে কি করে বিপক্ষে
কৃষ্ণ হতে শক্তি কার।
তাঁর পরাক্রম কে বুঝে সে ক্রম
কে বা সমযোগ্য তাঁর ॥

সুভ। যে কথা কহিলে সখি মনে নাহি লয়।
আমার ললাটে বুঝি ঘটিল প্রলয় ॥

বিষাক্ত নয়নে রাম দেখেছে অর্জুনে।
তুমি তাঁরে ভুলাইবে বল কোন গুণে ॥
যে জন পিতার কথা নাহি করে মান্য।
তাহার নিকটে তুমি কিসে হবে মান্য ॥
গুরুজন বচন না দেয় কর্ণে স্থান।
তার কাছে কেমনে পাইবে তুমি মান ॥
বিষম দুর্জয় সেই দেব হলধর।
দুর্য্যোধন প্রতি তাঁর প্রীতি নিরন্তর ॥
নিজ শিষ্য বলি রাম তার পক্ষে টানে।
স্বসা মরে প্রাণে নাহি চাহে তার পানে ॥ [১০৪]
অগণ্য সামন্ত সহ এলো দুর্য্যোধন।
অবশ্য অর্জুন সহ বাধিবেক রণ ॥
একা পার্থ একা কৃষ্ণ রক্ষিবে কেমনে।
প্রমাদ ঘটিল সখি আমার জীবনে ॥
মম হেতু বিপদে পড়িবে ধনঞ্জয়।
শ্রীকৃষ্ণ পাবেন তাহে দুঃখ অতিশয় ॥
সত্য বলি সত্যভামা সহিতে না পারি।
তোমার সাক্ষাতে দেখ দেহ পরিহরি ॥

সত্য। (হস্ত ধরিয়া কহিতেছেন) সুভদ্রে, গা তোল। এত খেদের প্রয়োজন কি? কোন চিন্তা নাই; কল্য প্রভাতে অর্জুন সহ স্বচ্ছন্দে গমন করিতে পারিবে।

সুভ। ক্ষত শরীরে কেন আর লবণার্পণ কর? সখি, আমার ললাটে অগ্নি সংলগ্ন হইয়াছে, তুমি কি প্রকারে নির্ব্বাণ করিবে?

কৃতান্তাধিক শত্রুর হস্তে পতিত প্রায় হইয়াছি, এখন রক্ষা হইবার কি উপায় আছে।

সত্য। ভদ্রে ব্যগ্র হও কেন? যাহার নাম শ্রবণ মাত্রে রবিসুত ত্রাসান্বিত হয়, ও যাঁহার নামো [১০৫] চ্চারণে তাহার দূতেরও অধিকার থাকে না, সেই বিপত্তি ভঞ্জন ভগবান তোমার স্বপক্ষ, তোমার চিন্তার বিষয় কি ভদ্রে? তুমি কি সকল বিস্মরণ হইলে? যখন দ্রৌপদীর কারণ লক্ষ লক্ষ বীর অর্জুনের বিপক্ষে বাণক্ষেপ করিয়াছিল, তখন অর্জুনকে কে রক্ষা করিয়াছিলেন? অর্জুনের বীরত্ব বার্ত্তা কি তোমার হৃদয় হইতে বহির্ভূত হইয়াছে? এক ধনঞ্জয়েই রক্ষা নাই, তাহাতে কৃষ্ণ তোমার স্বপক্ষ। যদ্যপি শুক্রের মন্ত্র প্রভাবে তিন যুগের অসুরগণ জীবন পাইয়া দেব সহযোগে অর্জুনের বিপক্ষে অস্ত্রধারণ করে, তথাপি অর্জুন পরাভব হইবে না, কৃষ্ণের সুদর্শনের মহিমা দূরে থাকুক। ভদ্রে, চিন্তা কি?

সুভ। সখি, আমি সকলই জ্ঞাত আছি। কিছুই বিস্মৃত হই নাই; কিন্তু দেখ, যে বায়ু সহকারে দাবানল প্রবলরূপে প্রজ্বলিত হয়, সেই বায়ু সামান্য দীপিকাকে ক্ষীণ দেখিয়া নির্ব্বাণ করে, আমার ভাগ্য প্রদীপও তদ্রূপ, অতএব সখি, ইহাতে কি আর আশার বশীভূত হইয়া কালযাপন করিতে পারি। [১০৬]

সত্য। সুভদ্রে, আমার বাক্যে নির্ভর কর, সমীরণ সহকারে বরুণ বিপক্ষ হইলেও তোমার সৌভাগ্যের তেজঃ হ্রাস করিতে পারিবেন না; তুমি আপন মনোরথ গোপনে রাখিয়া নিশ্চিন্ত থাক। যদি তোমার অধৈর্য্য বার্ত্তা বলদেবের কর্ণ কুহরে প্রবেশ করে, তবে অর্জুনকে পাওয়া দুষ্কর হইবে, অতএব ধৈর্য্যাবলম্বন কর। গৃহ মধ্যে কেহ স্বপক্ষ কেহ বা বিপক্ষ, যদি কোন পক্ষ ঘুণাক্ষরে এই কথা জানিতে পারে তবে

কি আর অর্জুনকে পাইবে? এখন স্থির হও, অর্জুন কল্য তোমাকে লইয়া যাইবেন। আমার পরামর্শ অন্যথা করিয়া যদি স্বেচ্ছাচারিনী হও, তাহাতে তোমাব জীবন থাকুক বা না থাকুক কে তত্বাবধারণ করিবে?

সুভ। সত্যভামে, আমি তোমার কথা গুরু বাক্য অপেক্ষা দৃঢ়তর জ্ঞান কবি, তোমা হইতে আমার হিতাকাঙ্ক্ষি আব কেহ নাই আমি তাহা জানি, সেই কাবণ তোমার শরণাগত হইয়াছি, তুমি যেরূপ কহিবে আমি তাহাই করিব, কিন্তু সখি, বলদেবের কথা স্মবণ হইলে আমার চৈতন্য [১০৭] রোধ হয়, আর সদসৎ বিবেচনা থাকে না, এই নিমিত্ত এত কাতরা।

সত্য। ভদ্রে, ভয় নাই, তুমি অর্জুনকে অবশ্যই পাইবে।

(উভযে গমন করিলেন)

পঞ্চম সংযোগস্থল।

কৃষ্ণের সভা।

পরদিন প্রাতঃকালে কৃষ্ণের নিকট দারুক আগমন করিল।

দারু। প্রভো, অর্জুন আমাকে রথ প্রস্তুত করিতে অনুমতি দিয়াছেন, আপনি কি বলেন?

কৃষ্ণ। দারুক, তুমি রথ লইয়া অর্জুনের নিকট গমন কর, তিনি যাহা বলিবেন, তাহাই প্রতিপালন করিও; তিনি যথেচ্ছা গমন করেন করিবেন, তাহাতে দ্বিরুক্তি করিও না।

দারু। তাঁহাকে রথ সমর্পণ করিয়া কি প্রত্যাগমন করিব?

কৃষ্ণ। না, বিনানুমতিতে কুত্রাপি গমন করিও না। [১০৮]

দারু। আমি কি তাহার সঙ্গে রহিব, রথ লইয়া প্রত্যাগমন করিব না ?

কৃষ্ণ। না, তাঁহার আজ্ঞা ব্যতীত কখনই নহে।

দারু। যে আজ্ঞা প্রভো, আমি তবে রথ লইয়া গমন করি, তিনি যখন বিদায় দিবেন, তখন আসিব।

(দারুক গমন করিল)

ষষ্ঠ সংযোগস্থল।

অন্তঃপুর।

সত্যভামা, রুক্মিণী, সহচরী, প্রতিবাসিনী ও কুলকামিনীগণ প্রবেশ করিলেন।

সত্য। ওগো তোমরা যে বড় নিশ্চিন্ত আছ, অদ্য সুভদ্রার বিবাহ, বলদেবের কথা কি তোমাদিগের স্মরণ নাই ?

রুক্মি। হাঁ স্মরণ আছে, একথা কে ভুলিবে, চল, সকলে ভদ্রাকে হরিদ্রাদি লেপন করাইয়া স্না [১০৯] নার্থ লইয়া যাই। কোথা গো সহচরি, তোমরা শঙ্খাদি মঙ্গলধ্বনি কর ও হরিদ্রাদি আন।

সহ। ঠাকুরানি, সকল প্রস্তুত করিয়াছি, ইহা কি ভুলিবার কথা। প্রতিবাসিনি, তুমি আইওগণের মধ্যে প্রাচীনা, অগ্রে তুমিই সুভদ্রার গাত্রে হরিদ্রা দেও।

প্রতি। আমি হরিদ্রা মাখাইতেছি, তোমরা কেহ শঙ্খরব কর, কেহ বা উলু উলু ধ্বনি দেও।

(শঙ্খাদি মঙ্গলধ্বনি হইতে লাগিল।)

সত্য। ভদ্রে, অদ্য তোর মনস্কামনা সিদ্ধ হইবে, তুই যেমন সুন্দরী, বরটিও তদুপযুক্ত হইয়াছে।

প্রতি। কেমন গো, সেই দুর্য্যোধনের সঙ্গেই ত স্থির হইয়াছে।

সত্য। হাঁ,—জনরব এইরূপ বটে।

প্রতি। তবে, ইহার মধ্যে অন্য কোন কথা আছে না কি ?

সত্য। অন্য কথা আবার কি ?

প্রতি। তবে যে বলিলে "এইরূপ জনরব"।

সত্য। ওগো, মঙ্গল কর্ম্মে অনেক ব্যাঘাত ঘটে, যে পর্যন্ত দুই হাত একত্র না হয়, সে পর্যন্ত [১১০] বিশ্বাস কি, রুক্মিণীর বিবাহের কথা কি স্মরণে নাই ? বিবাহের সূত্র হাত হইতে না খুলিলে কি সন্দেহ যায়।

প্রতি। হাঁ, সে কথা বটে। যাহা হউক, বরটি বেনে বড় ভাল হইযাছে। সত্যভামে, আমাবদিগকেই অদ্য নিশায় বাসর জাগিতে হইবেক, দেখা যাইবে, দুর্য্যোধন কেমন চতুর। ও কত টাকাই বা শয্যা উঠানি দেয়।

রুক্মি। ওগো রজনীর কর্ম্ম রজনীতে হইবে, এখনকার মঙ্গলকর্ম্ম যাহা তাহা শীঘ্র সমাধান কর, এখনও নান্দীমুখাদি অনেক কর্ম্ম অবশিষ্ট আছে।

সকলে। হাঁ, এখন অন্য কথা রাখ, চল ভদ্রাকে আগে স্নান করাইয়া আনি।

(সকলে নানাবিধ বাদ্যাদি লইযা উলু উলুধ্বনি করিতে করিতে সরোবর তীরে গমন করিলেন।) [১১১]

সপ্তম সংযোগস্থল।

বাপীতট।

অর্জুন ও দারুক রথারোহণে প্রবেশ করিলেন।

অর্জু। দারুক, তোমার প্রতি আমার কিছু বক্তব্য আছে।

দারু। আজ্ঞা করুন।

অর্জু। আমি যে দিকে রথ চালাইতে আদেশ করিব, তাহাতে বিলম্ব করিও না।

দারুক। হাঁ প্রভো, আমি আপনকারও ভৃত্য বটি, আপনাতে ও শ্রীকৃষ্ণতে কোন প্রভেদ দেখি না। তবে প্রভো, ইহার তাৎপর্য্য কি কিছুই বুঝিতে পারিলাম না,—আপনি কোথায় গমন করিবেন?

অর্জু। তুমি কৃষ্ণের সারথী, অতএব তোমাকে জানাইতে আমার কোন আপত্তি নাই। নারায়ণের সম্মতিক্রমে সুভদ্রার সহিত আমার বিবাহ হইয়াছে, এক্ষণে বলদেবের ইচ্ছা ভদ্রাকে দুর্য্যোধনের হস্তে সমর্পণ করেন, কিন্তু [১১২] তাহা হইলে কৃষ্ণ লজ্জা পাইবেন, তন্নিমিত্ত আমি সুভদ্রাকে লইয়া স্থানান্তরে প্রস্থান করিব।

দারু। হাঁ, এক্ষণে বুঝিলাম, এ গোলযোগও শ্রবণ করিয়াছি। প্রস্তুত আছি, পবন অপেক্ষা বেগেতে, রথ চালাইব। কাহাকেও তাহার পশ্চাদগামি হইতে দিব না; আপনি শীঘ্র সম্পন্ন করুন।

(সত্যভামা, সুভদ্রা, রুক্মিণী, ও অন্যান্য কামিনীগণ প্রবেশ করিলেন)

সত্য। (অতি গোপনে কহিতেছেন) সুভদ্রে, তোর পক্ষে অদ্য রজনী সুপ্রভাতা।

সুভ। সখি, বিধাতা কি আমার প্রতি করুণা নয়নে দৃষ্টি করিবেন? ঈদৃশ ঘটনা কি হইবে?

(অর্জুন রথ হইতে অবতীর্ণ হইলেন।)

সত্য। আর ভাবনা কি ভদ্রে, ঐ দৃষ্টি কর তোমার মনোমোহন ধনঞ্জয় আগমন করিতেছেন, তোমার আশা এখনই সফলা হইবে।

সুভ। সত্যভামে, আমি তোমার চরণে বিক্রীত হই-[১১৩] য়া রহিলাম, জীবন অর্পণ করিলেও তোমার এখান হইতে মুক্ত হইতে পারিব না।

সত্য। সুভদ্রে, তুমিত এই ক্ষণেই তোমার প্রিয়তম অর্জুনকে পাইবে, কিন্তু আমাদিগকে ভুলিও না।

সুভ। সখি, আমি তোমারই, তোমা হইতেই অর্জুন ধন পাওয়া, তোমাকে বিস্মৃত হইলে তপন তনয় আপনাকে কোন নরকে স্থান দিবেন, তাহা কহিতে পারি না।

(অর্জুন নিকটে আগমন করিলেন।)

সত্য। ভদ্রে, আর কি দেখ, রথ আরোহণ কর।

অর্জু। এসো প্রিয়তমে।

(ভদ্রার হস্ত ধরিয়া রথারোহণে গমন করিলেন।)

সকলে। ওমা ওমা একি! একি সর্ব্বনাশ! ওমা সুভদ্রার হস্ত ধরিয়া কে লইয়া যায়, ওগো তোরা ধর না।

সত্য। ওমা তাইত, কি আশ্চর্য্য। আমার মুখে আর বাক্য সরে না, ওগো ধর, ধর, শীঘ্র ধর।

রুক্মি। সত্যভামে, কি সর্ব্বনাশ; ওগো ভদ্রা কোথায় যায়, ওগো কে লইয়া যায়। [১১৪]

সত্য। রুক্মিণী, তুমি সকলইত জান, দুর্য্যোধনের ভযে ভদ্রাকে অর্জুন লইযা গেল।

সকলে। ওগো, বটে, বটে, এই কথাই বটে, ওগো অর্জুনই

বটে, হাঁগো তাই বটে ; বলদেবের সম্মুখে কি বলিযা মুখ দেখাইব, তিনি কি মনে করবেন ?

সত্য। হাঁ, বলদেব কিছু মনে করিলে করিতে পারেন, কিন্তু আমরা স্ত্রীলোক, অর্জুন মহাবীর। যে ব্যক্তি লক্ষ নৃপতি জয় করিয়া দ্রৌপদীকে লাভ করিয়াছে, স্ত্রীলোকে কি তাহার বেগ ফিরাইতে পারে ?

রুক্মি। বটে ত, আমরা স্ত্রীলোক, আমাদের সাধ্য কি যে অর্জুনকে নিবারণ করি।

সকলে। চল, এই বেলা পুরমধ্যে সংবাদ দেওয়া যাউক, বাটার পুরুষেরা যাহা উচিত হয় তাহাই করিবেন ; এখনও অর্জুন বহু দূর যাইতে পারেন নাই।

(সকলে গমন করিলেন।) [১১৫]

অষ্টম সংযোগস্থল।

রাজবর্ত্ম।

দুর্য্যোধন, দুঃশাসন, ভীম ইত্যাদি বরযাত্রিগণ সম্মুখে দূত প্রবেশ করিল।

(কোলাহল ধ্বনি উত্থিত হইল।)

দুর্য্যো। নগরে শুনিতে পাই একি কলরব।
ধর ধর মার মার বলিতেছে সব ॥
হেন লয় মনে যেন বাধিয়াছে রণ।
হঠাৎ হইল কেন ঘটনা এমন ॥
বার্ত্তা লয়ে এসো দূত যাও ত্বরা করি।
অকস্মাৎ কি ঘটনা বুঝিতে না পারি।

দূত। কি কহিব মহারাজ আপনি পাইলা লাজ
যাত্রা করেছিলে কি কুক্ষণে।
মনে আশা ছিল যাহা বিফল হইল তাহা
যাত্রা কর স্বদেশ গমনে ॥
বিবাহ করিবে আশে আইলে দ্বারকা বাসে
আর বিয়া হবে কার সনে।
বিবাহে পড়েছে ভদ্রা কৃষ্ণের ভগিনী ভদ্রা
সুন্দরীকে হরেছে অর্জ্জুনে ॥ [১১৬]

দুঃশা। ভাল জানি পাণ্ডবের রীত চিরকাল।
কখন দেখিতে নারে কৌরবের ভাল ॥
দেখি দেখি অর্জ্জুনেরে কে রাখে এখন।
দেখিব করেন কিবা একা নারায়ণ ॥

দূত। ভদ্রাকে লইয়া পার্থ রথ আরোহণে।
গিয়াছেন কোন্ স্থানে আকাশ গমনে ॥
সারথির কর্ম্ম ভদ্রা নিজে করি তায়।
সকলের অদর্শনে বিমান চালায় ॥
মনের গতিকে জিনি সে রথের গতি।
সাধ্য নাই লক্ষ্য করে সেনা সেনাপতি ॥
রাবণের পুত্র যেন মেঘনাদ বীর।
নীরদের মধ্যে থাকি শুযেছিল তীর
সেইরূপ অর্জ্জুন অদৃশ্য ভদ্রা সহ।
বাণে বাণে উচ্ছিন্ন করিছে অহরহ ॥
অনেক যাদব সেনা হইয়াছে হত।
রথি হীন যদুপুরী আর কব কত ॥

শ্রীকৃষ্ণ পাবেন শোক এই ভাবি মনে।
কামদেব শাম্বাদিয়ে রেখেছে জীবনে ॥
নলের অপেক্ষা ভদ্রা অশ্ব শিক্ষা জানে।
তারে লক্ষ্য করে কেবা কে আছে এ স্থানে ॥ [১১৭]
বলদেব আপনি লাঙ্গল স্কন্ধে করি।
এসেছেন ফিরিয়া সংগ্রাম পরিহরি ॥
অতএব মহারাজ কি কহিব আর।
এ রণে মাতিলে কেহ না পাবে নিস্তার ॥

দুঃশা। পাঞ্চালে ব্রাহ্মণ বলি ক্ষমিয়াছি সবে।
এবারেতে সমুচিত শাস্তি তার হবে ॥
ছদ্মবেশে ছিল তারা একচক্রা দেশে।
এবার মরিবে পার্থ দ্বারকাতে শেষে ॥
এখন অর্জুন বলি জেনেছি তাহারে।
কার সাধ্য রক্ষা আর করিবে এবারে ॥
পিতামহ দেখিলেন পার্থ ব্যবহার।
আমাদের দোষি জেন না করিও আর ॥
কর্ণ তুমি শীঘ্র চল অর্জুনে বধিব।
ভদ্রা উদ্ধারিয়া দুর্য্যোধনেরে অর্পিব ॥

ভীম। আমার সম্মুখে হেন উক্তি করে কেটা।
মরণের ভয় বুঝি নাহি রাখে সেটা ॥
বড় যোদ্ধা দেখি তোরে ওরে দুঃশাসন।
হেন মতি কেন বুঝি নিকট মরণ ॥
আমার হাতেতে আগে রক্ষা কর প্রাণ।
তবে ত পাইবে তুমি অর্জুন সন্ধান ॥ [১১৮]

কোথাকার যোদ্ধা কর্ণ তৃণ সম গণি।
ভাল চাহ মৌনভাবে থাকহে অমনি॥
একাঘাতে বিনাশিব কৌরবের দল।
গৃহে চলি যাও চাও আপন মঙ্গল॥

ভীষ্ম। ভীম শান্ত হও, দুঃশাসন, তুমিও স্থির হও; আত্ম-বিচ্ছেদের এ সময় নহে। যে কর্ম্মোপলক্ষে আগমন কবা গিয়াছে, অগ্রে তদন্ত জ্ঞাত হওয়া আবশ্যক। বলদেব আমারদিগকে আহ্বান করিয়াছেন, তাঁহাকে সংবাদ দেও, তিনিই ইহার বিহিত করিবেন। তাঁহার বাচনিক বার্ত্তা শ্রবণ না করিয়া মিথ্যা কলহ দ্বারা শুভ কর্ম্মের ব্যাঘাত করিবে, অতএব স্থির হও।

ভীম। হে পিতামহ, আমি কি মন্দ বলিয়াছি? দুঃশাসনের এমত বাক্য আমার গাত্রে সহ্য হয় না। আমি বর বেশে আসিতে আগেই নিষেধ করিয়াছিলাম, তখন আমার উপর সকলে রুষ্ট হইয়াছিলেন, এখন তাহার ফল পাইলেন, অধোবদনে হস্তিনায় গমন করুন; আর বিলম্ব কেন? এ পর্য্যন্তও কি ভ্রম আছে, ভদ্রাকে পাইবে? [১১৯]

দূত। ইহা লজ্জাকর বটে, কিন্তু উপায নাই, বলদেবের দোষ দেখি না, তিনিত দুর্য্যোধনের অপমান করেন নাই।

ভীম। ওহে দূত; অগ্রে বিবেচনা করিয়া কর্ম্ম করিলে কখন অপমানগ্রস্ত হইতে হয় না।

ভীষ্ম। ভীম, তুমি ধৈর্য্যাবলম্বন কর।

ভীম। পিতামহ, আপনি দেখুন, দুঃশাসন এখন অর্জুন সহ যুদ্ধ করিতে চাহে, ভাল অর্জুনের দোষ কি? কৃষ্ণ আপনি তাহাকে ভদ্রা প্রদা করিয়াছেন, তিনিত স্বইচ্ছায় হরণ করেন নাই। দুঃশাসনের

কত শক্তি আছে। পার্থ সহ যুদ্ধ প্রার্থনা করে; দুর্য্যোধনের বীরত্বও আমি জানি, কর্ণের পরাক্রমও আমার অজ্ঞাত নহে, আর দ্রোণাচার্য্য ত গুরু, তাঁহাকে কি কহিব; ভীম পঞ্চালে সকলেরই পরাক্রম জানিয়াছে।

ভীষ্ম। তুমি নিরব হও; কাহার সাধ্য অর্জুনের নিকট হইতে ভদ্রাকে উদ্ধার করে। চল আমরা স্বদেশ যাত্রা করি, এস্থলে আর কলহের প্রয়োজন নাই; এখানে অধিকক্ষণ থাকিলে উপহাসাস্পদ হইতে হইবে। [১২০]

দুর্য্যো। হে পিতামহ অর্জুন কর্ত্তৃক আমার কি অপমান হইল?

ভীষ্ম। এ দোষ অর্জুনের নহে, বলদেবের পত্র প্রেরণ করিবার পূর্ব্বে কৃষ্ণ অর্জুনকে মনোনীত করিয়াছিলেন এবং গন্ধর্ব্ব বিবাহও হইয়াছিল। এতাদৃশ স্থলে অগ্র পশ্চাৎ বিবেচনা না করিয়া বরবেশে আগমন করাই অযুক্ত হইয়াছে। এক্ষণে হস্তিনায় চল, পশ্চাৎ বলদেবের সহিত এবিষয়ের বিবেচনা করা যাইবে, তিনিইত আহ্বান করিয়া আমারদিগের অপমান করিলেন।

দুর্য্যো। নয়নের নীর আমি কি রূপে নিবারি।
দুঃখের বচন আর কহিতে না পারি॥
জ্ঞানে কভু হয় নাই হেন অপমান।
ইচ্ছা হয় এই ক্ষণে ত্যজি ছার প্রাণ॥
ভীম মোরে কটু বাক্যে করিছে বর্ষণ।
তাহাতে হতেছে আজ দ্বিগুণ দাহন॥
এই কথা দেশে দেশে হইবে প্রকাশ।
শুনি মোরে সকলে করিবে উপহাস॥
পেয়েছে ধুনার গন্ধ মনসা মারুতি।
কতই বর্ণিবে তার নাহি অব্যাহতি॥ [১২১]

যত আছে শত্রু পক্ষ হাসিবে নাচিবে।
হেন বাক্য বিষে প্রাণ কেমনে বাঁচিবে॥
বল পিতামহ এর উপায় কি করি।
হেন ইচ্ছা হয় আমি দেহ পরিহরি॥
নারায়ণে শিক্ষা দিব অর্জুনে বধিব।
নতুবা গরল পানে জীবন তেজিব॥
কি কহিব পিতামহ মন প্রাণ দহে।
এত অপমান কোন মতে নাহি সহে॥

ভীষ্ম। ধৈর্য্য ধর দুর্য্যোধন তুমিত সুবোধ।
একেবারে কেন তব হৈল জ্ঞান বোধ॥
কি করিবে হলধর নাহি জানে মনে॥
ভদ্রার বিবাহ আগে হলো কোন ক্ষণে॥
একবার হইয়াছে বিবাহ যাহার।
তাহারে বিবাহ করা অপমান সার॥
হরিয়াছে অর্জুন সে হইয়াছে ভাল।
বিবাহ হইলে শেষে ঘটিত জঞ্জাল॥
বিবাহিতা কামিনীকে বিবাহ যে করে।
পুনর্ভূ নারীর স্বামী সবে বলে তারে॥
জ্ঞাতি বন্ধু দোষ ধরে না করে ভোজন।
সভাতে সে নাহি পারে তুলিতে বদন॥ [১২২]
তব পক্ষে সুনক্ষত্র সুযোগ সুগ্রহ।
নতুবা হইত তব বড়ই নিগ্রহ॥
জ্ঞাতি বন্ধু যার ঘরে না করে ভোজন।
ততোধিক অধম বল হে কোন জন॥

দুর্য্যো । করিয়াছিলাম বড দম্ভ নগরেতে ।
বিবাহ করিযা ভদ্রা দ্বারকা পুরীতে ॥
বলরাম নারায়ণ ভগিনী রূপসী ।
সুভদ্রা আমার গৃহে হইবে মহিষী ॥
নানা দেশি রাজগণে করি নিমন্ত্রণ ।
বার্ত্তা পেযে সকলে করেছে আগমন ॥
সকলে দেখিল মম দুর্দ্দশা ।
মাতঙ্গ মারিতে ভেক করিল ভরসা ॥
পুরের মহিলাগণ দিবেক ধিক্কার ।
তাদের নিকট হৈল মুখ তোলা ভার ॥
কৌতুকের সম্পর্কীয় আছে যারা ঘরে ।
কত শত মিষ্টবাক্যে ভর্ৎসিবে আমারে ॥
উচ্চ কথা অন্যের যে সহিতে না পারে ।
এতেক লাঞ্চনা কিসে সহ্য হবে তারে ॥
সম্মুখে তুলিতে মুখ না পারে যে জন ।
উপহাস বাক্য সেও করিবে বর্ষণ ॥ [১২৩]
উপহাসাসম্পদ হযে বাঁচে যেই নর ।
তাহার অধিক আর বল কে পামর ॥
ভীষ্ম । কেবা বল মাথার উপরে ধরে মাথা ।
তোমাকে করিতে পারে উপহাস কথা ॥
প্রতাপে আদিত্য তুমি কেবা তব সম ।
তোমার অগ্রেতে কেবা করিবে বিক্রম ।
এই কথা দেশে দেশে হইলে প্রচার ।
কেহ অসম্মান নাহি করিবে তোমার ॥

অর্পিবে সকল দোষ রামের উপরে।
না বুঝিয়া হেন কর্ম্ম সেই জন করে॥
দুর্য্যোধন তব দোষ না দেখি ইহাতে।
আসিয়াছ দ্বারকায় রামের কথাতে॥
তব ইষ্টদেব রাম ইহার কারণ।
হেন কর্ম্ম করি তিনি পেলেন জীবন॥
নতুবা কি অন্য হলে তরিতে পারিত।
এ কর্ম্মের প্রতিফল অবশ্য পাইত॥
কি করিবে গুরু তব দেব হলধর।
অনুচিত তাঁর সহ করিতে সমর॥
জ্ঞানি লোক কখন তোমাকে না নিন্দিবে।
বরঞ্চ তোমার সুখ্যাতি করিবে॥ [১২৪]
ধৈর্য্য ধরে সেই জন যার আছে জ্ঞান।
ইহাতে গৌরব বিনা নহে অপমান॥

দুঃশা। যা কহিলা পিতামহ মিথ্যা কথা নয়।
কৌরবে নিন্দিতে বল শক্তি কার হয়॥
ক্ষিতির মধ্যেতে তুমি শ্রেষ্ঠ নৃপবর।
তোমাকে অনেক ভূপ দেয় রাজকর॥
সবার প্রধান তুমি রাজা দুর্য্যোধন।
তোমারে নিন্দিবে হেন আছে কোন জন॥
তব সম বিক্রমে ও রূপে গুণে ধনে।
পৃথিবীর মধ্যে নাহি হেরি কোন জনে॥
সম যোগ্যে নিন্দা করে তাহে অপমান।
কিন্তু কেবা আছে বল তোমার সমান॥

শুনিয়া নীচের বাণী ভাবি অসম্মান ।
আপনারে জানিতে না করে হেয় জ্ঞান ॥
অধমের বাক্যে বল কি হইতে পারে ।
মনুষ্য বলিয়া তারে কেবা গণ্য করে ॥
যদি বল বৃকোদর কটু কথা কয় ।
জ্ঞাতির গরল উক্তি সহ্য নাহি হয় ॥
অতিশয় মূর্খ সেই পবন নন্দন ।
সারদার ত্যজ্য পুত্র জানে সর্ব্বজন ॥ [১২৫]
হিতাহিত তাহার কি আছে বিবেচনা ।
অন্য কিছু নাহি জানে নিদ্রাহার বিনা ॥
ভদ্র লোকে তাব কথা কেবা কবে গণ্য ।
সেই জন হয় বল কার কাছে মান্য ॥
বানরার ভাই সেটা কুন্তীর উদরে ।
তার কথা বুধগণ গ্রাহ্য নাহি করে ॥
একারণ ভ্রাতঃ তুমি না করিও খেদ ।
মনের ভাবনা যাহা কর হে উচ্ছেদ ॥

দুর্য্যো । ভাই, তুমি যাহা বলিলে, এবং পিতামহও যাহা কহিলেন সকলই প্রামাণ্য, কিন্তু আমার মনঃ যেরূপ দাহন হইতেছে, তাহা তোমাদিগের সমক্ষে প্রকাশ করিতে পারি না, ও জ্বলন যে কখন নির্বাণ হইবে, তাহাও কহিতে পারি না ? ইহা বুঝি আমার যাবজ্জীবন সঙ্গি হইল । অতএব যাহা সৎ পরামর্শ হয়, তাহা তোমরাই কর ; আমার রাজ্যে কাজ নাই, আমি বিবেকির ন্যায় তীর্থ পর্য্যটন করিয়া বৈরিগণকে আনন্দ প্রদান করিব ।

দুঃশা । ভূপতে, বাসবের ঐশ্বর্য্যাধিক তোমার ঐশ্বর্য্য, আপনি

কি এক সামান্য বিষয়ের জন্য সক-[১২৬]ল পরিত্যাগ করিয়া উদাসীন হইবেন, আপনার এই কথা কি জ্ঞানির ন্যায় হইল ?

দূত। হাঁ রাজন্, সকলেই উত্তম আজ্ঞা করিতেছেন ; আপনি এই তুচ্ছ বিষয়ে এত চঞ্চল হইতেছেন কেন ? স্বদেশে যাত্রা করুন।

(দূত গমন কবিল)

দুঃশা। নৃপতে, আপনি মৌনাবলম্বন কবিলেন কেন ?—হে কর্ণ, (অতি সংগোপনে কহিতেছেন) তুমি দুর্য্যোধনের প্রিয় সখা, তিনি তোমাব বাক্য কখন অবহেলা করিতে পারিবেন না, অতএব তুমি তাঁহাকে প্রবোধ প্রদান কর।

কর্ণ। দুঃশাসন ভাই আমাকে ক্ষমা কর, আমি দুর্য্যোধনের প্রিয় বয়স্য বটে, কিন্তু ভীষ্ম ও বিদুর তোমারদিগেব প্রধান মন্ত্রী, মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র অন্য কাহারও উপদেশ গ্রাহ্য করেন না,—গ্রহণ করা দূরে থাকুক তাহাতে কর্ণ প্রদানও করেন না, ঈদৃশ স্থলে আমি কি করিতে পারি, আমার সাধ্য কি ? যদ্যপি আমি এরূপ অবস্থায় পতিত হইতাম, তবে অপমানের বিনিময়ে কৃষ্ণ ও অর্জুনেব প্রাণ এবং সুভদ্রাকে না লইয়া [১২৭] ক্ষান্ত হইতাম না , যদি ইহা না পারিতাম, আপনি আমার মৃত্যু প্রার্থনা করিতাম। বলদেবই হউন, কৃষ্ণই হউন, অথবা স্বয়ং দেবরাজই হউন, এমত ঘটনায় কাহারও উপবোধ রাখিতাম না ; ক্ষত্রিয় ক্ষেত্রে জন্মগ্রহণ করিয়া কে এ প্রকার অপমান সহ্য করিতে পারে ?

দুঃশা। হে ভ্রাতঃ, একে দুর্যোধন এই স্ফুলিঙ্গ প্রজ্বল করিতে উদ্যত, তুমি আবার তাহাতে বায়ু সংযোগ করিলে ঘোরতর বিপদ উপস্থিত হইবে। এইক্ষণে যাহাতে ক্ষান্ত হইয়া স্বদেশে যাত্রা করেন, ইহারা উপায় কর।

কর্ণ। আমার স্বীয় শক্তিতে কিছুই হইবে না, আমি তোমাদিগের মতানুযায়ী কর্ম্ম করি। (দুর্য্যোধনকে কহিতেছেন) হে প্রিয় বয়স্য, তোমার এত কি অপমান হইয়াছে, যে একেবারে বিষাদার্ণবে অবগাহন করিলে ?

দুর্য্যো। তুমি সকলই জ্ঞাত আছ, তোমাতে আমাতে দেহ মাত্র ভিন্ন, কিন্তু আত্মা এক। সহোদরগণ অপেক্ষা তোমাকে প্রিয়তম জ্ঞান করি, তোমার অবিদিত কিছুই নাই। তুমি বি-[১২৮]যাদার্ণবের কথা কি কহিতেছ, ইচ্ছা হয় মহার্ণবে জীবনার্পণ করি।

কর্ণ। হে ভ্রাতঃ, ভীষ্ম তোমাকে নিবৃত্তি হইতে কহিতেছেন, ও মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র এস্থলে উপস্থিত নাই। অতএব তাঁহার অজ্ঞাতে কোন কর্ম্মে প্রবৃত্ত হওয়া অযুক্ত। এক্ষণে স্বদেশে উপস্থিত হইয়া বৃদ্ধরাজকে সংবাদ দেও; ইহাতে তিনি যাহা আজ্ঞা করিবেন, তাহাই কর্ত্তব্য। আমি যে পর্য্যন্ত জীবিত থাকি, তোমার কোন চিন্তা নাই, এইক্ষণেই অর্জুনকে সমুচিত ফল প্রদান করিতে পারিতাম, কিন্তু বৃদ্ধরাজের অনুমতি বিনা এ কর্ম্মে প্রবৃষ্ট হইতে ইচ্ছুক নহি। আপাতত গৃহে চল, যিনি এ অপমানের মূল কারণ হইযাছেন, তিনি অবশ্যই ইহার প্রতিফল ভোগী হইবেন। আমি তাহাকে নিতান্তই শিক্ষা প্রদান করিব অঙ্গীকার করিলাম।

দুর্য্যো। তোমার অসম্মতিতে আমার কোন কর্ম্ম কর্ত্তব্য নহে, কারণ তোমার সহ সখ্য করিযাছি। তুমি আমার মনের ভাব যেরূপ বুঝিবে, তাহা অন্যের অসাধ্য। যাহা হউক, গম [১২৯] নোদ্যোগ কর। ভাই, কেবল তোমার আশ্বাসে বিশ্বাস করিয়া স্বদেশাভিমুখে যাইতে বাধ্য হইলাম।

কর্ণ। ভাই দুঃশাসন, প্রস্তুত হও, আর এস্থানে কাল ব্যয় করণের প্রয়োজন নাই।

দুঃশা। হাঁ গমন করিলেই হয়।

(সকলে গমন করিলেন)

নবম সংযোগস্থল

বলদেবের সভা।

দূত প্রবেশ কবিল।

দূত। প্রভো, এখনও যে নিশ্চিন্ত রহিযাছেন ?

বল। কি বলিলে ?

দূত। আব প্রভো, কি বলিব, পরমোজ্জ্বল যদুকুল কলঙ্ক বায়ুতে নির্ব্বাণ হইয়াছে।

বল। সে কি দূত, কি কথা কহিতেছ ?

দূত। সুভদ্রার কি হইয়াছে, তাহার কিছু জানেন কি না ?

বল। অদ্য সুভদ্রার বিবাহ, ইহাতে কুল দীপিকা [১৩০] কেন নির্ব্বাণ হইল, বরং অধিকতর দীপ্যমান হইবে।

দূত। হাঁ প্রভো, সাতিশয় প্রজ্বল হইলেই ভস্মরাশি হয়।

বল। কাহার সাহসে তুমি আমার সম্মুখে এরূপ উক্তি করিলে ? আমি কুলশ্রেষ্ঠ রাজতনয়কে ভগিনী সম্প্রদান করিব, ইহাতে তুমি উপহাস করিয়া কুলে কলঙ্কারোপের কথা কও ; আমি এবার তোমাকে ক্ষমা করিলাম, পুনর্ব্বার এমত বাণী বদন হইতে নিঃসৃত করিলে সমুচিত দণ্ডপ্রাপ্ত হইবে ; আমি জানি তুমি কৃষ্ণার্জ্জুনের পক্ষ হইয়া

এরূপ নিন্দা করিতেছ। যদি আপন মঙ্গল চিন্তা কর, তবে এই ক্ষণেই এ স্থান পরিত্যাগ কর; আমি তোমার বদনাবলোকন করিতে ইচ্ছু নহি, তোমাকে সম্মুখে দেখিয়া আমার ক্রোধানল ক্রমশঃ প্রজ্বল হইতেছে, অতএব প্রস্থান কর, এবং কৃষ্ণার্জুনকে কহিও, আমি অবশ্যই দুর্য্যোধনসহ কুটুম্বিতা করিব, যদি তাহাদের শক্তি থাকে, নিবারণ করুক, সুরাসুরগণ সংমিলিত হইয়া আমার বিপক্ষে আগমন করি-[১৩১]লেও আমার হস্ত হইতে নিস্তার পাইবে না। তুমি ত্বরায় এই কথা তাঁহাদিগকে জানাও, যাও, আর এ স্থানে থাকিও না, সেই কৃষ্ণার্জুনের নিকট গমন কর।

দূত। আমার উপর কেন অনর্থক ক্রোধ করিলেন, দুর্য্যোধন হস্তের সূত্র খুলিয়া লজ্জায় পলায়ন করিতে উদ্যত হইযাছেন আমি দেখিয়া আইলাম, এবং ভদ্রাও অন্তর্দ্ধান হইযাছেন।

বল। আমি তোমাদিগের কুহক জালে বদ্ধ হইব না। আমি বুঝিয়াছি, তুমি ছলনা করিতেছ। আমি কি এই কথায় এক জারজকে ভদ্রার্পণ করিব? যাও আর বাক্য ব্যয় করিও না, স্বস্থানে প্রস্থান কর। যাহারদিগের সম্পত্তিতে বশীভূত আছ, তাহারদিগের স্মরণ লও।

দূত। আমার কথার মর্ম্ম না করি গ্রহণ।
অনর্থক ক্রোধ প্রভু কর কি কারণ॥
বল। পুনশ্চ কহিলে কথা ভাল শিক্ষা পাবে।
সহ মানে গৃহে যাও নহে প্রাণ যাবে।
দূত। কেন প্রভু অন্যায় করিছ তিরস্কার।
এই কি যথার্থ বাক্যে হৈল পুরস্কার॥ [১৩২]
বল। তোমার শরীরে আগে করি ভেদ।
অন্যান্য বিপক্ষ শেষে করিব উচ্ছেদ॥

দূত। দূত আমি আমারে মারিলে কিবা হবে।
ইহাতে কলঙ্ক আরো তবোপরে রবে॥
মূষিকে মারিতে কভু কেশরী না যায়।
ভুজঙ্গে ত্যজিয়া কীটে গরুড় না চায॥
অজার সহিত যুদ্ধ শার্দ্দূল না করে।
বিড়াল বিহঙ্গে ত্যজি ভৃঙ্গকে না ধরে॥
রাহু কেতু কভু ছাড়ি রবি নিশাকর।
খদ্যোতেরে গ্রাসিবারে না হয় তৎপর॥
তোমাদের ভৃত্য আমি মোর কিবা দোষ।
আমার উপর প্রভু বৃথা কর রোষ॥
সুখে চলে গেল ভদ্রা হরিল যে জন।
অবশেষ যায দেখি আমার জীবন॥
সমাচার দিতে আমি এলাম হেথায
ভাল প্রভু পুরস্কার দিলেন আমায॥

(দূত গমনোদ্যোগ করিল।)

বল। কি কথা কহিলে দূত বল পুনর্ব্বার।
সুভদ্রাকে হরিয়াছে একি শুনি আর॥ [১৩৩]
মম দিব্য হেথা হ'তে না কর গমন।
না বুঝে বলেছি কটু করিবে মার্জন॥

(দূত করপুটে দণ্ডায়মান হইল।)

বিশেষ করিয়া কহ সব সমাচার।
সুভদ্রা হরিল কেটা এ শক্তি কাহার॥

দূত। অর্জুন হরিয়া ভদ্রা করেছে গমন।
অধোমুখে দেশমুখে গেল দুর্য্যোধন॥

বল। স্বপ্ন দেখিতেছি কিবা আছি নিজ জ্ঞানে।

দূত। জ্ঞানে কি অজ্ঞানে প্রভো বুঝ নিজ জ্ঞানে॥
সত্য সমাচাব আমি দিলাম তোমায়।
আর তিবস্কার প্রভো না কব আমায়॥
ভৃত্য আমি আছি তব চরণে বিক্রীত।
অর্জ্জুন কর্তৃক ভদ্রা হইযাছে হৃত॥

বল। আমার ভগিনী ভদ্রা অর্জ্জুন হরিল।
এত সেনা মধ্যে কেহ রোধ না করিল॥

দূত। যেই ক্ষণে ভদ্রাকে হরিল ধনঞ্জয়।
পশ্চাৎ ধাইল শুনি যদুসেনা চয়॥
মহারথী মহাযোদ্ধা যত বীরগণ
অর্জ্জুনের সহ রণে হয়েছে পতন॥
বক্তময় তবঙ্গিনী রৈবতে উদ্ভব। [১৩৪]
মহাবেগে ভেসে যায় সৈন্য দেহ সব॥

বল। আমি এই অঙ্গীকাব করিলাম, স্বর্গ মর্ত্য ও পাতাল অদ্যই চূর্ণ কবিব, কোথায় সে জাবজ, সেই অর্জ্জুন—আমার রথ আনিতে বল।

দূত। আর প্রভো, রথ লইযা কোথায় যাইবেন? ভদ্রা স্বয়ং অশ্বরজ্জু ধারণ করিয়া রথ চালাইতেছেন।

বল। কোন্ রথ?

দূত। কৃষ্ণের রথ; অর্জ্জুন তদুপরি আরোহণ করিয়া ভদ্রা সহ প্রস্থান করিয়াছেন, ভদ্রা স্বয়ং অশ্বরজ্জু ধারণ করিয়া রথ চালাইতেছেন। প্রভো বথের আশ্চর্য্য গতির কথা কি কহিব, কখন দৃশ্য, কখন বা অদৃশ্য; কখন ভূমিতে, কখন বা শূন্যে, কেহই তাহা লক্ষ্য করিতে পারে নাই। অর্জ্জুন ইন্দ্রজিতের ন্যায় নীরদমণ্ডলীতে আবৃত থাকিয়া

বাণে বাণে সকল উচ্ছিন্ন করিয়াছেন, কেবল কৃষ্ণ শোকসাগরে মগ্ন হইবেন বলিয়া শাম্ব প্রদ্যুম্নাদিকে বিনষ্ট করেন নাই, বৃথা কেন অর্জুনের বিপক্ষে গমন করিবেন? তিনি কোন্ স্থানে আছেন, তাহা নির্ণয় কবাই দুষ্কর হইবে। [১৩৫]

বল। তাঁহারা কি কৃষ্ণের রথারোহণে গমন করিযাছে?

দূত। হাঁ প্রভো, আপনি ইহার তদন্ত জানুন।

বল। দারুক কি সেই রথে আছে?

দূত। আজ্ঞা আছে, কিন্তু বন্ধন দশায়। ভদ্রা স্বয়ং রথ চালাইতেছেন, দারুকের দোষ নাই।

বল। দূত, তোমার প্রতি অনেক কটূক্তি করিয়াছি, তাহা ক্ষমা কর, (ইতিকর্ত্তব্যতামূঢ় হইয়া কহিতেছেন) আমি জানিলাম সকলেই কৃষ্ণেব পক্ষ। যদ্যপি এই অসংখ্য যদুসেনা থাকিতেও আমার অপমান হইল, তবে এ দোষ আর কাহাব উপর অর্পণ করিব। অতএব তুমি গমন কর, আমিও চলিলাম।

(উভয়ে গমন কাবলেন।)

দশম সংযোগস্থল।

বসুদেবের গৃহ।

বলদেব প্রবেশ করিলেন।

বল। হে পিতঃ, আপনকার জ্ঞাতসারে আমার এই হইল। [১৩৬]

বসু। বৎস কি কহিতেছ? একি কথা?

বল। আপনারা এক পরামর্শি হইয়া আমাকে একবারে অধঃপাত করিলেন।

বসু। কেন বৎস, আমরা কি করিলাম ?

বল। যদ্যপি আপনারদিগের নিতান্তই অর্জুনকে সুভদ্রা সমর্পণ করিবার ইচ্ছা ছিল, তবে যখন দুর্য্যোধনের সহিত ভদ্রার বিবাহের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলাম, তখন কহিলেন না কেন ? তাহা হইলে কি আমার এরূপ অপমান হয়।

(দেবকী ও রোহিণী প্রবেশ করিলেন)

বসু। প্রথমে আমার অভিলাষ ছিল ধনঞ্জয়কে ভদ্রা সম্প্রদান করি, কিন্তু তুমি অনিচ্ছু হওয়াতে আমরা সে সম্বন্ধের প্রতি অবহেলা করিয়াছিলাম, পরে অর্জুন প্রতারণা করিয়াছে।

বল। তায় কি নিমিত্ত অর্জুনের উপর দোষারোপ করেন ? তাহার কি মনে ভয় নাই ! তোমারদিগের সাহস না পাইয়া সে এ কর্ম্ম কদাচ করে নাই, ইহা আমার বিলক্ষণ প্রতীত হইতেছে ; আর আমাকে প্রবঞ্চনা করিবার প্রয়োজন নাই। [১৩৭]

বসু। বৎস এ কি কথা কহিলে ?

বল। আর কি কথা, এ চক্রে সকলেই আছেন, ভাল,—আজ অবধি আমি তোমারদিগের পুত্র নহি, এমত জ্ঞান করিবেন। পিতা, মাতা, ভ্রাতা, জ্ঞাতি, বন্ধু, ভৃত্য প্রভৃতি সকলেই যে ব্যক্তির বিপক্ষ, তাহার পক্ষে গৃহবাস অপেক্ষা অরণ্যবাসই উত্তম কাজ, অতএব সকলে আমার আশা ত্যাগ কর।

রোহি। কি কথা কহিলি রাম নও পুত্র মোর।
এ কথা কহিতে মতি কেন হৈল তোর ॥
দশ মাস দশ দিন বল কোন জন।
আপন উদরে তোরে করেছে ধারণ ॥

আমি কি না পাইয়াছি প্রসব বেদনা।
কে করেছে এত বড পাইয়া যাতনা ॥
মল মূত্র তোমার চন্দনপ্রায় জ্ঞানে।
পালন কি করি নাই হয অনুমানে ॥
এ কথা কেমনে রাম জিহ্বাগ্রে আনিলি।
আমবা যে তোর শত্রু কোথায় জানিলি ॥

বল। অনেক যন্ত্রণা মাতা করিয়াছ ভোগ।
ইহাতে তোমায় কেবা করে অনুযোগ ॥ [১৩৮
বাল্যকালে ছিল স্নেহ এখন তা নয।
তা হইলে কি এত মম অপমান হয ॥

দেব। এতদিনে বলবাম এই হৈল বোধ।
জননীর স্নেহের কি দিলে এই শোধ ॥
রোহিণীর গর্ভজাত মাত্র তুমি হও।
কৃষ্ণ হতে ন্যূন স্নেহ পাত্র কভু নও ॥
রাম কৃষ্ণ সহোদর সকলেতে জানে।
কানাই তোমায় দেখি ততোধিক মানে ॥
আমাদের কেবা আছে তোমরা বিহনে।
ছি ছি বাছা হেন কথা কহিলে কেমনে ॥

বল। শুন গো জননীদ্বয় আর পিতা মহাশয়
যা হবার হৈয়াছে আমার।
কৃষ্ণ মোবে জ্যেষ্ঠ বলে যেমন মতেতে চলে
ইহা সব হইল প্রচার ॥

কৃষ্ণে সহোদর ভিন্ন আমি নাহি জানি অন্য
কৃষ্ণের তেমন মন নয়।
চক্রী এক নাম তার তার চক্র বুঝা ভার
চক্র করি নিজ কার্য্য লয়॥
তাহার তনয় শাম্ব মনে করি অতি দম্ভ
হরেছিল দুর্য্যোধন সুতা। [১৩৯]
নারী মধ্যে সুলক্ষণা অতি রূপসী লক্ষণা
সুপণ্ডিতা রূপ গুণ যুতা॥
লক্ষ্মণা হরিল বলি আসি যত মহাবলি
শাম্বরে ঘেরিল রঙ্গ স্থানে।
বৈকর্ত্তন শর জালে বান্ধি তারে এক কালে
দিল দুর্য্যোধন সন্নিধানে॥
দেখি ক্রোধে কুরুপতি বলে কাট শীঘ্রগতি
দেখি আমি আপন নয়নে।
শুনি এই বিবরণ শ্মশানে করে গমন
শাম্বরে কাটিতে মল্লগণে॥
হেন কালে আমি গিয়া শাম্বে আনি বাঁচাইয়া
তার শোধ কৃষ্ণ ভাল দিল।
শির মম হৈল নত দুর্য্যোধন করে কত
দেশব্যাপী অখ্যাতি রটিল॥
দিয়া আপনার রথ অর্জুনে দেখায় পথ
হরিবারে মম সহোদরা।
কৃষ্ণের সাহস পায় অর্জুন হরিল তায়
সতত কৃষ্ণের এই ধারা॥

গৃহ মধ্যে শক্র যার জীবন তাহার ছার
তার সাক্ষি দেখ দশাননে। [১৪০]
নিজ সহোদর হয়ে রামের শরণ লয়ে
বিভীষণ বধে রক্ষ গণে॥
তোমাদের প্রিয় হরি আমি সকলের অরি
এই হেতু ডুবালে আমায়।
ভাল ভাল বুঝা গেছে যা হবার হইয়াছে
এবে আর আছে কি উপায়॥
মম মান ছিল উচ্চ এখন করিবে তুচ্ছ
এ পুরের দাস দাসীগণে।
যতেক যোগ্যতা মম আর যত পরাক্রম
সকলেত দেখিল নয়নে॥
স্বপ্নে নাহি ছিল জ্ঞান কৃষ্ণ হতে অপমান
কোন কালে হইবে আমার।
কৃষ্ণেরে কনিষ্ঠ জানি সতত ছিলাম মানী
সে মান হইল ছারখার॥
সংসারেতে সুখ যত হইলাম অবগত
আর তাহে নাহি প্রয়োজন।
ললাট প্রসন্ন যার গৃহবাসে সুখ তার
নতুবা বিপদ সর্ব্বক্ষণ॥
ভদ্রার বিবাহ শুনি নানা দেশি নৃপমণি
আসিযাছে দ্বারকা নগরে। [১৪১]
লক্ষ নৃপতির শোভা উজ্জ্বল করিবে সভা
সবে রবে আনন্দ সাগরে॥

সহ বরযাত্রিগণ আসিয়াছে দুর্য্যোধন
ভদ্রাকে বিবাহ করিবারে।
কোন্ মুখ লয়ে আর একথা করি প্রচার
ধনঞ্জয় হরেছে ভদ্রারে ॥
এত অপমান যার জীবনে কি সুখ তার
ধিক্ ধিক্ আমার জীবন।
আছিল যতেক সুখ লজ্জায় গুঁজিয়া মুখ
হলধরে করেছে বর্জ্জন ॥
এখন দুঃখের পাশে কি করিব গৃহ বাসে
লোকালয়ে না বহিব আর।
ছাড়ি সবে মম আশ সুখে কর গৃহ বাস
সব আশা ঘুচেছে আমার ॥

[সকলে গমন করিলেন।]

সম্পূর্ণ [১৪২]